Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মরুঝড়

মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

বইঘর

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মরুঝড়

মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে শেরিফ হ্যারি রকফেলারের মেয়ে ক্যারোলিনাকে অপহরণ করল আউট-ল সর্দার টিম স্যাণ্ডার্স। এক লাখ ডলার মুক্তিপণ ধার্য করল। একইসঙ্গে অপহরণের শিকার হলো ক্যারোলিনার ইণ্ডিয়ান বান্ধবী 'মৌসুমি বৃষ্টি'। বেচারি বেড়াতে এসেছিল, গ্রীষ্মকালটা ক্যারোলিনার সঙ্গে কাটানোর জন্য।

...এবং এখানেই মারাত্মক ভুল করল স্যাণ্ডার্স।

ওর জানা ছিল না, মৌসুমি বৃষ্টির বড় ভাই আর ক্যারোলিনার প্রাণপ্রিয় 'বিগ ব্রাদার' একই ব্যক্তি–
দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হান্টার 'ডেযার্ট স্টর্ম'।
সাদারা তো বটেই, খোদ ইণ্ডিয়ানদের কাছেও মূর্তিমান বিভীষিকার নাম এই 'মরুঝড়'।
উদ্ধার অভিযানে নামল ও। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবে, পিশাচদের বিরুদ্ধে পৈশাচিক প্রতিশোধ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

বইঘর

ওয়েস্টার্ন

মরুঝড়

মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

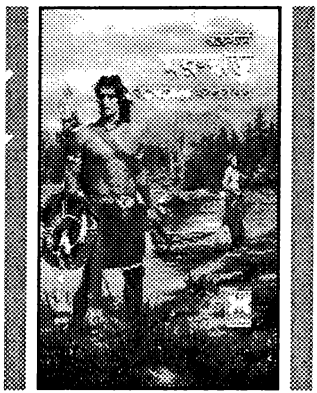

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-8353-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

MORUJHOR
A Western Novel
By: Md. Khaledul Islam Khan

আটানব্বই টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মরুঝড়

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে প্রতিলিপি তৈরি বা পিডিএফ করে ইন্টারনেটে প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

ওয়েস্টার্ন

মরুঝড়

মোঃ খালেদুল ইসলাম খান

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা, ছন্নছাড়া। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস, মৃত্যুর স্বাদ। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক, রক্ষক, হনন। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ, আমি টাইগার বলছি। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক, টর্নেডো টেক্স। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল, কার্তুজ। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার। **তৌফির হাসান উর রাকিব:** ডুয়েল। **প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার:** দুঃস্বপ্ন। **মোঃ খালেদুল ইসলাম খান:** মরুঝড়।

এক

১৮৭২ সাল।

শীতের সকাল।

নীলচে ধূসর রঙের হালকা কুয়াশা ধীরে-ধীরে ঘিরে ফেলছে ডিভাইন শ্যাডো ভ্যালি। কুয়াশার চাদর আজ যেন একটু বেশি জমাট বেঁধেছে জেরাল্ড 'ডেযার্ট স্টর্ম' মিডলটনের হোমস্টিডের উপর। উদীয়মান সূর্য দিগন্তে ফ্যাকাসে হলুদ আর হালকা কমলা রঙের পরশ বুলিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে বাড়িয়ে চলেছে ভ্যালির উজ্জ্বলতা আর তাপমাত্রা।

কোবল স্টোনের তৈরি পুরানো চিমনি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে ছাই মেশানো কালো ধোঁয়া, মিশে যাচ্ছে দিগন্তে।

তাজা কফির গন্ধে ম-ম করছে পুরো কেবিন। কাস্ট আয়রনের স্টোভে ভাজা হতে থাকা বেকনের চড়চড় আওয়াজ আর সুঘ্রাণে যে-কোন লোকের খিদে আরও চাগিয়ে উঠবে।

হটবক্সে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে ডজনখানেক ঘরে তৈরি বিস্কুট।

এত নাশ্‌তা তৈরির ঝামেলায় যেত না ডেযার্ট স্টর্ম। কিন্তু আজকের সকালটা আর দশটা আটপৌরে সকালের মত নয়, পুরোপুরি আলাদা।

অতিরিক্ত রেশন তৈরির কারণ, এখন ও রওনা হবে বিগ

বিয়ার টাউনের উদ্দেশে, প্রয়োজনীয় সাপ্লাই সংগ্রহ করতে। এরপর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে নেশনের ট্রেইল ধরবে, নিজ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

মনে-মনে চাঁদের হিসেব করল ডেযার্ট স্টর্ম। এক বছরেরও বেশি হলো পরিবার থেকে দূরে রয়েছে ও।

বাইরে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে সোলস। বিদঘুটে আওয়াজ করে মনিবকে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত অ্যাপালুসাটা গতরাতের প্রস্তুতি দেখেই বুঝেছে মনিব দীর্ঘ যাত্রায় বেরোবে।

পরিচিত ডাকটা কানে যেতেই সাড়া দিল সোলস, দীর্ঘ পদক্ষেপে ছুটে গেল পোর্চের দিকে, রাজসিক ভঙ্গিতে দাঁড়াল মনিবের সামনে। দীর্ঘ হ্রেষায় বুঝিয়ে দিল, ট্রেইলে মনিবের সঙ্গী হতে মুখিয়ে আছে ও।

'গুড মর্নিং, সোলস,' চলার পথের বিশ্বস্ত সাথীকে অভিবাদন জানাল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর সোলসকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো দিগন্তে, গ্রেট স্পিরিট–ওর পূর্বপুরুষদের জ্ঞানী আত্মাদের দিকে।

বহু বছরের অভিজ্ঞতায় সোলস জানে, যাত্রার শুরুতে পূর্বপুরুষদের মহান আত্মার কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় মনিব।

স্টলের দিকে এগোল ওরা। সোলসের পিঠে স্যাডল, বেডরোল আর অন্যান্য জিনিসপত্র চাপিয়ে যাত্রার আয়োজন করল ডেযার্ট স্টর্ম।

প্রতিদিনের মত হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল ও।

মহান আত্মাদের কাছে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাল সারা জীবন ওর আর সোলসের দেখভাল করার জন্য। এরপর প্রার্থনা শুরু করল।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল সোলস। বহু বছর ধরে এই ধর্মীয় আচার দেখে আসছে ও, জানে এই কোমাঞ্চি ভাষায় যখন প্রার্থনা চলতে থাকে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

boighar.com

এই প্রার্থনা ডেযার্ট স্টর্মকে শিখিয়েছিল ওর বাবা ব্ল্যাক ঈগল; অনেক, অনেক চাঁদ আগে।

ওর বয়স তখন মাত্র ন'বছর।

অ্যাপাচি আর কোমাঞ্চিদের যুদ্ধের মাঝে পড়ে মারা যায় ওর পরিবারের সবাই। কপালগুণে বেঁচে যায় ও। কোমাঞ্চি যোদ্ধা ব্ল্যাক ঈগল ওকে যখন খুঁজে বের করল, ও তখন লুকিয়ে আছে লম্বা প্রেয়ারি ঘাসের আড়ালে।

ভীত, পরিত্যক্ত, এতিম বালকটির দিকে কী মনে করে স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিল দুর্ধর্ষ ব্ল্যাক ঈগল, তুলে নিল ওর পেইন্টেড মেয়ারটার পিঠে।

পরে অনেকবারই ওকে বলেছে ব্ল্যাক ঈগল, সে নিজেও জানে না, কেন সেদিন ওর দিকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তবে ওই কাজটা করে সে যে গর্বিত, এটা স্বীকার করতেও কার্পণ্য করেনি। কারণ, ডেযার্ট স্টর্ম শুধু তার সুযোগ্য পুত্র হিসেবেই বেড়ে ওঠেনি, কোমাঞ্চি গোত্রেরও এক মহান যোদ্ধা সে।

গায়ের রঙ সাদা হলেও মনে-প্রাণে, আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে একজন সত্যিকারের কোমাঞ্চি যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে উঠেছে ও।

ব্ল্যাক ঈগল তার পালক পুত্রকে সব সময় দুটো জিনিস মনে করিয়ে দিত, ওর আত্মপরিচয় যাতে কখনও ভুলে না যায়, আর ওর মাতৃভাষা ইংরেজির চর্চাটা যেন সব সময় চালিয়ে যায়।

চিফের মতে, হয়তো এমন দিন কখনও আসতে পারে, যখন ও ইংরেজ সমাজে ফিরে যেতে চাইবে। তখন যেন পালক পুত্রের কোন সমস্যা না হয়।

অথচ ভাগ্যের কী খেলা! ওর ইংরেজি চর্চার জায়গা ছিল মাত্র দুটো; ওর মা, মানে ব্ল্যাক ঈগলের স্ত্রী 'গ্রীষ্মের ঝড়'

আর ওর বোন 'মৌসুমি বৃষ্টি'। এর মধ্যে একমাত্র মায়ের সঙ্গেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারত ও। আর মৌসুমি বৃষ্টিকে ইংরেজি শেখাতে হত।

দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেল অনেকগুলো দিন-মাস-বছর।

সেদিনের সেই ছোট্ট বালক পরিণত হয়েছে একুশ বছরের টগবগে তরুণে, রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। ট্রেইলে নামার জন্য বাবার কাছে গেল অনুমতি চাইতে।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে বেঁধে রাখার ঘোর বিরোধী ব্ল্যাক ঈগল। সুতরাং অনুমতি পেতে সমস্যা হলো না।

গোত্রের সবাই জড় হলো, জানতে চাইল ওর গন্তব্য।

কী উত্তর দেবে? ও নিজেই কি ছাই জানে কোথায় যাবে!

তবে কথা দিল, যদি বেঁচে থাকে, বছরে অন্তত একবার পরিবারের কাছ থেকে ঘুরে যাবে।

দুটো বছর ঘুরে বেড়াল। এই দুই বছর কত কিছুই না করেছে ও।

ক্যাটল ড্রাইভে যোগ দিয়েছে, রাসলারদের সঙ্গে লড়াই করেছে, বুনো ঘোড়া পোষ মানিয়েছে। পকেটে কিছু জমলেই আবার বেরিয়ে পড়েছে পথের টানে।

একান্ত প্রয়োজন না পড়লে পারতপক্ষে লোক সমাগম এড়িয়ে চলে ও। সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন না হলে যে-কোন শহরও এড়িয়ে যায়।

ওর নেশা ছিল বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তর দিয়ে মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলা। নতুন-নতুন ট্রেইলে পা রাখা।

ট্রেইলে চলতে গিয়ে নতুন করে অনেক কিছু শিখেছে। ভাল লোক, মন্দ লোক চিনেছে। যে-কোন পরিবেশে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেকে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলেছে।

অবশেষে ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি ঘটল ডেযার্ট

boighar.com

স্টর্মের। ভাগ্য ওকে টেনে নিয়ে গেল ডেনভারে।

শহরের বাইরের ফুটহিলে ক্যাম্প করেছে। শহরটা এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে?

প্রয়োজনীয় কিছু রসদ কিনতে শহরে ঢুকল ও। অনেকেই কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। পশ্চিমের একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত লোকজন সামান্য ব্যতিক্রম দেখলেই যেখানে হাঁ করে চেয়ে থাকে, সেখানে একজন সাদা চামড়ার মানুষকে কোমাঞ্চি বেশভূষায় দেখে কয়েকজন ভবঘুরে নড়েচড়ে বসল।

দু'একজনের কৌতুক করার খায়েশ জেগেছিল। কিন্তু আগন্তুকের কোমরে ঝোলানো বহু ব্যবহৃত সিক্সশুটার-দুটোর উপর নজর পড়ায় তাদের সে খায়েশ আঁতুড়ঘরেই মারা পড়ল।

জেনারেল স্টোরের দিকে এগোল ও।

জেনারেল স্টোরটা শহরের একদম প্রাণকেন্দ্রে। এর একটু পরেই শেরিফের অফিস।

প্রচণ্ড গরমের কারণে এই ভরদুপুরে দু'একজন ভবঘুরে ছাড়া রাস্তায় কোন লোকজন নেই বললেই চলে।

জেনারেল স্টোরের অবস্থা আরও শোচনীয়, একেবারেই খরিদ্দার-শূন্য।

ওকে ঢুকতে দেখে দোকান মালিক দিবানিদ্রার কাছ থেকে বিরতি নিয়ে এগিয়ে এল। 'কী লাগবে?'

'কফি, চিনি আর এক বাক্স বুলেট,' নিজের প্রয়োজন জানাল স্টর্ম।

ওর ফরমায়েশ শুনে জিনিসগুলো আনতে ভেতরে গেল দোকান মালিক।

জেনারেল স্টোরের জানালা দিয়ে শেরিফের অফিসটার দিকে তাকিয়ে আছে ডেযার্ট স্টর্ম।

শেরিফ কার্টিস থমসন খুবই দয়ালু একজন মানুষ। প্রথম দিকে লোকজন যখন ওকে হয়রানি করত, কার্টিস তখন কয়েকবার স্টর্মকে ঝামেলা থেকে উদ্ধার করেছে।

'মি. থমসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল ডেযার্ট স্টর্ম। এই সময়ই লোকটার উপর চোখ পড়ল ওর, শেরিফের অফিসে ঢুকছে।

ট্রেইলে চলার পথে দু'একবার দেখেছে, যদিও নাম জানে না। তবে পেশা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ডেযার্ট স্টর্মের। লোকটা আউট-ল।

শেয়াল কখনও বাঘের ডেরায় ঢোকে না, যদি না...

ওর কোমাঞ্চি অনুভূতি ওকে সতর্ক করতে দেরি করল না, কিন্তু ও নিজেই পাল্টা সাড়া দিতে একটু দেরি করে ফেলল।

শেরিফ অফিসের ভেতর থেকে ভেসে আসা গানশটের শব্দ দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান-খান করে দিল।

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল আউট-ল। হারিয়ে গেল প্রেয়ারির বুকে।

ডেপুটি শেরিফ স্যাম কোল্ট সহ ডেনভারবাসী তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, শেরিফ কার্টিস আর ইহজগতে নেই।

ফরমায়েশ দেয়া জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল সুখী চেহারার নাদুসনুদুস দোকান মালিক। ডেযার্ট স্টর্মকে ছিটকে দোকান থেকে বেরুতে দেখে অবাক।

'কী ব্যাপার, মিস্টার! তোমার জিনিসগুলো নিলে না?'

দোকান মালিকের কথা শোনার মত সময় নেই স্টর্মের। লাফিয়ে সোলসের পিঠে উঠে চাপড় দিল ওটার ঘাড়ে। মনিবের মনোভাব বুঝতে পেরে সক্রিয় হলো সোলস। ধাওয়া করল আউট-লকে।

আউট-লর ঘোড়াটা যথেষ্ট শক্তিশালী, চোর-ছ্যাঁচড়দের সাথে থেকে-থেকে পালানোর কায়দাটাও ভালই রপ্ত করেছে।

boighar.com

মনিবকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে ছুটছে।

ছুটছে ডেযার্ট স্টর্মও।

ও ছুটছে ওর ঋণ পরিশোধের দায় থেকে।

শেরিফ কার্টিস ওর সাথে যথেষ্ট দয়ালু আচরণ করেছে। ওর কোমাঞ্চি সংস্কার কারও কাছে ঋণী থাকতে নারাজ।

গতি বাড়ানোর জন্য গোড়ালি দিয়ে চাপ দিল সোলসের পেটে। সাড়া দিতে দেরি করল না অ্যাপালুসা।

ধীরে-ধীরে দূরত্ব কমিয়ে আনছে সোলস।

প্রথমে ধুলোর আভাস, এরপর দিগন্তে একটা বিন্দুর মত ফুটে উঠল আউট-লর অবয়ব। ক্রমশ বড় হচ্ছে আকৃতি।

পলায়নরত অশ্বারূঢ় বুঝতে পেরেছে, খসানো যাবে না ধাওয়াকারীকে। ওর পরিকল্পনায় এই নাছোড়বান্দা শিকারির কোন জায়গা ছিল না। নিশ্চিত সাফল্য জেনেই শেরিফকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়েছিল। রেকি করে নিশ্চিত ছিল, ডেনভারের কোন ঘোড়সওয়ার ওকে ধাওয়া করে ধরতে পারবে না। তার আগেই হারিয়ে যাবে ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায়, ওর নিজের জায়গায়। এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য এক মাস চষে বেড়ালেও হদিস পাবে না ওর টিকির। আর মাত্র চার-পাঁচশ' গজ, তারপরই ঢুকে পড়বে নিরাপত্তার মাতৃক্রোড়ে।

শেষবারের মত পেছন ফিরে চাইল, বুঝতে চাইল ধাওয়াকারীর অবস্থান। যা দেখল, পিলে চমকে গেল আউট-লর।

চলন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝাঁপ দিল মাটি লক্ষ্য করে।

পরিচিত ট্রেইলের মত আউট-লর মনের কথা পড়তে পারছে ডেযার্ট স্টর্ম। জানে, লোকটা একবার ক্যানিয়নে ঢুকে পড়লে ট্র্যাক করাটা দুরূহ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, সেরকম প্রস্তুতিও নেই ওর। প্রস্তুতি নিতে হলে আবার ডেনভারে ফিরে যেতে হবে। খুনি ততক্ষণে হাওয়া

হয়ে যাবে।

বাধ্য হয়ে অপ্রীতিকর কাজটায় হাত দিল ও।

স্ক্যাবার্ড থেকে লং ব্যারেল রাইফেলটা টেনে নিল ডেযার্ট স্টর্ম। চলন্ত অবস্থাতেই আগুয়ান ঘোড়াটার একটু সামনে টার্গেট করে ট্রিগার টিপল। লাফিয়ে উঠে মাটিতে গড়ান খেল ঘোড়াটা। তবে তার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া আউট-ল স্টর্মের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

লাগামে টান পড়ায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সোলস।

লাফ দিয়ে সোলসের পিঠ থেকে নামল ডেযার্ট স্টর্ম। অ্যাপালুসাটাকে একটা বোল্ডারের আড়ালে রাখল, যাতে ওর ডাক শোনার দূরত্বে থাকে। কারণ এরপর বোল্ডার আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ দিয়ে ইঁদুর ধরার যে খেলা ও শুরু করবে, সে খেলায় ও একজন ওস্তাদ। কেবল একজনই এ খেলায় ওকে টেক্কা দিতে পারে, ওর পালক পিতা ব্ল্যাক ঈগল।

আউট-লকে ধোঁকা দিতে গিয়ে দশ মিনিটের পথ পেরুতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা।

ট্রেইলের দিকে রাইফেল তাক করে আছে দুর্বৃত্ত।

ওকে অ্যামবুশ করার আদর্শ জায়গা এটা। ভিকটিম বিপদ টের পাওয়ার আগেই পৌঁছে যাবে দোজখে।

প্রচণ্ড রাগ চাগিয়ে উঠল ডেযার্ট স্টর্মের। কিন্তু মননে দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি যোদ্ধা ও। পেছন থেকে গুলি করা ওর কাছে কাপুরুষতা।

'ওই পথে আজ আর কেউ আসবে না, হোয়াইট ম্যান,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল ও, 'তারচেয়ে ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াও। তার আগে রাইফেলটা ফেলে দিতে ভুলো না।'

জায়গায় জমে গেল দুর্বৃত্ত। রাইফেলটা এমনভাবে হাত থেকে ফেলে দিল, যেন খেয়াল না করে এতক্ষণ একটা কেউটে সাপ ধরে ছিল।

নির্দেশ মত ঘুরল, প্রয়োজনের চেয়েও ধীরে। যাতে কোন

boighar.com

ভুল বোঝাবুঝির মত দুর্ভাগ্যের শিকার হতে না হয়।

রাইফেলের নলটাকে ওর পেট বরাবর তাকিয়ে থাকতে দেখে যতটা না হতাশ হলো, তার চেয়েও অনেক বেশি তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন আগন্তুককে দেখে।

দুনিয়ায় এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত কি না এই আধখেঁচড়া ইংরেজ, হাইব্রিড কোমাঞ্চি জুটল টিকটিকি হিসেবে!

হাত উপরে তুলতে বলেনি আগন্তুক, সুতরাং একটা সুযোগ নেয়ার ধান্ধা করল আউট-ল। একটু-একটু করে হাতটা বাড়াতে লাগল হোলস্টারের দিকে।

'উঁহুঁ, সাদা মানুষ, ভুল করেও ও কাজটা কোরো না,' এবারও কথার মধ্যে কোন আবেগ ফুটল না, 'আমার কাছে তুমি একটা মরা লাশ। যদি বেচাল করো, তা হলে ডেযার্ট স্টর্মের কায়দায় দেহটা ডেনভারে নিয়ে যাব, আর সহযোগিতা করলে নিজেই নিজের দেহটা টেনে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে ডেনভারের লোকেরা বাকি কাজটা সারবে।'

ডেযার্ট স্টর্ম বলার আগেই দু'হাত সটান মাথার উপর তুলে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল দুর্বৃত্ত।

একবার ট্রেইল ড্রাইভে ডেযার্ট স্টর্মকে দেখেছিল টানা তিন দিন ট্র্যাক করে এক ঘোড়াচোরকে পাকড়াও করতে। রানশ মালিককে অনুরোধ করেছিল স্টর্ম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দায়িত্বটা ওকে দেয়ার জন্য।

রাজি হয়েছিল রানশার। কাছের এক টিলায় নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল স্টর্ম ঘোড়াচোরটাকে।

ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির হয়েছিল দুর্বৃত্ত। মহান আত্মাদের কাছে ঘোড়াচোরটাকে উৎসর্গ করার শেষ অংশটুকু দেখে ফেলেছিল।

সেকথা মনে হলে এখনও ওর কিডনি বিগড়ে যেতে চায়।

সে তুলনায় ফাঁসির দড়িকে মেয়েমানুষের বাহুডোরের মত মোলায়েম মনে হলো ওর।

কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই ভেড়া খেদানোর মত খেদিয়ে আউট-লকে নিয়ে শহরে ঢুকল জেরাল্ড 'ডেযার্ট স্টর্ম' মিডলটন।

শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে বন্দিকে নিয়ে রাজসিক ভঙ্গিতে যখন সিটি জেলের দিকে যাচ্ছিল, জনতা নতুন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। দু'একজন করতালি দিয়ে অভিনন্দনও জানাল। অথচ কিছুদিন আগে এরাই ওর আজব চাল-চলনের জন্য মুখ টিপে হেসেছে, হয়রানি করতেও পিছপা হয়নি।

শেরিফ অফিসের সামনে এসে থামল ডেযার্ট স্টর্ম। তাড়াহুড়ো না করে সোলসকে রেলিং-এর সাথে বাঁধল, এরপর ধীরস্থিরভাবে আউট-লকে নিয়ে জীবনে প্রথমবারের মত কোন শেরিফ অফিসে প্রবেশ করল।

ওকে এবং ওর সাথের কালপ্রিটকে দেখে ভারপ্রাপ্ত শেরিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ডেপুটি শেরিফ কোল্টের চোখ পিরিচের মত গোল হলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, শেরিফ কার্টিসের খুনিকে ধরে নিয়ে এসেছে এই অদ্ভুত পোশাকের সাদা মানুষটা।

'জানো, তুমি কাকে ধরে এনেছ?' স্টর্মকে লক্ষ্য করে বলল কোল্ট। এরপর দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ওয়ান্টেড পোস্টার থেকে একটা ছিঁড়ে ওর সামনে মেলে ধরল, 'এ হচ্ছে, মার্টিন–রিকি "ব্ল্যাক জ্যাক" মার্টিন।'

ওয়ান্টেড পোস্টার, বাউন্টি, রিওয়ার্ড–এসব ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই ডেযার্ট স্টর্মের। সুতরাং ডেপুটির বলা কথাগুলো ওর মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না।

boighar.com

কোল্টকে লক্ষ্য করে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'আমার কাছে ওর একটাই পরিচয়–মরা মানুষ। আমি চাই, এই মুহূর্তে ওকে ঝুলিয়ে দাও। চাইলে কাজটা আমাকেও দিতে পারো। কার্টিস খুব ভাল লোক ছিল। ওর খুনিকে উৎসর্গ করতে পারলে বেচারার আত্মা শান্তি পাবে।'

'দয়া করো, শেরিফ,' গুঙিয়ে উঠল ব্ল্যাক জ্যাক, 'প্রয়োজনে আমাকে যতবার খুশি ফাঁসি দাও, কিন্তু ওই হাইব্রিড ইণ্ডিয়ান ডেযার্ট স্টর্মের হাতে আমাকে তুলে দিয়ো না।'

দয়া হলো ডেপুটির। আউট-লকে সেলে আটকে রেখে ফিরে এল।

'ডেনভারবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, মি. স্টর্ম,' বলল ডেপুটি। এরপর ড্রয়ার থেকে একটা ব্যাংক চেক বের করে স্টর্মের হাতে দিল। 'এটা ব্যাংকে জমা দিলে ব্ল্যাক জ্যাকের নামে ঘোষণা করা রিওয়ার্ডটা পেয়ে যাবে। আমরা স্যালুনে অপেক্ষা করছি। যাওয়ার পথেই ব্যাংকটা পড়বে। আজ তোমার সৌজন্যে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ফ্রি ড্রিংক খাওয়াব।'

মাগনা ড্রিংক করার মওকা পেয়ে হৈ-হৈ করে উঠল জনতা। প্রতিযোগিতা লেগে গেল, কে আগে স্যালুনে পৌঁছতে পারে।

মানুষ হিসেবে শেরিফ কার্টিস খুবই জনপ্রিয় ছিল। ওর খুনি ধরা পড়েছে, খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে শহরবাসীর মাঝে। শহরের একমাত্র ব্যাংকের মালিকও এর আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। ডেযার্ট স্টর্মকে আসতে দেখে নিজেই বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। খাতির করে বসাল নিজের খাস কামরায়। কেরানি এসে চেকটা নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ডলারভর্তি একটা থলে এনে রেখে গেল

টেবিলের উপর।

'শুনে নাও, মি. স্টর্ম, পুরো পাঁচ হাজারই আছে,' থলেটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল ব্যাংক মালিক।

'কত বললে, মিস্টার...'

'রডহ্যাম, ফিলিপ রডহ্যাম,' ডেযার্ট স্টর্মের অসমাপ্ত বাক্যটা পূর্ণ করে দিল ব্যাংক মালিক, 'পাঁচ হাজার ডলার।'

এক টুকরো কাগজের বিনিময়ে পাঁচ হাজার ডলার! ব্যাপারটা আজব মনে হলো ওর কাছে।

'তোমার বুঝতে কোন ভুল হয়নি তো, মি. রডহ্যাম?' নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

ডেযার্ট স্টর্মের কথার অর্থ বুঝতে ভুল করল ব্যাংক মালিক। ফিলিপ রডহ্যামকে এবার একটু অনিশ্চিত মনে হলো। মনোযোগ দিয়ে আবার পরীক্ষা করল চেকটা।

'ঠিকই তো আছে, মি. স্টর্ম, পাঁচ হাজার ডলারই, এর বেশি না।'

বই ছাড়া অন্য কোন কাগজের ব্যাপারে এতদিন কোন আগ্রহ ছিল না ডেযার্ট স্টর্মের, এক টুকরো কাগজের ক্ষমতা দেখে ওর উদাসীন মনে আসীন হলো অর্থনৈতিক বুদ্ধি।

ব্যাংক মালিককে ধন্যবাদ দিয়ে যখন বেরিয়ে এল, জেরাল্ড 'ডেযার্ট স্টর্ম' মিডলটন তখন নতুন ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক।

স্যালুনের ককটেল পার্টি শেষ করে ডেপুটি শেরিফের সাথে তার অফিসে এল ও। সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। 'আচ্ছা, শেরিফ, এরকম দামি হারামজাদাদের আরও পোস্টার আছে তোমার কাছে?'

'অবশ্যই,' চওড়া হাসি ফুটল ডেপুটি কোল্টের মুখে। আগ্রহী মক্কেল পেয়ে বাউন্টি হান্টিং সম্পর্কে বিশাল এক লেকচার ফেঁদে বসল।

ফলাফল, বিপদ আর রোমাঞ্চে ভরপুর বাউন্টি হান্টিং-এর

boighar.com

জগতে পা রাখল দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি যোদ্ধা ডেযার্ট স্টর্ম।

দুই

দিনের বাকি সময়টা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতেই শেষ হলো।

নামার জন্য এই দুর্গম পথটা বেছে নেয়ার কারণ, এ পথটা ও খুব ভাল মত চেনে, নিজের হাতের তালুর মত।

আরেকটা কারণ, অনাহূত অতিথিরা ওর আস্তানাটায় ঢোকার কোন ট্র্যাক যেন খুঁজে না পায়।

ক্লিফের অসম্ভব ঢালু ঊষর প্রান্তর, সেই সঙ্গে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অগুনতি তীক্ষ্ণ পাথরসারি মনে এক ধরনের ভয় জাগানিয়া সমীহের উদ্রেক করে।

অনেক বছর ধরে এই দুর্গম ট্রেইলে নিয়মিত চলাচল করছে ডেযার্ট স্টর্ম। অনেক প্রাণীই যেখানে বাস করার সাহস করে না, সেখানে বছরের পর বছর ওর নিঃসঙ্গ অবস্থান ওখানকার আদি বাসিন্দাদেরও বিস্মিত করেছে। এক ধরনের সমীহের দৃষ্টিতে দেখে ওরা এই অদ্ভুত জীবটাকে। এর মধ্যে কোন লোক দেখানো ভাব নেই। কারণ পাহাড়ি সিংহ আর গ্রিজলি ভালুকের মধ্যে কোন কপটতা নেই।

টিলার সারির মাঝে যখন পৌঁছল, অস্তগামী সূর্য তখন পাহাড়ের পশ্চিম দিকে মুখ লুকাতে শুরু করেছে। দিনের শেষ আলোটুকু কাজে লাগাতে মনস্থ করল ডেযার্ট স্টর্ম, এখানেই রাতের জন্য ক্যাম্প তৈরি করবে।

বইঘর.কম

সোলসের দেহ ভারমুক্ত করার ব্যবস্থা করল ও। স্যাডল খসাল, মালসামান যেটুকু বহন করছিল, নামিয়ে সাজিয়ে রাখল। এরপর বেরুল কয়েকটা জিনিস জোগাড় করতে।

ক্যাম্পসাইটের আশপাশ খুঁজে শুকনো ডালপালা, খড়-কুটো জড় করল, রাতের বেলা আগুন জ্বালানোর জন্য।

ক্যাম্পফায়ারের হিসহিস শব্দ আর পুড়তে থাকা ডালপালার পটপট আওয়াজের যুগলবন্দি কিছুক্ষণের মধ্যেই শীত হটিয়ে উষ্ণতাকে স্বাগত জানাল।

সাপার তৈরি করতে বসল ও। কফির পটটা আগুনে চড়াল। এরপর স্যাডল ব্যাগ থেকে বের করল সকালে কেবিন থেকে আনা বেকন আর বিস্কুট। সোলসের ভাগ আলাদা করে নিজের অংশটুকুর সদ্ব্যবহার করল।

এরপর খেতে দিল সোলসকে।

সোলসকে বাউন্টির একটা অংশ দিতে কখনওই কার্পণ্য করে না ও। আর সোলসও বেকন খেতে পছন্দ করে, ফ্ল্যাপজ্যাকও, তবে সবচেয়ে বেশি লোভ ঘরে তৈরি বিস্কুটে। আর ওর এই অভ্যাসটা তৈরি করেছে মনিবের বন্ধুদের একজন, সোলসের কাছে যার একটাই পরিচয়–স্টর্ম ফ্রেণ্ড।

ডেযার্ট স্টর্মের পুরানো বন্ধু, এই 'স্টর্ম ফ্রেণ্ড'-এর নাম বেন ম্যাক্সওয়েল। টেক্সান এই বাউন্টি হান্টার নিয়মিতই ওর ঘোড়াকে বিস্কুট খাওয়ায়। এমনকী ঘোড়াটার নামও রেখেছে বিস্কিট।

স্টর্মের অনুমতি নিয়ে সোলসকেও একদিন খেতে দিল সেই বিস্কুট। সেই থেকেই রুচিবিকৃতি ঘটেছে অ্যাপালুসাটার।

বেনের কথা মনে পড়তেই হাসি ফুটল ডেযার্ট স্টর্মের ঠোঁটে, সাধারণ লোকের কাছে যেটা অসম্ভব একটা বস্তু।

সূর্যটা ধীরে-ধীরে ঘুমাতে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে।

boighar.com

মৃদুমন্দ বাতাস ওদের ঘিরে থাকা পাইনের সারিকে ফিসফিস করে শুনিয়ে যাচ্ছে রাতের আগমন বার্তা। দূরে ডেকে উঠল একটা হুতুম পেঁচা। ছোট-ছোট অথচ দ্রুত পদক্ষেপে নিজ-নিজ ডেরায় ফিরছে প্রাণিকুল। সবকিছু মিলে একটা নিরাপদ রাতেরই পূর্বাভাস পাচ্ছে ডেযার্ট স্টর্ম।

অ্যাপালুসাটাকে আগুনের কাছে নিয়ে এল ও। যতটা না বিপদের আশঙ্কায়, তার চেয়ে বেশি সাবধানতার জন্য। বিপদের গন্ধ মানুষের অনেক আগে সনাক্ত করতে পারে পশু-পাখিরা।

রাতের আঁধারকে কখনওই পুরোপুরি বিশ্বাস করে না ডেযার্ট স্টর্ম। হয়তো ওর ধারণার চেয়েও নিকটে ওত পেতে আছে বিপদ।

অভ্যাসমত নির্দেশ দিতে লাগল ডেযার্ট স্টর্ম, সোলসও নাক ঝাড়ার মত শব্দ করে সায় দিয়ে গেল। ধীরে-ধীরে কমে এল মনিব আর ঘোড়ার কথোপকথন।

সমতল থেকে আধ মাইল উপরে আছে ওরা। ক্রমশ কমতে থাকা তাপমাত্রার সাথে লড়ার জন্য আগুনে আরও কাঠ যোগ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

তারার দীপ জ্বেলে আঁধারকে হটানোর প্রয়াস চালাচ্ছে আকাশ। সে কাজে পুরোপুরি সাফল্য না পেলেও, সফল হলো অন্য জায়গায়। ঘুম নামিয়ে আনল শ্রান্ত পথিকের চোখে।

ঊষার পূর্বাভাস ঘুম ভাঙাল ওর। অবশিষ্ট সাপ্লাই বের করে নাস্তা সারল। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত ক্যাম্প গুটিয়ে নিল।

সোলস পা ঠুকে জানিয়ে দিল, ছোটার জন্য সে-ও তৈরি।

আপাতত ওদের গন্তব্য ছোট্ট শহর বিগ বিয়ার।

এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ। প্রয়োজনীয় সাপ্লাই সংগ্রহের জন্য ওখানে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করবে ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর বেরিয়ে পড়বে নেশনের পথে।

অবশ্য তার আগে ওখানকার পরিচিত বন্ধুদের সাথে

কুশল বিনিময় করার জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে হবে। যদিও জানে তাতে ঝামেলা জুটতে পারে।

সমতলের ছোট শহরগুলোতে গেলেই এই বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় ওকে। এর কারণ ওর ইণ্ডিয়ান বেশভূষা আর লম্বা চুল। ওর বাকস্কিন পোশাক আর মোকাসিন কাউবয়রা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। শহরবাসীদের মনোভাবও প্রায় একই রকম। আরেকটা কারণ প্রচলিত কিংবদন্তী আর লোকজনের মনে গড়ে ওঠা বদ্ধমূল ধারণা।

বিগ বিয়ার শহরটা এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। কারণ প্রতিমাসে না হলেও, প্রায়ই এখানে আসে ও, সাপ্লাইয়ের জন্য।

তবে ঝামেলাবাজদের তো আর দেশ-কাল-পাত্র নেই।

কখনও-কখনও কোন মাতাল ঝামেলাবাজের নাম কামানোর খায়েশ চাগিয়ে ওঠে। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে হয়তো এ দুঃসাহস হত না, কিন্তু মদের নেশা চড়ে থাকায় ডেযার্ট স্টর্মকে ওদের ভারি পছন্দ হয়ে যায়।

অথচ স্বাভাবিক যে-কোন মানুষ ওর সাথে ঝামেলা এড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কারণ, বিপজ্জনক মানুষের এক চলন্ত বিজ্ঞাপন ডেযার্ট স্টর্ম।

ওর ডান পাশের হোলস্টারটা গানস্লিঙ্গার স্টাইলে একটু নিচু করে বাঁধা। বিশ্বস্ত সাথী .৪৫ কোল্টটা ওর মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছে, অতিরিক্ত আরেকটা কোল্ট বাকস্কিনের সামনের পকেটে ক্যাম্প করে বসে আছে। এল্কের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁটের কুখ্যাত বাউই ছোরাটা বাম হিপের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো।

দেখার চোখ যাদের আছে, তারা ওর দিকে একনজর তাকিয়েই মেসেজটা বুঝে যায়–'বিপজ্জনক! একশ' হাত দূরে থাকুন।'

কিছু লোক সব জমানাতেই থাকে, যারা চোখ থাকতেও

boighar.com

অন্ধ। ফলে সময় মত ব্রেক চাপতে ভুলে যায়। বিপদের কয়েক হাতের মধ্যে এসে পড়ে।

তখন কাজ বাড়ে আণ্ডারটেকারের।

লাশগুলোর চতুর্দশ প্রজন্ম নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে আণ্ডারটেকার।

কিছু লোক আবার খুশিও হয় রোববারের ডিনারে গল্প করার উপলক্ষ পেয়ে।

কয়েক ঘণ্টা হলো পাহাড় ছেড়েছে ডেযার্ট স্টর্ম।

পৌঁছে গেছে বিগ বিয়ার শহরের প্রধান রাস্তায়। কোন দিকে না তাকিয়ে সরাসরি চলল শেরিফের বাসা কাম অফিসের দিকে। শেরিফ রবসনকে ওর আগমন বার্তা দেবে। সেই সঙ্গে রবের বিখ্যাত ফ্রেশ হট কফির স্বাদটাও আরেকবার চেখে আসবে। কপাল ভাল হলে ডিনা অ্যানের সুস্বাদু সুইট অ্যাপল ড্যানিশও দু'একটা জুটে যেতে পারে। ভদ্রমহিলা প্রতিদিনই স্বামীর জন্য এটা তৈরি করে এবং এটা না খাওয়া পর্যন্ত অফিস থেকে বের হওয়ার নাম নেয় না শেরিফ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাচীন আত্মাদের স্মরণ করল ডেযার্ট স্টর্ম, যাতে কপালটা ভাল হয়।

পথচারীরা ওর দিকে বাঁকা দৃষ্টি হেনে চলে যাচ্ছে।

ভ্রূক্ষেপ করছে না ডেযার্ট স্টর্ম। এসব ওর গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে অপমানকর 'ইনজুন' কিংবা 'দো-আঁশলা' শব্দটা ওকে খুব একটা শুনতে হয় না। কারণ কোমাঞ্চি ট্রাইবে ওর বেড়ে ওঠার কাহিনিটা এখানে অনেকেরই জানা। যারা জানে না, তারাও বলে না ওর পেশার মহিমার কারণে।

কারও ধার ধারি না, নিজের চরকায় তেল দিয়ে খাই, এরকম একটা মনোভাব নিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ডেযার্ট স্টর্ম।

বক্রদৃষ্টির পাশাপাশি দু'একজন পথচারী ওর উদ্দেশে

বইঘর.কম

নডও করল, হয়তো চেহারায় চেনে।

শেরিফ অফিসে ঢোকার মুখেই ওর নাকে ধাক্কা দিল অ্যারোমা-ফ্রেশ হট কফি, সেই সাথে ডিনা-র সুইট অ্যাপল ড্যানিশের মনোলোভা সুবাস।

'হাওডি, স্টর্ম,' পুরানো বন্ধুকে বেশ কিছুদিন পর দেখে উল্লসিত কণ্ঠে বলল শেরিফ। এরপর বরাবরের মত কফিপটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই সাপ্লাই নিতে এসেছ? এবার কাকে ঠ্যাঙাতে বেরুচ্ছ?'

'না, রব। সাপ্লাই নিতে এসেছি, এটা ঠিক। তবে এবার কাউকে ঠ্যাঙাতে বেরুচ্ছি না,' পট থেকে নিজের কাপে কফি ঢেলে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'পুবের ট্রেইল ধরব, নেশনে যাব। অনেকদিন হলো বাবার সাথে দেখা হয় না।'

ডেযার্ট স্টর্মের আসার সংবাদ পেয়ে তিনটা অ্যাপল ড্যানিশ পাঠিয়ে দিয়েছে ডিনা। বলাই বাহুল্য, নিজে দুটো সাবাড় করে বাকিটা চালান করে দিয়েছে স্টর্ম সোলসের কাছে।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে জেনারেল স্টোরের দিকে চলল ও, সাপ্লাই সংগ্রহ করতে।

জেনারেল স্টোরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে, এমন সময় দৌড়াতে-দৌড়াতে এসে ওর পেছনে দাঁড়াল শেরিফ।

'হেই, স্টর্ম, আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম তোমার নামে আসা এই টেলিগ্রামটা দিতে। তা-ও এক মাসের বেশি হলো। অপেক্ষা করছিলাম, কবে তুমি আসো।'

টেলিগ্রাম পেয়ে কিছুটা বিস্মিত ডেযার্ট স্টর্ম। বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়ে টেলিগ্রামটা হাতে নিল। দরজায় দাঁড়িয়েই পড়তে লাগল। 'হ্যারি রকফেলারের বিপদ। স্টপ। সাহায্য দরকার। স্টপ। নিক ডাল্টন। স্টপ।'

'নিক ডাল্টন আর হ্যারি রকফেলার!' সশব্দে নিজেকে শোনাল স্টর্ম। 'অনেকদিন হয়ে গেছে ওদের সাথে দেখা হয়

boighar.com

না।'

সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিতীয়বার চিন্তার দরকার পড়ল না ডেযার্ট স্টর্মের। নেশনে যাওয়ার পরিকল্পনা কয়েকদিন পিছিয়ে দিল। ঘুরে কাউন্টারের দিকে এগোল, প্রয়োজনীয় সাপ্লাইয়ের অর্ডার দিল দোকানিকে।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ করে সোলসের পিঠে সওয়ার হলো ডেযার্ট স্টর্ম। 'বুঝলি রে, সোলস, নেশনে যাওয়ার প্ল্যানটা কয়েকদিন পিছিয়ে দিয়েছি,' ট্রেইল মেটকে লক্ষ্য করে বলল ও।

অ্যাপালুসাটাও নাক ঝাড়ার মত শব্দ করে ওর সম্মতি জানিয়ে দিল।

'দিনটা বেশ গরম যাবে মনে হচ্ছে, গলাটাও বেশ শুকনো-শুকনো লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'চল রে, সোলস, শহর ছাড়ার আগে গলায় দু'একটা ঠাণ্ডা ড্রিংক ঢেলে আসি।'

ঘোড়াটার মুখ স্যালুনের দিকে ঘোরাল ও।

হিচ রেইলে ঘোড়াটাকে বেঁধে স্যালুনে ঢুকল ডেযার্ট স্টর্ম। পেশাগত অভ্যস্ততায় পুরো স্যালুনে নজর বোলাল। এক জায়গায় এসে থমকে গেল ওর দৃষ্টি। স্বভাবসুলভ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নড করল, এরপর এগোল জেমস 'ক্যাটফিশ' ক্যাথির টেবিলের দিকে।

প্রায় খালি একটা হুইস্কির বোতল দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপর। হাতের খালি গ্লাসটা ঠকাস করে টেবিলে রাখল জেমস, এরপর ঘাড় চেপে ধরে গ্লাসের উপর উপুড় করে ধরল হুইস্কির বোতল। দেউলিয়া করে দিল বেচারা বোতলটাকে।

ডেযার্ট স্টর্মের আরেক পুরানো বন্ধু এই বিগ জিম, মাইনার। শহরে থাকলে ওর স্থায়ী ঠিকানা এই স্যালুন।

বন্ধুদের ব্যাপারে বিগ জিম কিছুটা কৃপণ, বিশেষ করে মদ খাওয়ানোর ব্যাপারে। কিন্তু শত্রুদের ব্যাপারে ভীষণ দিলদরিয়া।

প্রথমে শত্রুকে মাগনা হুইস্কি খাওয়ার চ্যালেঞ্জ জানায়। তবে শর্ত একটাই, ড্রিংকে ওকে হারাতে না পারলে খালি হাতে লড়তে হবে। কপাল খারাপ ওর শত্রুদের; পিটুনি এবং হুইস্কি, দুটোই প্রচুর পরিমাণে খেয়ে তল্লাট ছেড়ে ভাগতে হয়।

বিগ জিম বর্তমানে খুবই নিষ্প্রাণ জীবন যাপন করছে। কারণ, বিগ বিয়ার শহরে ওর কোন শত্রু নেই।

'শেষ পর্যন্ত তা হলে মাটিতে পা পড়ল তোমার,' গমগম করে উঠল বিগ জিমের কণ্ঠ, 'গতবার যখন পাহাড় থেকে নেমেছিলে, বিশাল সাপ্লাই নিয়ে গিয়েছিলে। কোন্ বেজন্মাকে যেন খুঁজতে বেরিয়েছিলে। এবার কোন্ চুলোয় যাচ্ছ? তার আগে বলো, কেমন আছ, জেরাল্ড?'

লুপ্তপ্রায় সম্বোধনটা শুনে মুহূর্তের জন্য থমকাল ডেযার্ট স্টর্ম, স্মৃতির সেতারে কেউ যেন আলতো টোকা দিয়ে গেল।

আজকাল এ নামে ওকে কেউ আর ডাকে না।

বর্তমানে ফিরে এল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ছিলাম তো ভালই, তবে ডিনার অ্যাপল ড্যানিশ-এর কথা মনে পড়লে, লুন (উত্তর আমেরিকার এক প্রকার বৃহদাকার পাখি)-এর চেয়েও ক্রেজি হয়ে যাই,' আধমাতাল বন্ধুর পিঠে হালকা চাপড় মেরে বলল ও, 'কম দিন তো হলো না দড়ি আর গোলাগুলির ব্যবসা। বাদ দাও ওসব, তোমার মাইনিং-এর খবর বলো।'

'সোনা যা তুলছি, সবই ওই হারামজাদা বারটেণ্ডার নিয়ে নিচ্ছে,' উচ্চস্বরে বলল বিগ জিম, 'আমার অর্জন বলতে সকাল বেলার মাথাব্যথা।'

ওর কথা শুনে হাসল বারকিপ। ওর হাসি দেখে সংবিৎ

boighar.com

ফিরল বিগ জিমের। বন্ধুকে খালিমুখে বসিয়ে রেখে বকবক করছে বুঝতে পেরে হুঙ্কার ছাড়ল, 'এই, বারকিপ, দেখতে পাচ্ছ না, আমার বন্ধুর গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে আছে। তোমার স্টকের সবচেয়ে ভাল মালটা বের করো। ঠাণ্ডা কিছুও দিয়ো, আসল মালটাকে ধুয়ে পেটে পৌঁছানোর জন্য।'

আইরিশ অমৃতের সাথে দু'বন্ধুর স্মৃতি-রোমন্থনও চলতে লাগল।

'আচ্ছা, জেরাল্ড, আংকিশার কথা মনে আছে তোমার?'

'কোন্ আংকিশা?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আরে ওই যে, সেই ইণ্ডিয়ান মেয়েটা, তোমার কথা মত যার দরজার সামনে একটা ষাঁড় বেঁধে রেখে এসেছিলাম, প্রেমের প্রস্তাব হিসেবে,' চোখ বন্ধ করে পুরানো প্রেমিকাকে স্মরণ করার চেষ্টা করল জিম।

'জিমি, ওই কথা কি ভোলা যায়?' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'মেয়েটা দেখার আগেই, ওর বজ্জাত বাপটা তোমার ষাঁড়টাকে জবাই করে খেয়ে ফেলল।

'কয়েক বছর আগে আংকিশার সাথে দেখা হয়েছিল,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'ও এখন চার ছেলের মা। তোমার কথা খুব জানতে চাইছিল।'

'চা...রটা!' আঁতকে উঠল জিম, 'আর বোলো না, আইরিশ মালের নেশা কেটে যেতে পারে।'

আইরিশ মাল চাখলেও স্বাভাবিক সতর্কতাবোধে ঢিল দেয়নি ডেযার্ট স্টর্ম। মাল টানার পাশাপাশি পেশাগত সতর্কতায় পুরো স্যালুনের উপর নজর রাখছে ও। বলা তো যায় না, কখন কার ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসে বিপদ, লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে।

প্রায় আধঘণ্টা পর, স্মৃতির লাগামের রাশ টানতে হলো ওদের। বারের পেছনে বসা একজনের হঠাৎই মদের নেশার পাশাপাশি 'বিল হিকক' হওয়ার নেশা চাগিয়ে উঠেছে।

প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছে ডেযার্ট স্টর্মকে।

'হেই, চিফ!' ডেযার্ট স্টর্মকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলল ভবিষ্যতের গানস্লিঙ্গার, 'আমার বন্ধুদের সৌজন্যে একপাক রেইন ডান্স করে দেখাও তো।'

ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের হাত থেকে বক্তাকে বাঁচানোর জন্য সুশীল সমাজের একজন ছুটে গেল লোকটার মুখ বন্ধ করার জন্য।

'চুপ করো, পিট,' বোঝানোর চেষ্টা করল সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, 'তোমার এই আচরণের জন্য মাফ চাওয়া উচিত, নইলে পরে পস্তাতে হবে।'

কিন্তু পিটের রাশিফলে আজ লেখা আছে শনির প্রভাব প্রকট হওয়ার কথা। সুতরাং আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল ও।

'মাফ! মাফ তো চাইবে ওই বেজন্মা ইনজুনটা। তা-ও মাফ করতে পারি এক শর্তে, যদি ওর বোনটাকে এক রাতের জন্য ভাড়া দেয়।' নোংরা দাঁত বের করে খিকখিক করে অশ্লীল হাসি হাসতে লাগল পিট।

পুরো স্যালুন স্তব্ধ হয়ে আছে আসন্ন ঘটনার কথা কল্পনা করে।

ব্ল্যাক ঈগল একবার বলেছিল, 'বাছা, যে ঝামেলা এড়াতে পারবে না, তা যত দ্রুত সম্ভব উপড়ে ফেলবে।'

বাবার এ উপদেশ ওর চলার পথের পাথেয়। আর এজন্যই কোন আণ্ডারটেকার এখনও ওর শেষ খেদমত করার সুযোগ পায়নি। কয়োটি কিংবা বাজার্ডদেরও কপাল মন্দ।

খুব স্বাভাবিকভাবে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও।

'বিগ জিম, আরেকটা আইরিশ হুইস্কির অর্ডার দাও, সেই সাথে যত ইচ্ছে ঠাণ্ডা বিয়ার,' নিস্তব্ধ স্যালুনে ডেযার্ট স্টর্মের কণ্ঠ বাতাসে চাবুক কাটার মত শোনাল, 'ঝামেলাটা মিটিয়েই ফিরছি।'

স্যালুনের লোক ড্রিংকের কথা বেমালুম ভুলে গেছে,

boighar.com

পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখছে অগ্রসরমান ডেযার্ট স্টর্মকে।

পিটের সামনে থামল ডেযার্ট স্টর্ম।

হাতদুটো অস্ত্র থেকে দূরে। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুর্বৃত্তের দিকে। এতক্ষণ নোংরা দাঁত বের করে হাসছিল শয়তানটা। হঠাৎই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হলো। ডেযার্ট স্টর্মের চোখে যা দেখল তাতে মদের নেশা পগারপার হয়ে গেছে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। ভুলটা করল সেখানেই।

থাবড়া দিয়ে পিস্তলটা মেঝেতে ফেলে দিল ডেযার্ট স্টর্ম। লাথি দিয়ে পাঠিয়ে দিল অনির্ধারিত গন্তব্যে। এরপর যা করল তা ডেনভারবাসীর ডিনার টেবিলের স্থায়ী আলোচনার খোরাক হয়ে থাকল।

পিস্তলটা দূরে পাঠিয়েই দুর্বৃত্তের চুল খামচে ধরল স্টর্ম। এরপর হিড়হিড় করে টেনে আনল স্যালুনের কাউন্টারের কাছে। বারবার কপালটা ঠুকে দিল কাউন্টারের প্যানেলিং-এ। রক্তাক্ত দুর্বৃত্ত ততক্ষণে ফোঁপানো শুরু করেছে। মাফ চাইছে ছেড়ে দেয়ার জন্য।

থামল না ডেযার্ট স্টর্ম।

মাথা ছেড়ে শরীরের বাকি অংশের দিকে মনোযোগ দিল। পিস্টনের মত যান্ত্রিক দক্ষতায় ওর হাতের মুঠি আঘাত করতে লাগল পেট-বুক-মুখে। ছিটকে স্যালুনে পড়ল গোটা চারেক দাঁত।

আক্রমণের ভয়াবহতা দেখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে স্যালুনে উপস্থিত সবাই।

কিন্তু শেষ দৃশ্যটা তখনও মঞ্চস্থ হয়নি। শেরিফ কার্টিসের খুনি কেন ওর হাতে মরার বদলে দু'বার ফাঁসিতে ঝুলতে চেয়েছিল, চাক্ষুষ করল ডেনভারবাসী।

ডেযার্ট স্টর্মের চোখে-মুখে দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটাও নেই। দুর্বৃত্তের দু'হাত ওরই পিঠের নিচে চেপে ধরে বুকের

উপর চেপে বসল। এরপর এক হাত দিয়ে চোয়ালটা টেনে ধরে বাকি হাত দিয়ে টেনে জিভটা বের করল। এরপর বাঁ হিপে আঁটকানো বাউই ছুরিটা বের করে একটানে কেটে ফেলল জিভের আগাটা।

অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে গুঙিয়ে উঠল পুরো স্যালুন।

'ডেযার্ট স্টর্ম নিজের ব্যাপারে মাফ করতে পারে। কিন্তু ওর পরিবারকে নিয়ে একটা বাজে কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। এতগুলো মানুষের সম্মানে আজ অল্পতেই ছেড়ে দিলাম। আমি জেরাল্ড "ডেযার্ট স্টর্ম" মিডলটন, পরিবারের সম্মানের জন্য দরকার হলে নরক নামিয়ে আনব।'

পিটের বুক থেকে উঠে দাঁড়াল ও।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী এগিয়ে এল। পিটকে ধরাধরি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডেযার্ট স্টর্মের কণ্ঠে হাঁপানোর কোন ছাপ নই। নেই রাগ কিংবা ক্ষোভ। সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এসে নিজের টেবিলে বসল। আইরিশ হুইস্কির বোতল থেকে নিজের গ্লাসটা ভরে নিয়ে একচুমুকে অর্ধেকটা খালি করে ফেলল।

'গ্লাসটা কি ভরে দেব, স্টর্ম?' জিজ্ঞেস করল বিগ জিম।

বিগ জিম সব সময় ওকে ওর ইংলিশ নামেই ডাকত, নিজেও জানে না, কখন সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে।

নিজেকে কঠিন পাত্র ভাবত বিগ জিম। এতদিন ডেযার্ট স্টর্মের কথা শুধু শুনেছে, কখনও সামনা-সামনি অ্যাকশনে দেখেনি। এখন চোখের সামনে যা দেখল, ডেযার্ট স্টর্মের তুলনায় নিজেকে মায়ের আঁচল ধরে পিছু-পিছু দৌড়ে চলা ন্যাংটো বাচ্চা মনে হলো। ডেযার্ট স্টর্মের গ্লাসটা আবারও ভরে দিল বিগ জিম।

ড্রিংক শেষ করে টেবিল ছাড়ল ডেযার্ট স্টর্ম।

'জিমি, আমাকে অনেক লম্বা ট্রেইল পাড়ি দিতে হবে। আজকে তো বেশি খাওয়া গেল না, আরেকদিন বাজি ধরে

boighar.com

তোমার সাথে ড্রিংক করব,' বিগ জিমকে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'নিশ্চয়ই, স্টর্ম, আমার টেবিলে তুমি সব সময়ই প্রধান অতিথি। যখনই সময় পাও, চলে এসো।' বন্ধুর হাত ঝাঁকিয়ে দিল জিম।

তিন

সোলসের পিঠে সওয়ার হয়ে হাঁটু দিয়ে হালকা চাপ দিল ও। নির্দেশ পেয়ে চলা শুরু করল সোলস। ধীর গতিতে শহর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

মরুভূমির ট্রেইল ধরল।

মরুভূমিতে সময় যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। অকৃপণভাবে তাপ ঢেলে চলেছে সূর্য। দিগন্তবিস্তৃত বালুর সমুদ্রে খেলা করছে তাপতরঙ্গ। সাধারণ চোখে প্রাণের কোন অস্তিত্বই ধরা পড়ে না।

তবে, একটু ভালমত খেয়াল করলেই চোখে পড়বে হর্ন্ড ব্যাক লিজার্ড, তন্ন-তন্ন করে খাবার খুঁজছে।

বিষাক্ত লাল-কালো ডোরাকাটা বিছা, মানুষের মত নিজেরা-নিজেরা কামড়াকামড়ি করে নিজেদের ধ্বংস করছে।

ডায়মণ্ড ব্যাক র‍্যাটল স্নেক গদাই লস্করি চালে এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ার দিকে যাচ্ছে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হতভাগ্য মানুষের ক্ষয়ে যাওয়া হাড়-কঙ্কাল। হয়তো পথ হারিয়েছিল মরুর বুকে। কিংবা শেষ হয়ে গিয়েছিল খাবার পানি, যা ছাড়া মরুভূমিতে চলার কথা কল্পনাও করা

যায় না।

নিষ্ঠুর মরুভূমি ধীরে-ধীরে নিংড়ে নেয় জীবনীশক্তি। মাথার উপর গনগনে সূর্য স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ করে দিতে পারে ট্রেইলে চলা রাইডারদের। হতভাগ্য রাইডার বিস্মৃত হতে পারে তার বর্তমান অবস্থান কিংবা ভবিষ্যৎ গন্তব্য সম্পর্কে। ফলে একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে, যতক্ষণ না আত্মাটা বিদেহী হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হলেও নিজেকে বিশেষজ্ঞ দাবি করে না ডেযার্ট স্টর্ম। কারণ মরুভূমির রহস্য পুরোপুরি জানা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ছেলেবেলা থেকে ওর পালক বাবা ব্ল্যাক ঈগল শিখিয়েছে মরুভূমিকে সম্মান করতে। তা হলেই মরুভূমি উন্মুক্ত করবে ওর গোপন রহস্য, দেবে টিকে থাকার গোপন পথের সন্ধান।

তবে এর জন্য চাই অসীম ধৈর্য, অভিজ্ঞতা আর একাগ্রতা। এর কোনটারই অভাব নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ন'বছর বয়স থেকে ব্ল্যাক ঈগলের হাত ধরে প্রকৃতির যে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় উচ্চতর ক্লাসে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষা এখনও চলছে ওর।

মরুতে জন্মানো কণ্টকময় কোন ক্যাকটাসই হয়তো চরম বিপদে পানির বিকল্প উৎস। বিশাল কোন পাথরের নিচ দিয়েই হয়তো বয়ে চলেছে জীবনের ঝরনাধারা। ঈশ্বরের দয়ায় গ্রীষ্মের বৃষ্টির পানি কখনও জমা হয় কোন সরু নালায়–ওয়াটার হোলে, প্রাণ বাঁচায় পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত কোন ঘোড়া আর তার সওয়ারির।

তবে এজন্য ওয়াটার হোলগুলোর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাটা জরুরি। নইলে দেখা যাবে যেখানে মারা পড়েছে হতভাগ্য অভিযাত্রী, তার কয়েক গজ দূরেই হয়তো লুকিয়ে ছিল কোন ওয়াটার হোল।

এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ডেযার্ট স্টর্ম। ও জানে, প্রকৃতির

boighar.com

উপর কখনও জোর খাটাতে নেই। বরং প্রকৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। অযথা তাড়াহুড়ো চিরদিনের জন্য থামিয়ে দিতে পারে জীবনের সব ব্যস্ততা।

কোন তাড়াহুড়ো নেই ডেযার্ট স্টর্মের। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে ট্রেইল। সোলসকে ওর মত এগোতে দিচ্ছে।

অনেকটা পথ যেতে হবে। ভুলের মাশুল দিয়ে নিঃসীম আকাশে পাক খাওয়া শকুনদের খাবার হওয়ার কোন খায়েশ নেই ওর।

ঘণ্টা কয়েক চলার পর, কাঙ্ক্ষিত ওয়াটার হোলটার নিশানা চোখে পড়ল ওর। এই ট্রেইলে যাদের চলাচলের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের কাছে ওটার আরেক নাম 'শয়তানের হাত'।

বিশাল বোল্ডার থেকে বেরিয়ে আসা পাথরটাকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে আকাশের দিকে হাত তুলেছে কোন বিশালাকার দৈত্য। ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের কোনাগুলোকেও আঙুল হিসেবে কল্পনা করে নিতে কষ্ট হয় না।

শয়তানের হাতের ছায়াতেই রয়েছে ওয়াটার হোলটা। ছায়া মিলবে, সেই সঙ্গে তেষ্টার জলও। সোলসের মুখ ঘুরিয়ে সঠিক অবস্থানে নিয়ে এল ডেযার্ট স্টর্ম।

'একটু জল পেলে কেমন হয়, ওল্ড বয়?' মরূদ্যানটার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে সোলসকে জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করল সোলস।

মনিবের কথার সাথে একই সঙ্গে ঝাপটা মেরেছে পানির ঘ্রাণ। মনিব কিছু বলার আগেই গতি বেড়ে গেল ওর।

মাথায় এখন একটাই চিন্তা, সুশীতল পানি।

হাতটা যারই হোক, শয়তানের হাত ট্রেইলে চলা রাইডারদের জন্য খোদার এক আশীর্বাদ। মেঘহীন আকাশে আগুন ঝরানো সূর্যের হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি তৃষ্ণা

নিবারণের এক স্বর্গীয় অতিথিশালা। চলার পথে অনেকবার এখানে থেমেছে ডেযার্ট স্টর্ম। বিপদে পড়ে প্রথম দিকে দু'একবার ক্যাম্প করতেও বাধ্য হয়েছিল।

ঘোড়া থেকে নামল ও। এরপর ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল পানির কাছে। নিজের ঘাড় থেকে রুমালটা খুলে পানিতে চুবাল, এরপর পানি চিপে নিজের ঘাড়-মুখ মুছতে লাগল।

শীতল হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সোলসও সামিল হয়েছে, মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে পানিতে।

চোখ-মুখ মোছা শেষ করে আঁজলা ভরে জল খেল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে ঘাড়ে-মাথায় পানি ঢালতে শুরু করল।

ট্রেইলের পদে-পদে বিপদের হাতছানি, যার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হয় ট্রেইল রাইডারদের। কিন্তু এই মুহূর্তে সতর্কতায় ঢিল পড়েছে ডেযার্ট স্টর্মের।

আর সেই সুযোগেই শয়তানের হাতের পেছন থেকে বেরিয়ে এল সত্যিকারের দুই শয়তান।

চেহারার নকশাই বলে দিচ্ছে ভালমানুষি বহুদিন আগেই ওদেরকে ছেড়ে গেছে।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ল ডেযার্ট স্টর্ম, তখনও মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালছে ও।

'মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও, মিস্টার,' ওর বাম দিকের শয়তানের ছায়া বলে উঠল।

নিজের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত ডেযার্ট স্টর্ম। প্রাচীন আত্মারা ওকে আর কত সাহায্য করবে? ও নিজে আত্মা হলেও এরকম ভুলের জন্য কাউকে ক্ষমা করত না।

মারাত্মক ভুল করেছে ও, আশপাশটা রেকি না করেই জলকেলি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এখন আর নিজের লম্বা চুলগুলো ছেঁড়ার চিন্তা করে কোন লাভ নেই।

'আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা তোমাদের দিতে

boighar.com

পারি। তার চেয়ে, তোমরা তোমাদের পথে যাও, আমিও আমার পথ দেখি,' বাম দিকের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শয়তানটাকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। দেখে মনে হচ্ছে সে-ই নেতা। একই সাথে সাবধানে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল স্টর্ম, যাতে ওকে গুলি করার কোন অজুহাত না পায়।

দুই শয়তানই এখন ওর মুখোমুখি।

'দেখো, টেড, আমরা একটা রেডস্কিনকে পাকড়াও করেছি। আবার এমনভাবে কথা বলছে, মনে হচ্ছে, তোমার-আমার চেয়েও ইংরেজি ভাষাটা ভাল জানে,' কমবয়সী স্যাঙাতকে বলল অন্যজন।

'লাল দেখলে কোথায়, পিট?' জবাব দিল কমবয়স্ক, 'এ তো সাদা–ফ্যাকাসে সাদা। ইনজুনদের মত বাকস্কিনও পড়েছে দেখছি। নির্ঘাত কারও কাছ থেকে মেরে দিয়েছে।'

মনে-মনে একটা গালি ঝাড়ল স্টর্ম। সকালেই এক পিটকে পিটিয়ে এসেছে। এখানে এসে জুটেছে আরেক পিট। পিট হারামজাদারা ওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছে নাকি–তিক্ত মনে ভাবল ডেযার্ট স্টর্ম।

'লাল-সাদায় কী আসে-যায়, টেড,' বলল পিট, 'দেখো কী পাওয়া যায় এ সাদামুখোর স্যাডল ব্যাগে।'

পিটের নির্দেশ পেয়ে ওর স্যাডল ব্যাগের জিনিসপত্র তছনছ করতে লাগল টেড।

'দেখতেই পাচ্ছ, পিট,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমি চলার উপরে আছি। তোমরা আমার সাপ্লাই নষ্ট করছ, অথচ সামনের শহরটা এখান থেকে কম করেও তিন দিনের পথ। আমি তোমাদের একটা প্রস্তাব দিতে চাই। মনে রেখো, একবারই কিন্তু সুযোগটা পাবে।'

'ওয়াও, পিট! এ তো দেখছি রাজনৈতিক নেতাদের মত কথা বলে, সুন্দর, গোছানো এবং ফালতু,' কথা বলার সাথে-সাথে ডেযার্ট স্টর্মের সাপ্লাইয়ের উপর আক্রমণও সমানতালে

চালিয়ে গেল টেড।

'কী প্রস্তাব তুমি রাখতে চাচ্ছ, মহামান্য চিফ!' ব্যঙ্গ করল নেতা।

হিমশীতল চোখে পিটের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ওর বক্তব্য রাখল।

'আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে, পিট, তোমার ওই শয়তানের বিষ্ঠা বন্ধু আমার যেসব জিনিস ছুঁড়ে ফেলেছে, সব আগের মত ঠিকঠাক করে রাখবে। এরপর, তোমরা দুই নরকের কীট, শুয়োরের খাবার, আমার এবং,' সোলসকে দেখিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমার ঘোড়াটার কাছে মাফ চাইবে, আমাদের বিরক্ত করার জন্য। এরপর আমার ট্রেইলের উল্টো দিকে চলা শুরু করবে। সেক্ষেত্রে, আমরা হয়তো দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের মাফ করে দিতে পারি। ফলে তোমরা বেঁচে যাবে আকাশে চক্কর খাওয়া শকুনদের খাবার হওয়ার হাত থেকে।'

আজব ইনজুনটার কথায় চরম বিস্মিত পিট। কোন দো-আঁশলা এভাবে হুমকি দিতে পারে, তা-ও মাথার উপর হাত তোলা অবস্থায়, এটা ওর কল্পনারও বাইরে ছিল।

এতক্ষণ কিছুটা হালকা মেজাজে ছিল টেড। ডেযার্ট স্টর্মের কথায় নড়েচড়ে বসল। পিস্তলটা বের করে হ্যামার কক্ করল, নলটা তাক করল ওর দিকে।

ততক্ষণে ধাক্কা সামলে নিয়েছে পিট। 'তোমার ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ করো, হাফব্রিড,' বলল দুর্বৃত্ত, 'তুমি বরং তোমার কোল্টটা কোমরে ঝুলিয়ে না রেখে আমাকে দিয়ে দাও, সেই সাথে বেল্টটা, গানবেল্ট, মানি–দুটোই।

'কথামত কাজ না হলে,' পিস্তল নাচিয়ে বলল পিট, 'এটা দিয়ে এতগুলো ফুটো করব যে, নরকের শয়তানও দেখে আঁতকে উঠবে।' কথা শেষ করে খিকখিক করে অশ্লীলভাবে হাসতে লাগল পিট।

কিন্তু কথা শোনার মুডে নেই ডেযার্ট স্টর্ম। ও তাকিয়ে

boighar.com

আছে আগুয়ান টেডের দিকে। নিঃস্ব করার ধান্ধায় সাবধানে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, এখনও ওর কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে আছে, বাম দিকে।

ওর নেতা, পিট, ঘোড়ার পিঠে বসে পিস্তল হাতে ব্যাকআপ দিচ্ছে স্যাঙাতকে।

দুই শয়তান কিছু বুঝে ওঠার আগেই সক্রিয় হলো ডেযার্ট স্টর্ম। চোখের পলকে হোলস্টার থেকে হাতে উঠে এল কোল্ট .৪৫।

গুলি করল। পর-পর দু'বার।

গোল একটা ছিদ্র তৈরি হলো পিটের বুকে। প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে, খসে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

প্রায় একই সাথে সক্রিয় হলো স্টর্মের বাম হাত। অব্যর্থ নিশানায় ছুঁড়ল বাউই নাইফটা, টেডকে লক্ষ্য করে।

শুকনো বালি শুষে নিল ঝরে পড়া রক্ত। মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য মানুষের সাথে যুক্ত হলো দুই দুর্বৃত্ত।

এল্কের হাড় দিয়ে তৈরি বাউই ছোরাটায় লেগে থাকা রক্ত মুছে জায়গামত রেখে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

সাপ্লাইগুলো এক জায়গায় জড় করল।

'এরপর থেকে পিট নামের হারামজাদাদের কাছ থেকে আরও সাবধান থাকতে হবে,' নিজেকে শোনাল ডেযার্ট স্টর্ম। প্রাচীন আত্মাদের ধন্যবাদ জানাতেও ভুল করল না। এখন আর কোন খেদ নেই ওর মনে।

ট্রেইলে চলতে গেলে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে হবে। আর কে না জানে, যুদ্ধই অস্ত্রগুলোকে শাণিত রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারী করে অভিজ্ঞতার পাল্লা, সেই সাথে যোগ্য করে তোলে আরও বড় যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য।

ঝক্কি-ঝামেলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ডেযার্ট স্টর্ম হ্যারি রকফেলারের সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু এখনও

বুঝে উঠতে পারছে না, কী এমন বিপদে পড়েছে হ্যারি যে ওর কাছে সাহায্য চেয়েছে। অনেক চিন্তাভাবনা করেও এর কোন সদুত্তর বের করতে ব্যর্থ হলো ও।

এর আগে যতবারই ডাক পড়েছে ওর, প্রতিবারই ছিল রক্তের হোলিখেলা, সাফল্যের ব্যাপারে আশা-নিরাশার দোলাচল। কখনও-কখনও মনে হয়েছে, নিশ্চিত আত্মহত্যা করতে চলেছে।

কিন্তু কোনবারই ভবিষ্যতের চিন্তা করেনি ডেযার্ট স্টর্ম, ঝাঁপিয়ে পড়েছে বন্ধুদের সাহায্যে। ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে কম-বেশি। প্রতিবারই বিপদমুক্ত করেছে বন্ধুদের, বেরিয়ে এসেছে বিজয়ীর বেশে।

ওর বন্ধুরাও কম যায় না। যখনই সাহায্যের দরকার হয়েছে, ছুটে এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে। কোন কিছু জানতে চায়নি, পাশে দাঁড়িয়ে গেছে।

হ্যারি রকফেলারের কাছে ঋণী ডেযার্ট স্টর্ম। একবার ওর চরম বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে ভাবনাচিন্তা বাদ দিল ডেযার্ট স্টর্ম। শুধু-শুধু মাথার তালু গরম করার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে এই মুহূর্তের করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল।

সারাদিন খাটা-খাটুনির পর বিশ্রামে যাচ্ছে সূর্য। সামনে পছন্দসই পাথরসারি দেখে সূর্যের সহযাত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

সোলসকে স্যাডলমুক্ত করল। এরপর ঘোড়াটাকে দলাই-মলাই করে সাপার তৈরি করতে বসল। ছোট করে আগুন ধরাল, কফি তৈরি করল। বিফ জার্কির একটা বড় অংশ বরাদ্দ করল সোলসের জন্য। সাপার শেষ করে একটা সিগারেট রোল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে টানতে লাগল।

আকাশে জ্বলে ওঠা তারাদের ভিড়ে জ্ঞানী আর মহান আত্মাদের খোঁজার চেষ্টা করল। নির্দিষ্ট কাউকে সনাক্ত করতে

boighar.com

ব্যর্থ হয়ে সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাল, ওকে আর সোলসকে হেফাজত করার জন্য। এরপর বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

কাছেই সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকল সোলস।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঘুম নামিয়ে আনল ডেযার্ট স্টর্মের চোখে।

হালকা পদশব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল ডেযার্ট স্টর্মের। মুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠল, হাত চলে গেল মাথার কাছে রাখা কোল্ট .৪৫-এর কাছে। কান খাড়া করল। চোখে পড়ল ক্যাম্পের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকা কয়োটিটার দিকে। গুলি করে ভাগাল ওটাকে।

ভোর হয়ে এসেছে।

সময় নষ্ট না করে দ্রুত স্লিপিং ব্ল্যাঙ্কেট গুছিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে যাত্রা শুরু করল।

মরুভূমির রূপ বদলাতে শুরু করেছে। প্রাণহীন ঊষর প্রান্তরে হালকা সবুজের ছোঁয়া চোখে পড়ছে। ধীরে-ধীরে তা পরিণত হলো লম্বা, ঢেউ খেলানো ঘন ঘাসের প্রান্তরে।

স্বস্তির ছাপ ফুটল ডেযার্ট স্টর্মের চেহারায়। যাক, অবশেষে মরুভূমিকে পেছনে ফেলতে পেরেছে।

এখন থেকে হ্যারি রকফেলারের রানশ পর্যন্ত রাইডটা হবে আরও আরামদায়ক।

আবারও ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্ম। কী বিপদে পড়েছে হ্যারি? ওর পৌঁছতে কি খুব বেশি দেরি হলো?

আচমকা সোলসের রাশ টানল ডেযার্ট স্টর্ম। অ্যাপালুসাটাও সাড়া দিতে দেরি করল না, জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। চমকে যাওয়ার কারণটা তাকিয়ে দেখল ও।

একটা লম্বা কানওয়ালা টেক্সান জ্যাক র‍্যাবিট হঠাৎ লাফ

দিয়ে ওর পথের উপর পড়েছিল।

ঘোড়া থেকে ধীরেসুস্থে নামল ও।

সকালের নাশ্‌তাটা জুতসই হয়নি। জ্যাক র‍্যাবিটটা শিকার করতে পারলে রাজকীয় লাঞ্চ করা যাবে।

শেষ যেখানে জ্যাক র‍্যাবিটটা দেখা গেছে, সেদিকে এগোল ও। হাতে কোল্ট। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল আবার ওটার নড়ে ওঠার জন্য।

ধৈর্যের ফল মিলল শেষ পর্যন্ত।

আবার লাফিয়ে উঠল খরগোশটা, সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল ডেযার্ট স্টর্মের কোল্ট।

একটু বাদেই ছাল ছাড়ানো জ্যাক র‍্যাবিটটা রোস্ট হতে লাগল উইলোর লাকড়িতে।

ভাজা জ্যাক র‍্যাবিটের সুবাস ডেযার্ট স্টর্মের খিদেটা আরও উসকে দিল।

স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা টিনের প্লেট বের করল ও, সেই সাথে বের করল বিগ বিয়ারের জেনারেল স্টোর থেকে কেনা গোলমরিচের গুঁড়ো।

এই দুই উপাদানের সাহচর্য পেয়ে রোস্টটা হয়ে উঠল আরও আকর্ষণীয়, আরও উপাদেয়।

একটা টিনের প্লেটে ধূমায়িত জ্যাক র‍্যাবিটটা তুলল ডেযার্ট স্টর্ম।

চমৎকার হয়েছে রান্নাটা।

ভেতরটা নরম আর রসাল, বাইরের দিকটা মুচমুচে।

রসনা পুজোয় মন দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ওর কপালে নেই।

রোস্টটা সবে অর্ধেক শেষ করেছে, এমন সময় অনাহূত অতিথির উপর চোখ পড়ল ওর।

কিছুটা ভয়ার্ত চোখে চারপাশটা জরিপ করছে। সেই সাথে নাক কুঁচকে খাবারের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছে।

boighar.com

বোঝাই যাচ্ছে, বহুক্ষণ না খেয়ে আছে।

হয়তো কোন মেষপালকদের থেকে দলছুট হয়ে পড়েছে, পরে আর ট্রেইল খুঁজে পায়নি। বেরিয়ে থাকা পাঁজরের হাড় সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

'ভয় নেই, বাছা। নিশ্চিন্তে চলে আয়।' ভীত বাচ্চা কুকুরটাকে নরম সুরে ডাকল ডেযার্ট স্টর্ম। 'রোস্টের একটা টুকরো তোরও দরকার, বুঝতে পারছি।' মাংসের একটা টুকরো বাড়িয়ে ধরল কুকুরটার দিকে।

ইতস্তত করতে লাগল ক্ষুধার্ত কুকুরটা।

শেষ পর্যন্ত খিদের কাছে হার মানল ভয়। ওর কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল।

খুবই সাবধানে আগে বাড়ল ডেযার্ট স্টর্ম, যাতে ওর হঠাৎ নড়াচড়ায় ঘাবড়ে না যায় প্রাণীটা।

খাওয়ার সময় হাজির হলে, ক্ষুধার্ত শত্রুকেও খেতে না দিয়ে দরজা থেকে বিদায় করে না বুনো পশ্চিমের কোন গৃহস্থ। আর এ তো অবলা এক জীব। মাংসের বড় একটা টুকরো কুকুরটার সামনে রাখল ও।

মুহূর্তেই সেটা সাবাড় করে ওর মুখের দিকে তাকাল কুকুরটা। নীরব কৃতজ্ঞতা ওর চেহারায়। হয়তো বলতে চাইল ধন্যবাদ কিংবা তার চেয়েও হৃদয়গ্রাহী কিছু।

খিদের মাত্রা লক্ষ করে আরেকটা টুকরো বরাদ্দ করল স্টর্ম কুকুরটাকে। তখনই খেয়াল করল কুকুরটার ডান চোখ নেই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্মের।

'বুঝি, বাছা, একটা চোখ না থাকা খুবই কষ্টের,' কুকুরটাকে বলল ও। জীব-জন্তুদের কষ্ট ওকে খুবই ব্যথিত করে।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে, কাছের ঝরনা থেকে কাপ-প্লেট ধুয়ে নিল ও। সারাক্ষণ ওকে সঙ্গ দিল কুকুরটা।

সোলসকে ঝরনার কাছে নিয়ে গেল স্টর্ম। ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল। ক্যান্টিনটাও ভরে নিল।

এরপর ক্যাম্পে ফিরে আগুনটা ভালমত নিভিয়ে সোলসের পিঠে চাপল।

নাছোড়বান্দা কুকুরটাকেও সাথে নিতে বাধ্য হয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম। নতুন একটা নামও দিয়েছে কুকুরটার–কানা জ্যাক।

ট্রেইলে আরও কয়েকটা দিন কাটল। এক সময় দৃষ্টিসীমায় ধরা দিল হ্যারি রকফেলারের রানশ।

টেক্সাসে তেলের খনিতে বিনিয়োগ করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে হ্যারি রকফেলার। শেষ খবর শুনেছিল রাইফেল স্টক শহরের শেরিফ নির্বাচিত হয়েছে হ্যারি।

ওর বাড়িতে বহুবার গেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

রানশ হাউসটা একেবারে ছবির মত। নিখুঁতভাবে সাজানো। ওর মত ভবঘুরেও ভাবে, যদি কখনও থিতু হয়, তখন যেন এরকম একটা বাড়ি থাকে। সত্যিকারের শান্তির নীড়।

হ্যারির একটি মাত্র সন্তান, ক্যারোলিনা জুলিয়ান রকফেলার। ডেযার্ট স্টর্মকে ওর আপন ভাই-ই মনে করে, ওর প্রিয় বিগ ব্রাদার।

প্রধান ফটক পেরিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

দূর থেকেই ওকে দেখেছে হ্যারি রকফেলার।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে। বিপজ্জনক গতিতে অতিক্রম করল পোর্চের দূরত্ব। ডেযার্ট স্টর্ম কোনমতে সোলসের পিঠ থেকে নেমে হ্যালো বলতে পারল, এরপরই মুখোমুখি হলো বিপজ্জনক টেক্সান অভ্যর্থনার।

কঠিন আলিঙ্গনে ওকে বন্দি করল হ্যারি রকফেলার।

boighar.com

ছাড়া পেয়ে মনে-মনে হাড়ের জয়েন্টগুলো চেক করে নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'হাওডি, বুড়ো ভালুক, কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল স্টর্ম।

চওড়া হাসি ফুটল হ্যারি রকফেলারের মুখে, 'তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে বলে বোঝাতে পারব না।' বন্ধুকে বগলদাবা করে টেনে নিয়ে চলল হ্যারি। পোর্চ পেরিয়ে ঘরে ঢোকার সময় হাঁক ছাড়ল, 'মারিয়া!'

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর হ্যারি রকফেলারের হোম মিনিস্ট্রি যে সুচারুভাবে চলছে, তার প্রধান কারণ মারিয়া। হ্যারির এই বিধবা বোনটিই ওর সংসার আগলে রেখেছে। ডেযার্ট স্টর্মের ব্যাপারেও ভদ্রমহিলা যথেষ্ট আন্তরিক। এর আগে যতবারই এসেছে, ওর যত্ন-আত্তির কোন ত্রুটি রাখেনি ভদ্রমহিলা।

মারিয়া যখন ঘরে ঢুকল, ওরা তখন ঘরের ভেতর বিশাল ফায়ারপ্লেসটার পাশে আস্তানা গেড়েছে।

'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন, হ্যারি?' বলল মারিয়া। পরক্ষণেই স্টর্মকে দেখতে পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, 'আরে! এ যে দেখছি ডেযার্ট স্টর্ম। কেমন আছ, বাছা? "মৌসুমি বৃষ্টি" কেমন আছে?'

মৌসুমি বৃষ্টি, ডেযার্ট স্টর্মের ছোট বোন। একই সাথে ক্যারোলিনারও ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ফলে মারিয়ার সাথে ওর সম্পর্কটাও যথেষ্ট আন্তরিক।

'এই কারণেই চেঁচাচ্ছি,' বলল হ্যারি, 'ওর অ্যাপালুসাটা উঠনে আছে, দেখো তো ওটাকে স্টলে নিয়ে ঠিকমত যত্ন নেয়া হচ্ছে কি না। যতদিন আমাদের গল্প না ফুরায় ততদিন ডেযার্ট স্টর্মকে ছাড়া হচ্ছে না।'

হ্যারির ছেলেমানুষি আচরণ দেখে নিঃশব্দে হাসল ডেযার্ট স্টর্ম। তারপর মারিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, মারিয়া। আর মৌসুমি বৃষ্টি সম্ভবত ভালই আছে।

অনেকদিন ওদের কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো, আমি ওই দিকটা সামলাচ্ছি।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মারিয়া।

লিকার ক্যাবিনেট থেকে আইরিশ জ্যাকস-এর একটা বোতল বের করল হ্যারি। ওর জানা আছে, ডেযার্ট স্টর্মেরও প্রিয় ব্র্যাণ্ড এটা। বোতলটা খুলে সামনে রাখল হ্যারি। এরপর দুটো গ্লাসে ঢেলে টোস্ট করল। 'পুরানো দিনগুলোকে স্মরণ করে।'

নিঃশব্দে কয়েক রাউণ্ড আইরিশ জ্যাকস উধাও করল দু'জন। এরপর শুরু হলো ওদের গল্প–একসাথে ট্রেইলে চলা, গানফাইট থেকে শুরু করে তেলের দাম–কিছুই বাদ গেল না।

কিন্তু হ্যারি রকফেলারের কথাবার্তায় বিপদগ্রস্ততার কোন লক্ষণ দেখল না ডেযার্ট স্টর্ম। এমনকী কোন বিষয় নিয়ে যে চিন্তিত, তারও কোন বহিঃপ্রকাশ নেই।

আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ওর আসার মূল কারণটা উপস্থাপন করল ও।

'হ্যারি, বিগ বিয়ার থেকে সাপ্লাই নেয়ার সময় নিক ডাল্টনের টেলিগ্রাম পেলাম,' বলল ও, 'তোমার নাকি বিপদ, সাহায্য দরকার?'

'তারমানে আমার সাহায্য দরকার জেনে এসেছ? নইলে আসতে না?' কিছুটা আহত শোনাল হ্যারির কণ্ঠ।

'ঠিক তা নয়, হ্যারি। আমি নেশনে যাচ্ছিলাম, পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য। অনেকদিন তোমার সাথেও দেখা হয়নি, ভেবেছিলাম ফেরার পথে তোমার রানশ হয়ে যাব। কিন্তু নিকের টেলিগ্রাম পেয়ে মনে হলো, আগে এখানে আসাটা বেশি জরুরি।'

অভিমান কিছুটা কমল হ্যারির।

কারণ ডেযার্ট স্টর্ম কপটতার ধার ধারে না। যা বলার

boighar.com

সরাসরি বলে।

আরেক রাউণ্ড আইরিশ জ্যাকস চালান করে, বাঁ হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল হ্যারি। তৈরি হলো ঘটনার বিবরণ দিতে।

'মাস খানেক আগে রাইফেল স্টক শহরে একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। "বাফেলো হেড" স্যাণ্ডার্স আর ওর দলবল মিলে শহরটাকে খুন, রাহাজানি আর নারী নির্যাতনের অভয়ারণ্য বানিয়ে ফেলেছিল। ওদের হাতে দুই ডজনের মত লোক খুন হয়েছে। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে বন্ধুদের সাহায্য চাইলাম। শেষ পর্যন্ত নিক আর বেন এসে ভালভাবেই সামাল দিয়েছে পরিস্থিতি।'

'এটা সেই বেজন্মা বাফেলো হেড না,' হ্যারি থামতেই বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'বছর পাঁচেক আগে আমার হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল?'

'লজ্জা দিচ্ছ কেন, দোস্ত,' বলল হ্যারি, 'তোমার হাত থেকে পালাতে পারত না। আমিই পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলাম,' নিজের ভুল স্বীকার করল হ্যারি।

পাঁচ বছর আগে কুখ্যাত বাফেলো হেড-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল স্টর্ম আর হ্যারি। এক পর্যায়ে কোণঠাসা করে ফেলে আউট-লকে।

বাঁচার জন্য দশজন নারী আর শিশুকে জিম্মি করে আউট-ল সর্দার বাফেলো হেড। শর্ত দেয়, পালাতে না দিলে খুন করবে সবাইকে।

ডেযার্ট স্টর্ম আপস না করার ব্যাপারে একদম অনড়।

কিন্তু মানবিক কারণে বাফেলোকে পালাতে দিতে সম্মত হয় হ্যারি। কারণ যে-কোন কিছুর বিনিময়ে বাফেলো হেডকে খুন করবে বেপরোয়া ডেযার্ট স্টর্ম।

'বুঝলে, হ্যারি, জ্ঞানী আত্মারা ঠিকই বলেছিল, সময়ের প্রেম অসময়ে করলে তা আর প্রেম থাকে না। সেটা হয়ে যায়

পরকীয়া। ভাল তো হয়ই না, বরং গ্যাঞ্জাম বাধায়। সেদিন ওই বেজন্মাটাকে খুন করলে আর ভেজাল বাধাতে পারত না,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'সরি, স্টর্ম, কষ্ট করে এতটা পথ এসেছ, সেজন্য নিজের কাছেই খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিছু নেই, হ্যারি। বললাম না, নেশন থেকে ফেরার পথে এমনিতেই থামতাম।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও, 'ক্যারোলিনাকে দেখছি না।'

'ক্যারোলিনা তো বস্টনের একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে। তোমার ভাগ্যটা ভাল বলতে হবে। এবারের গ্রীষ্মের ছুটিটা ও রানশে কাটাতে এসেছে,' বলল হ্যারি।

'দারুণ! অনেকদিন দেখিনি ওকে। দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'এই মুহূর্তে অবশ্য এখানে নেই। আমার ফোরম্যান ল্যারিকে নিয়ে শহরে গেছে কেনাকাটা করার জন্য।'

'ধারণা দিতে পারো, কতক্ষণ লাগবে ফিরতে?'

'ক্যারোলিনাকে তুমি তো ভালই চেনো। কেনাকাটার ব্যাপারে কোন খুঁতখুঁতে ভাব নেই ওর। ঘণ্টা খানেক আগে গেছে। ফিরতে আরও ঘণ্টা দু'এক লাগতে পারে।'

অতীত রোমন্থন করেই বিকেলটা পার করে দিল দু'বন্ধু। নিক ডাল্টন আর বেনের কথাও উঠল। অবসর ভেঙে বাউন্টি জগতে ফেরার কথাও জানাতে ভুলল না হ্যারি। ফিরে আসার কারণ জেনে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত ডেযার্ট স্টর্ম।

তবে শেষ পর্যন্ত যে ওরা আগের পেশায় ফিরেছে, তাতেই খুশি ও। হাজার হোক একই পথের পথিক ওরা।

'বাফেলোর দলবলকে নিকেশ করার পর, বেন এখনও রাইফেল স্টকেই আছে,' জানাল হ্যারি। জানে, বেনের কথা শুনলে খুশি হবে স্টর্ম, দেখা করতে চাইবে।

'কাল রাইফেল স্টকে যাব। ভাবছি, নেশনে যাওয়ার

boighar.com

আগে বেনের সাথেও একটু দেখা করে যাব,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

কথা বলতে-বলতে টেরেসে চলে এল ওরা। এখান থেকেই শুরু হয়েছে হ্যারি রকফেলারের সাম্রাজ্য–ডাবল আর রানশ। যত দূর দৃষ্টি চলে, চোখ জুড়ানো সবুজ ঘাসের সমুদ্র। দিগন্তে সোনালী আভা ছড়াচ্ছে সূর্য।

'মনে হয়, ক্যারোলিনা চলে এসেছে,' দক্ষিণের প্রবেশদ্বার দিয়ে একটা বাগিকে আসতে দেখে বলল হ্যারি।

ক্যারোলিনাকে স্বাগত জানানোর জন্য টেরেস থেকে পোর্চে চলে এল ওরা।

বরাবরের অভ্যাস মত বাগির দরজা মেলে ধরল ল্যারি। এরপর হাত বাড়িয়ে দিল ক্যারোলিনার দিকে। হাতটা ধরে লাফিয়ে নামল ক্যারোলিনা।

'তোমার এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার পছন্দ না, ল্যারি,' বলল ক্যারোলিনা।

'দেখো, মিস রকফেলার, আমার কেবলই মনে হয়, যদি তোমাকে হাত ধরে না নামাই, তা হলে ভদ্রলোকেরা ওদের দল থেকে আমার নাম খারিজ করে দেবে,' কৌতুক করল ল্যারি।

টমবয় টাইপের এই তরুণীটিকে ও কোলে-পিঠে করে মানুষ করেনি ঠিকই, তবে ও যখন ডাবল আর রানশে যোগ দেয়, ক্যারোলিনা তখনও ফ্রক পরা কিশোরী, একাই পুরো রানশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নিষেধ করা সত্ত্বেও রাউণ্ড আপে গরু ধরার চেষ্টা করছে, ভেঙে যাওয়া কাঁটাতারের বেড়া মেরামত করার চেষ্টা করে কাউবয়দের কাজ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এমনকী কয়োটি তাড়ানোর মত মহা বিরক্তিকর কাজ করতেও ওর উৎসাহের কমতি নেই। তখন থেকেই ওর প্রতি

একটা স্নেহ তৈরি হয়েছে ল্যারির।

'আরে, ছোট পাখি, তুমি দেখছি আগের মতই আছ। একটুও বদলাওনি,' পোর্চ থেকে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

একটু চমকাল ক্যারোলিনা। আশপাশে তাকাল, কারণ ও-নামে একজনই ওকে ডাকে, ওর অতি প্রিয়জন, বিগ ব্রাদার–ডেযার্ট স্টর্ম।

ডেযার্ট স্টর্মের উপর নজর পড়তেই হাতের শপিং ব্যাগদুটো ল্যারির হাতে গছিয়ে দিয়ে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছুটল ও প্রিয় মানুষটির দিকে। সাঁৎ করে সেঁধিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্মের বাড়িয়ে দেয়া হাতের ভেতর।

ওকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে একপাক চক্কর খাওয়াল ডেযার্ট স্টর্ম। তারপর আস্তে করে নামিয়ে দিল।

'ওহ্, বিগ ব্রাদার! কতদিন তোমাকে দেখিনি।' ক্যারোলিনার পান্না সবুজ চোখ চিকচিক করছে খুশিতে। 'কখন এসেছ? তুমি আসবে, বাবা তো আগে বলল না! মৌসুমি বৃষ্টি কেমন আছে?' একগাদা প্রশ্ন করে বিগ ব্রাদারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ক্যারোলিনা।

'নেশনে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম যাওয়ার পথে রানশটা হয়ে যাই,' জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম। আসল কথাটা বলে পরিবেশটা নষ্ট করতে মন চাইল না ওর।

ডেযার্ট স্টর্মকে বগলদাবা করে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল ক্যারোলিনা।

'মৌসুমি বৃষ্টি কেমন আছে, বললে না তো। অনেক দিন দেখি না ওকে, খুব মিস করি।'

'আমার ধারণা ভালই আছে। এক বছর হলো, ওদের সাথে দেখা হয়নি।' সত্যি কথাই বলল স্টর্ম। নইলে আরও হাজারটা প্রশ্ন করবে।

ক্যারোলিনা যেভাবে ওকে পাকড়াও করেছে, ডেযার্ট স্টর্ম ভাবল, অন্তত ঘণ্টা খানেক আগে এখান থেকে মুক্তি মিলবে

boighar.com

না। তবে ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল হ্যারি রকফেলার।

'দশ মিনিটের মধ্যে সাপার রেডি হয়ে যাবে,' ওদের শুনিয়ে বলল হ্যারি।

ছাড়া পাওয়ার মওকাটা হাতছাড়া করল না ডেযার্ট স্টর্ম।

'ছোট পাখি, শহর থেকে ফিরেছ, হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, সাপার টেবিলে কথা হবে, কেমন?' ঝুঁকে ওর কপালে চুমো খেয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে তোমাকে কিন্তু ছাড়ছি না, বিগ ব্রাদার। সাপারের পর তোমার অভিযানের গল্প শোনাতে হবে।' কথা বলতে-বলতে ভেতরের রুমে ঢুকল ও।

'ছোট পাখি একদমই বদলায়নি,' হ্যারিকে লক্ষ্য করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

ওর কথায় হাসল হ্যারি। বন্ধুকে নিয়ে রাজকীয় ডাইনিং হলে প্রবেশ করল।

'নিশ্চয়ই রিফ্রেশমেন্টের জন্য একটা ড্রিংক নেবে?' ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। তারপর বন্ধুর অনুমতির অপেক্ষা না করেই আইরিশ জ্যাকসের গ্লাসটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। দু'জনেই টোস্ট করল, ক্যারোলিনার মঙ্গল কামনায়।

ইতোমধ্যে ফ্রেশ হয়ে এসেছে ক্যারোলিনা। ওদের সাথে যোগ দিয়েছে সাপার টেবিলে।

কথার সাথে-সাথে হাতও চলছে ডেযার্ট স্টর্মের। বহুদিন এরকম সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সুযোগ হয়নি ওর।

একটার পর একটা আইটেম আসছে টেবিলে।

পুরু রসাল টি-বোন স্টেক, বেক করা গোল আলু, বাগানের তাজা সবজি, টসটসে স্যালাড, দক্ষিণের বিখ্যাত মাখন লাগানো কর্ন ব্রেড, অ্যাপল পাই, কী নেই খাবার-তালিকায়!

খাওয়ার পর আবারও ক্যারোলিনার পাল্লায় পড়তে

হলো। তবে এবার হ্যারিও রক্ষা পেল না।

'বাবা, আমি বিগ ব্রাদারের সাথে নেশনে যেতে চাই, মৌসুমি বৃষ্টিকে দেখার জন্য,' আদুরে গলায় বলল ক্যারোলিনা।

প্রেয়ারির ভয়াবহতা অজানা নয় হ্যারির। বরং অনেকের চেয়ে বেশিই জানে। শুধু যে বৈরী প্রকৃতি, তা-ই না। সাথে রয়েছে আউট-ল, ইণ্ডিয়ান ওয়ার পার্টি, মরু ভালুক সহ আরও নাম না জানা অসংখ্য বিপদ।

এ ছাড়া কোমাঞ্চি পরিবেশে থাকাটাও ওর জন্য সহজ হবে না।

কিন্তু মুখ ফুটে মেয়েকে না করতে পারছে না হ্যারি। চাইছে, অপ্রীতিকর কাজটা থেকে ডেযার্ট স্টর্ম ওকে উদ্ধার করুক।

বাবার মনোভাব বুঝতে পেরে আবার মুখ খুলল ক্যারোলিনা, 'দেখো, বাবা, আমি এখন বড় হয়েছি। নিজের খেয়াল রাখার দক্ষতাও আমার রয়েছে। ভাল ঘোড়া চালাতে পারি। রাইফেল-পিস্তলেও কারও চেয়ে কম যাই না,' যুক্তি দেখাল সে।

হ্যারিকে তখনও অনড় দেখে মোক্ষম অস্ত্রটা ঝাড়ল, 'তা ছাড়া বিগ ব্রাদার যেখানে সাথে আছে, সেখানে আর ভয় কী?'

অকাট্য যুক্তি। এর বিপক্ষে বলার মত কিছু নেই হ্যারির। বাধ্য হয়ে ডেযার্ট স্টর্মকে কথা বলতে হলো।

'দেখো, ছোট পাখি,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'বুঝতে পারছি, যাওয়ার জন্য তুমি কতটা উদ্‌গ্রীব। আবার তোমার বাবার টেনশনটাও একেবারে অমূলক না। সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'বলো,' হতাশ কণ্ঠে বলল ক্যারোলিনা।

'তুমি রানশেই থাকো, আমি বরং নেশন থেকে ফেরার পথে মৌসুমি বৃষ্টিকে তোমার এখানে পৌঁছে দেব।

boighar.com

গ্রীষ্মকালটা একসাথে কাটাতে পারবে।'

'সত্যি বলছ!' মেঘের কোলে রোদ হেসে উঠল, 'মৌসুমি বৃষ্টিকে এখানে নিয়ে আসবে?'

'নিশ্চয়ই জানো, তোমার বিগ ব্রাদার কথার নড়চড় করে না,' জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ক্যারোলিনাকে গুডনাইট জানিয়ে ওরা দু'বন্ধু আবার আড্ডায় মেতে উঠল। রাতও ধীরে-ধীরে গভীর হলো। এক সময় ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো ওদেরও।

পরদিন নাস্তা করে রওনা হলো ডেযার্ট স্টর্ম। হ্যারিকে জানাল, প্রথমে রাইফেল স্টকে যাবে, বেনের সাথে দেখা করার জন্য। এরপর নেশনের পথে রওনা দেবে।

গাঢ় আলিঙ্গন আর নিরাপদ যাত্রার শুভাশিস নিয়ে পথে নামল ও।

কানা জ্যাকও ওর পিছু-পিছু আসতে লাগল।

'থাম, জ্যাক,' কুকুরটার দিকে নজর পড়তেই বলল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর রানশ হাউসটার দিকে নির্দেশ করে বলল, 'তুই আপাতত এখানেই থাক, ফেরার পথে নিয়ে যাব।'

অবলা জীবটা কী বুঝল কে জানে, গুটি-গুটি পায়ে চলে গেল একটা শেডের কাছে, গতরাতটা যেখানে থাকতে দিয়েছিল দয়ালু মহিলা।

সোলসের পিঠে হালকা চাপড় দিল স্টর্ম। চলতে শুরু করল অ্যাপালুসাটা।

অনেকটা দূরে চলে এসেছে ডেযার্ট স্টর্ম। এখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছে ক্যারোলিনা–'আই লাভ ইউ, বিগ ব্রাদার।'

বইঘর.কম

চার

ধীরেসুস্থে শহরে ঢুকল ডেযার্ট স্টর্ম।

সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে কোন স্যালুনে ঢুকবে। গলা ভেজানোর পাশাপাশি বেনের খোঁজটাও নেয়া যাবে।

ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে ডেযার্ট স্টর্মের।

স্যালুনের পেছন দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে বেন। পিঠ দেয়ালের দিকে। দরজা দিয়ে যারা ঢুকছে কিংবা বেরুচ্ছে তাদের উপর নজর রাখছে।

এমনিতেই একজন বাউণ্টি হাণ্টারের শত্রুর অভাব নেই। আর বোনাস হিসেবে উটকো ঝামেলার তো হিসেবই নেই। কার ঝোলা থেকে কখন লাফ দিয়ে বেরোবে বিপদ, কে বলতে পারে!

একজন বাউণ্টি হাণ্টারকে তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, আণ্ডারটেকার যাতে একান্ত ব্যক্তিগত সেবা করার সুযোগ না পায়।

পেশাগত অভ্যাসবশে নজর রাখছে বেন, বিশেষ করে যারা সেলুনে ঢুকছে।

তবে এই মুহূর্তে যাকে ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ঢুকতে দেখছে, তাকে কল্পনাতেও আশা করেনি ও। অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর, চোখদুটো পিরিচের মত গোল হলো। নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যে ক'জন খদ্দের স্যালুনে গলা ভেজাচ্ছিল, বেনের

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল ওদের মাঝেও। বিনে পয়সায় উত্তেজনার খোরাক পেয়ে গলা ভেজানোর কথা ভুলে গেল, তাকিয়ে থাকল ব্যাটউইং ঠেলে ঢুকে পড়া আগন্তুকের দিকে।

ওসব দিকে খেয়াল নেই আগন্তুকের। স্যালুনের উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও স্পর্শ করল না ওকে। দাঁড়িয়ে পড়ায় বেনের দিকেই প্রথম দৃষ্টি পড়ল, দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল ওর টেবিলটার দিকে।

'আমি কি ঠিক দেখছি, আউট-ল আর রাসলাররা যাকে যমের মত ভয় করে, সেই বিখ্যাত বেন ম্যাক্সওয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি,' বলল আগন্তুক, 'তারপর, কেমন আছ বেন?'

'কেমন আছি, জিজ্ঞেস না করে বলো, কেন আছি?' পাল্টা রসিকতা করল বেন, 'তোমাকে দেখে যে কী ভীষণ খুশি হয়েছি, স্টর্ম, মনে হচ্ছে পুরো স্যালুনের হুইস্কি একাই গিলে ফেলি।'

'ভুলেও ওই কাজটা করতে যেয়ো না, বেন। এমনিতেই হাতে অনেক কাজ। তোমার ওই বিশাল দেহটা টেনে বাসায় পৌঁছে দিতে পারব না,' মৃদু হেসে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

বিনে পয়সার উত্তেজনা জুটবে না, বুঝতে পেরে হতাশ খদ্দেররা। সমস্ত মন-প্রাণ আবার ঢেলে দিল গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনা হুইস্কির গ্লাসে। বেনও বন্ধুর জন্য ড্রিংকের অর্ডার দিল।

'তারপর, স্টর্ম, তোমার পাহাড়ের স্বর্গ ছেড়ে হঠাৎ এ নরকে?'

'যে কাজের আশায় এসেছিলাম, সে তো শেষ করে ফেলেছ। শুনলাম, "বাফেলো হেড"-এর পাছায় ডাকটিকেট লাগিয়ে নরকের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়েছ?' বলল স্টর্ম।

'কে বলল?'

'হ্যারি রকফেলার।'

'কাল ক্যারোলিনার সাথে কথা হলো,' বলল বেন, 'কই, কিছু বলল না তো।'

'আমি এসেছি, তখনও জানত না ও,' জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'নিক ডাল্টন তোমাকে খুব মিস করছিল,' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেন।

'আসলে আমি টেলিগ্রামটা হাতেই পেয়েছি এক মাস পরে। নিক কোথায় এখন?' জানতে চাইল ডেযার্ট স্টর্ম।

'সেটা অবশ্য নিকও বলছিল। খবর পেলে, তুমি যেখানেই থাকো, ছুটে আসবে, এতে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কাজ শেষ করে আবার ডালাসে ফিরে গেছে।'

'মিস করার বিশেষ কোন কারণ ছিল?' জানতে চাইল স্টর্ম।

'বাফেলো তো আমার হাতে মারা পড়ল, এক গুলিতেই,' বলল বেন, 'নিকের মতে, এত সহজ মৃত্যু ওর প্রাপ্য ছিল না। তোমার আত্মাদের উদ্দেশে ওকে বলি দেয়া উচিত ছিল।'

অদ্ভুত মানুষ নিক ডাল্টন। পুব থেকে এসেছিল ভাগ্য বদলাতে। ছিল উকিল, এখানে এসে পরিণত হলো প্রথমে টেক্সাস রেঞ্জার, পরে দুর্ধর্ষ বাউন্টি হান্টারে।

প্রচুর বই পড়ার নেশা নিকের। ওকেও নেশাখোর বানিয়ে ছেড়েছিল। নেশাটা এতই গভীর, একবার এক আউট-লকে খুন করতে গিয়েও ছেড়ে দিয়েছিল, ওর ব্যাগে অনেকগুলো বই দেখে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে আউট-ল ওকে জুল ভার্নের কয়েকটা বই উপহার দিয়েছিল।

অনেক ব্যাপারেই ওর আর নিকের মিল চোখে পড়ার মত।

নিক মনে করত, অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। অন্যরা যাতে সেই শাস্তির নমুনা দেখে ভয় পায়, সেই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে।

boighar.com

ডেযার্ট স্টর্মের বেপরোয়া আর বুনো নৃশংসতাকে সবাই যখন মানতে পারত না, মুখে না বললেও মনে-মনে ওকে সমর্থন দিত নিক ডাল্টন।

মাঝে খাবারের জন্য একটু ছেদ পড়েছিল, এরপর টানা মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা চলল দু'বন্ধুর।

ডেযার্ট স্টর্মকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরল বেন। তবে তার আগে কথা আদায় করে নিল, মৌসুমি বৃষ্টিকে ডাবল আর রানশে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা করে যাবে।

ঘুম ভাঙল ডেযার্ট স্টর্মের।

রাইফেল স্টকের ব্যস্ততা তখনও শুরু হয়নি।

নেশনে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিল ও। যদিও জানে, নেশনে কিছুদিন থাকার পর আবার একঘেয়েমিতে পেয়ে বসবে ওকে। রোমাঞ্চের নেশায় আবারও পথে নামতে হবে। তবে নেশনে কাটানো ওই দিনগুলো ওর এক বছর চলার জীবনীশক্তি জোগাবে।

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ও, উদ্দেশ্য–রওনা হওয়ার আগে নাশ্‌তাটা সেরে নেয়া। তবে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেই ডেযার্ট স্টর্মের কপালে।

এগিয়ে আসা আগন্তুককে দেখে কু গাইল ওর মন। অভিজ্ঞতা জানাল ঝামেলা জুটতে যাচ্ছে।

লোকটাকে এড়াতে চাইল ডেযার্ট স্টর্ম। একপাশে সরে গেল। কিন্তু ওর সদিচ্ছার মূল্য দিল না আগন্তুক। ইচ্ছেকৃতভাবে ধাক্কা দিল ওকে, সেই সাথে ওর নাকে ধাক্কা দিল লোকটার মুখ থেকে ভকভক করে বের হওয়া সস্তা হুইস্কির গন্ধ।

এই সাত সকালেই মাল টেনে টাল হয়ে আছে হারামজাদা। মনে-মনে গাল বকল স্টর্ম মাতালের উদ্দেশে।

খালি পেটে মাতাল ঠ্যাঙানোর কোন খায়েশ নেই ডেযার্ট স্টর্মের। আগের মতই এগোতে লাগল।

'তোকে মাফ করে দিলাম, দো-আঁশলা ইনজুন,' উচ্চস্বরে চিৎকার করল মাতাল।

এবারও উপেক্ষা করল স্টর্ম।

ওর আচরণ অনুবাদ করতে ভুল হলো মাতালের। ভাবল, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে শিকার। নিরীহ শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল মাতাল।

ব্ল্যাক ঈগলের বাণী মনে পড়ল ডেযার্ট স্টর্মের।

ঘুরে মুখোমুখি হলো দুর্বৃত্তের। এক কদম আগে বেড়ে ধরে ফেলল ওর কলার। তারপর বহুবার প্র্যাকটিস করা অভিজ্ঞতাটা আরেকবার ঝালিয়ে নিল, কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল দেহটা পেছনে।

কাছেই দানা খুঁটে খাচ্ছিল কয়েকটা শ্বেত পায়রা। ধপাস শব্দ শুনে ডানা মেলল শান্তির প্রতীকেরা।

হাতের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ডেযার্ট স্টর্মের। বাঁ হিপের স্ট্র্যাপের বাঁধন থেকে মুক্ত করল বাউই ছোরাটা। শীতল ধাতব ফলাটা স্পর্শ করাল ভূপাতিত মাতালের গলায়। সেই সাথে ডেযার্ট স্টর্মের সাপের মত শীতল দৃষ্টি বিদ্ধ করল মাতালের চোখ।

প্রথম আছাড়েই মদের নেশা প্রায় ছুটে গিয়েছিল মাতালের, গলায় ছুরির ছোঁয়া পেয়ে পুরোপুরি ছুটে গেল।

হুঁশ ফিরল ওর।

'মাফ করে দাও, মিস্টার, ভুল হয়ে গেছে। আর এরকম হবে না,' কেঁদে ফেলল লোকটা।

জায়গামত ছুরিটা রেখে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'তাড়াতাড়ি কোন গর্ত খুঁজে নিয়ে টানা একটা ঘুম দাও। নইলে, কেউ চিরস্থায়ী ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতে পারে,'

boighar.com

উপদেশ খয়রাত করল সে।

মেসেজ অনুবাদ করতে এবার আর ভুল করল না মাতাল, এলোমেলো পায়ে এগিয়ে চলল গর্ত খুঁজতে।

পাশের রেস্তোরাঁটার বিশাল উইণ্ডো সাইড গ্লাস দিয়ে যারা এতক্ষণ বিনে পয়সার অ্যাকশন দেখছিল, ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখে খাবারের প্রতি ওদের মনোযোগ আরও গভীর হলো।

মনে-মনে হাসল ডেযার্ট স্টর্ম। এ ধরনের ব্যবহার গা সওয়া হয়ে গেছে ওর।

নাস্তার অর্ডার দিল ও।

বলাই বাহুল্য, অর্ডার দিতে যা দেরি, নাস্তা নিয়ে উড়ে এল ওয়েটার।

খাওয়ায় মন দিল স্টর্ম। কারণ নেশনের আগে এরকম সুস্বাদু খাবার আর জুটবে না। সোলসের জন্যও গোটা চারেক বিস্কুটের অর্ডার দিল।

সোলসকে বিস্কুট খাওয়ানো শেষ করে সওয়ার হলো ওর পিঠে।

রাইডিং-এর জন্য আদর্শ আবহাওয়া। উজ্জ্বল নীল আকাশকে সঙ্গ দিচ্ছে খণ্ড-খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা। দখিনা বাতাস বয়ে যাচ্ছে প্রেয়ারির উপর দিয়ে। ওরাও এগোচ্ছে নেশনের দিকে।

রেড রিভারের তীরে এসে থামল ডেযার্ট স্টর্ম।

বেশি চওড়া না হলেও তীব্র স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে অগভীর নদীটায়। সোলসের পুরো পা ডুবে গেল পার হওয়ার সময়। খুব সাবধান থাকল ডেযার্ট স্টর্ম, যাতে আলগা পাথরে অ্যাপালুসাটার পা না হড়কায় কিংবা কোন তীক্ষ্ণ পাথরের খোঁচায় আঘাত না পায়।

শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই পেরোনো গেল নদীটা।

ওকলাহোমা টেরিটরিতে পা পড়ল সোলসের।

খুব বেশিক্ষণ হয়নি ওকলাহোমা টেরিটরিতে প্রবেশ করেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

দিগন্তে চোখে পড়ল নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহী। অস্তগামী সূর্যের কারণে গাঢ় ছায়ার মত মনে হচ্ছে। ব্লাফের মাথায় নিশ্চল হয়ে লক্ষ করছে ওকে। হয়তো একজন অ্যাপাচি স্কাউট, ভাবল ডেযার্ট স্টর্ম, ওর গতিবিধির উপর নজর রাখছে।

কোন দিকে না তাকিয়ে স্বাভাবিক গতিতেই নেশনের দিকে এগোতে থাকল ডেযার্ট স্টর্ম। টেরিটরির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন রিজার্ভেশনে পশ্চিম দিক দিয়ে কেউ ঢুকতে চাইলে, এটাই একমাত্র প্রবেশ পথ।

যদিও কোন অ্যাপাচি পুরো টেরিটরিটা ওদের নিজের বলে দাবি করতে পারে না, তবুও এ পথে কেউ প্রবেশ করলে তার উপর কড়া নজর রাখে ওরা।

ধীরে-ধীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়সারির ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। কোন রকম অঘটন ছাড়াই টেরিটরির আরও গভীরে প্রবেশ করল ও।

ট্রেইলের পুব পাশ ঘেঁষে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সাইনবোর্ড।

বিভিন্ন গোত্র তাদের এলাকা চিহ্নিত করেছে। সেই সাথে তীর চিহ্ন দিয়ে রেখেছে, যাতে অনাহূত কেউ অন্যের সীমানায় ঢুকে না পড়ে।

যদিও সরকার প্রত্যেক গোত্রের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তারপরও ট্রাইবগুলো সবসময় সরকারি নিয়ম মেনে চলতে চায় না। নিজেদের মত করে আশপাশটাও দখলে রাখতে চায়। এজন্য নিজস্ব কায়দায় সীমানা-চিহ্ন বসিয়েছে।

এ কারণে যদিও বড় কোন যুদ্ধ বাধেনি, তারপরও গোত্রগুলো তাদের কাল্পনিক সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য

প্রহরী বসিয়েছে।

এসব কাল্পনিক বাউণ্ডারির ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ও। সযত্নে এড়িয়ে চলছে বর্ডার গার্ডদের।

পাঁচ

দিন পেরিয়ে রাত। আবার দিন।

একটা-একটা করে দিন পেরিয়ে যেতে লাগল একঘেয়ে ট্রেইলে। অবশেষে দিগন্ত রেখায় ফুটে উঠল শত শত 'টিপি'-র আভাস। অদ্ভুত ভাল লাগায় ছেয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্মের হৃদয়।

'অবশেষে বাড়ি পৌঁছেছি,' ভাবল ও। এখানেই বাল্যকাল কাটিয়েছে ও, বড় হয়েছে। ঘোড়ায় চড়া শিখেছে। শিকার আর লড়াইয়ের হাতেখড়িও এখানে। এখানকার ধুলো মেখেই ধীরে-ধীরে একজন দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে ও।

তীক্ষ্ণ ইণ্ডিয়ান চিৎকার ছেড়ে গোড়ালি দিয়ে গুঁতো দিল ও সোলসের পেটে। পূর্ণ বেগে ছোটার অনুমতি দিল বাহনটাকে।

জন্মভূমিতে ফেরার উত্তেজনা সোলসকেও পেয়ে বসেছে। তীরবেগে ছুটল সামনের দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে গোত্রের লোকজন আনন্দ-উত্তেজনায় চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

উচ্চস্বরে শুভ কামনা জানাল কেউ-কেউ। বয়স্ক লোকেরা

আনন্দ প্রকাশ করল, তাদের বিখ্যাত ছেলে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে দেখা করার জন্য। জ্ঞাতি ভাই-বোনেরা ওকে ছুঁয়ে দেখতে লাগল।

হাসিমুখে সবার শুভেচ্ছার জবাব দিল স্টর্ম, সেই সাথে এগোতে লাগল গ্রামের পুব দিক লক্ষ্য করে। ওখানেই থাকে গোত্রপ্রধান ব্ল্যাক ঈগল, ওর নিজের পরিবার।

অবশেষে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছল ডেযার্ট স্টর্ম।

পরিবারের সবাই টিপির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন ব্রেভ আগেই এসে ওর আগমন বার্তা জানিয়ে গেছে এখানে।

পরিবারের সদস্যরা আকাশের দিকে হাত তুলে প্রাচীন আত্মাদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল তাদের প্রিয়জনকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

সোলসের পিঠ থেকে নামল ডেযার্ট স্টর্ম। প্রথমেই ওকে কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল ওর বাবা ব্ল্যাক ঈগল! এরপর অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে টিপির ভেতর প্রবেশ করল ও।

ব্ল্যাক ঈগল পুত্রের আগমন উপলক্ষে পুরো গোত্রকে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। একে-একে আসতে লাগল লোকজন। সবার শুভেচ্ছা, ভালবাসা আর মঙ্গল কামনা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করল স্টর্ম।

গভীর রাত পর্যন্ত চলল উৎসব। আত্মাদের উদ্দেশে প্রার্থনা, গান-বাজনা, সেই সাথে খানাপিনা।

ধীরে-ধীরে কমে এল কোলাহল।

লোকজন বিদায় নিয়ে ফিরতে লাগল নিজ-নিজ টিপির দিকে।

চাঁদের আলো আস্তে-আস্তে ফিকে হলো, তার জায়গা দখল করতে এল ভোরের আলো।

চোখ মেলল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঝলসানো হরিণের মাংস, তরতাজা প্রেয়ারি সবজি আর

boighar.com

টাটকা কফির সুবাস স্টর্মকে জানান দিল, নিজের বাড়িতে আছে ও।

ছেলের ঘুম ভেঙেছে দেখে কপালে চুমু খেল স্টর্মের মা 'গ্রীষ্মের ঝড়'।

'যাও, বাছা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তোমার বাবা বাইরে অপেক্ষা করছে।'

মাকে আলিঙ্গন করল ডেযার্ট স্টর্ম। ফ্ল্যাপ তুলে টিপির বাইরে বেরিয়ে এল।

'সুপ্রভাত, বাবা,' ব্ল্যাক ঈগলকে সম্ভাষণ জানাল ডেযার্ট স্টর্ম।

শুভেচ্ছার জবাবে নড করল ব্ল্যাক ঈগল। ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিল গরম কফি ভর্তি একটা মগ। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে পুত্রগর্বে গর্বিত পিতার অভিব্যক্তি।

দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল পিতা-পুত্রের মধ্যে।

হঠাৎই কার্টার রক লেকের দিকে নজর পড়ল স্টর্মের। ঘন, কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। বৃষ্টির আগেই কতগুলো কাজ সারতে হবে ওকে।

উঠে দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্ম। বাবার পাশে দাঁড়াল। এরপর মৌসুমি বৃষ্টির প্রসঙ্গটা তুলল। ক্যারোলিনার ব্যাপারটা খুলে বলল। পুরো গ্রীষ্মটা ওদের ওখানে কাটানোর বিষয়টাও বুঝিয়ে বলল। হ্যারি রকফেলারের রানশে মৌসুমি বৃষ্টিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্ল্যাক ঈগলের অনুমতি চাইল।

'এটা ঠিক, মেয়েটা অনেক দিন হলো গ্রামের বাইরে যায়নি,' মৌসুমি বৃষ্টিকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলল ব্ল্যাক ঈগল। 'কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে ওরও ভাল লাগবে। তা ছাড়া শহরের রীতিনীতির ব্যাপারেও ভাল একটা ধারণা পাবে। দিন পাল্টাচ্ছে। দুনিয়াদারি সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা খুবই জরুরি।'

'ধন্যবাদ, বাবা,' বলল স্টর্ম, 'মাকেও তা হলে ব্যাপারটা

বইঘর.কম

জানাই, তার ইচ্ছেটাও তো জানতে হবে।'

'তোমার মায়ের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না, ওই ঝড় সামলানোর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি বরং মৌসুমি বৃষ্টিকে খবরটা জানাও। প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে না?'

'কিন্তু মৌসুমি বৃষ্টি কোথায়?' বাবার কাছে জানতে চাইল স্টর্ম, 'ঘুম থেকে উঠে ওর টিকিটারও দেখা পেলাম না।'

পুত্রের কথায় আমোদ পেল ব্ল্যাক ঈগল। হাসিমুখে বলল, 'আছে হয়তো আশপাশে কোথাও। অপেক্ষা করছে, তুমি খুঁজে বের করবে।'

বাবার সাথে কথা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল ডেযার্ট স্টর্ম।

তীক্ষ্ণ স্বরে শিস দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিল সোলস। স্যাডল চাপানোর ধার ধারল না ও। উঠল সোলসের খালি পিঠে, তারপর ছুটল গ্রামের এক প্রান্তের দিকে। সুসংবাদটা জানাতে হবে। জানে কোথায় পাওয়া যাবে মৌসুমি বৃষ্টিকে।

ডেযার্ট স্টর্মকে গ্রামের শেষ প্রান্তের দিকে ছুটতে দেখে চওড়া হাসি ফুটল ব্ল্যাক ঈগলের মুখে। স্টর্মের মত তারও জানা আছে কোথায় পাওয়া যাবে মৌসুমি বৃষ্টিকে।

টিপির ভেতর ঢুকে পড়ল ব্ল্যাক ঈগল।

যে নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে এগিয়ে চলেছে ডেযার্ট স্টর্ম, কোমাঞ্চিদের কাছে তা পরিচিত 'স্কারলেট টিয়ার্স ভ্যালি' নামে।

সব কোমাঞ্চিই পরিচিত কিংবদন্তীটার সাথে।

অনেক, অনেক বছর আগে, এক অপরূপা কোমাঞ্চি রাজকন্যা এখানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। রাজকন্যার স্বামী ছিল এক মহান রাজকুমার, দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি যোদ্ধা।

এই ভ্যালিতে এক বিশাল যুদ্ধে শত্রুদের হাতে নিহত হয়

boighar.com

সেই রাজকুমার।

স্বামীর শোকে পাগল রাজকুমারী নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে এই ভ্যালিতে দিন-রাত কাঁদতে থাকে। তার চোখের জলে ভ্যালির সব সবুজ ঘাস এক সময় রূপান্তরিত হয় লাল-লাল স্কারলেট ফুলে, এখন পর্যন্ত যা বিদ্যমান।

আর ওদিকে রাজকন্যার কষ্ট সইতে না পেরে প্রাচীন আত্মারা রাজকুমারের নবীন আত্মাকে নির্দেশ দিল, রাজকন্যাকে স্বর্গে এনে রাখার জন্য।

রাজকুমার স্বর্গের রথে চড়ে এল স্কারলেট ভ্যালিতে। রাজকন্যার আত্মাকে নিয়ে গেল স্বর্গে।

সেই থেকে রাজকন্যার প্রেম অমরত্ব লাভ করেছে কোমাঞ্চিদের হৃদয়ে, পরিণত হয়েছে কিংবদন্তীতে।

ছোট বেলায় মৌসুমি বৃষ্টির যখন মন খারাপ হত, একা থাকার জন্য এই ভ্যালিতে চলে আসত। জানত, ওকে খুঁজে না পেলে বাবা-মা ডেযার্ট স্টর্মকে এখানে পাঠাবে ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ডেযার্ট স্টর্ম এখানে এসে ওর গা ঘেঁষে বসত, আর ওর রাগ ভাঙানোর জন্য সামনের ওই অপূর্ব লাল-লাল ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রাজকুমারীর গল্পটা বলত। যদিও কাহিনি এক-একবার এক-এক রকম হয়ে যেত। তবে তা নিয়ে মৌসুমি বৃষ্টির কোন মাথাব্যথা ছিল না, গল্প শুনতে পেলেই হলো।

এরপর ডেযার্ট স্টর্ম ওকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিত। ছোট্ট মৌসুমি বৃষ্টি ভাইকে বাধ্য করত ফেরার পথে ঘোড়দৌড়ের পাল্লা দিতে, কে আগে বাড়ি পৌঁছতে পারে। জানত, ভাই ওকে হারাতে পারবে না।

ডেযার্ট স্টর্মও খুশি, নতুন-নতুন কাহিনি বলার চেয়ে জিতিয়ে দেয়া অনেক সহজ। কারণ হেরে গেলে আবারও স্কারলেট ভ্যালিতে চলে যাবে মৌসুমি বৃষ্টি, আবারও নতুন একটা গল্প ফাঁদতে হবে তখন।

জায়গামতই পাওয়া গেল মৌসুমি বৃষ্টিকে।

ছোট বেলার মত আবারও বোনের পাশে বসল স্টর্ম। ওর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল মৌসুমি বৃষ্টি।

'আমার প্রিয় বিগ ব্রাদার, সেই রাজকুমারীর গল্পটা আরেকবার শোনাবে?' আবদার করল ও।

আবারও রাজকুমারীর দুঃখের কাহিনি বয়ান করতে হলো ডেযার্ট স্টর্মকে।

শুনে দুঃখ পাওয়ার বদলে হাসল ও।

'আচ্ছা, বিগ ব্রাদার, তুমি যতবারই গল্পটা বলো, ততবারই নতুন-নতুন রাজকুমার আসে রাজকন্যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওর আসল প্রেমিক কোন্‌টা, বলো তো?'

'তোমার মাথা!' ধরা খেয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে উত্তর দিল ডেযার্ট স্টর্ম। তারপর চাপাবাজি ঢাকতে আসল প্রসঙ্গ তুলল। 'লিটল সিস্টার, এবার যাওয়ার সময় তোমাকে সাথে নিয়ে যাব ভাবছি, বেড়ানোর জন্য।'

'সত্যি! আমাকে সাথে নিয়ে যাবে? বেড়াতে? উফ্, কী যে মজা হবে!'

আনন্দে লাফিয়ে উঠে চড়ে বসল মেয়েটা নিজের মেয়ারটার পিঠে। ভাইকে উৎসাহিত করল ওর সাথে পাল্লা দিতে। 'বিগ ব্রাদার, ধরো তো আমাকে, দেখি পারো কি না।'

পাল্লা দিল ও। কিন্তু এবারও জিততে পারল না ডেযার্ট স্টর্ম।

ভোরের প্রথম আলো রাঙিয়ে দিচ্ছে গ্রামটাকে।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেছে মৌসুমি বৃষ্টি।

বেড়ানোর জন্য আজই ওরা যাত্রা শুরু করবে। বেড়ানোর কথা শোনার পর থেকে সময় যেন কাটছিলই না ওর। এক-

boighar.com

একটা দিনকে মনে হচ্ছিল এক-একটা যুগ।

'গ্রীষ্মের ঝড়' মেয়ের জিনিসপত্র গোছগাছ তদারক করছে। তা না হলে দেখা যাবে উৎসাহের কারণে কোন দরকারি জিনিস ভুলে ফেলে রেখে গেছে মেয়েটা, ট্রেইলে চলতে হলে যা হয়তো খুবই প্রয়োজনীয়।

'আমি চাই,' জিনিসপত্র গোছাতে-গোছাতে বলল গ্রীষ্মের ঝড়, 'সব সময় তোমার ভাইয়ের কাছাকাছি থাকবে।'

'অবশ্যই, মা,' বলল মেয়েটা।

'বহুদিন হয়ে গেছে, তুমি এই ধরনের সফরে যাও না। ট্রেইলও আগের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছে। সাবধানে থাকবে। স্টর্ম যা বলে, অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে।'

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না, মা,' মাকে জড়িয়ে ধরে বলল মেয়ে, 'আমি ভালই থাকব। তা ছাড়া, আমার সাথে থাকছে ইণ্ডিয়ানদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। ও আমাকে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখবে।'

কথাটা গ্রীষ্মের ঝড়ও জানে।

তবুও মায়ের মন। সারাটা গ্রীষ্ম চোখের আড়ালে থাকবে মেয়েটা, ভাবতেই চোখ জলে ভরে উঠল মহিলার। মেয়েকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

ওদের যাওয়ার কথা আগেই জেনেছে গ্রামবাসী। সবাই হাজির হয়েছে ব্ল্যাক ঈগলের টিপির সামনে, ভাই-বোনকে বিদায় জানানোর জন্য।

শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হলো ওরা।

ধীরে-ধীরে ছোট হলো গ্রামের আকৃতি। এক সময় হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

ছয়

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রাইড করছে ওরা।

এক সময় কানে এল অসংখ্য পশুর খুরের শব্দ। ডেযার্ট স্টর্মের অভ্যস্ত কান বুঝতে সময় নিল না, বড় একটা ক্যাটল ড্রাইভের মুখোমুখি পড়তে যাচ্ছে ওরা।

স্বাভাবিক ট্রেইল ছেড়ে একটা রিজে উঠে পড়ল ওরা। রিজের উপর থেকে চোখে পড়ল এগিয়ে আসা গরুর বিশাল পালটার দিকে। ধুলোর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রুমাল দিয়ে নাক-মুখ বেঁধে নিয়েছে কাউবয়রা। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ট্রেইল ড্রাইভে যেসব কাউবয়রা চলেছে, নিশ্চিত করে বলা যাবে না, সবাই-ই ধোয়া তুলসি পাতা। তা ছাড়া, মাঝপথেও থাকা-খাওয়া আর হাতখরচের বিনিময়ে অনেক আউট-ল ঢুকে পড়ে ড্রাইভে।

মুফতে থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি লুকিয়ে থাকারও একটা উপায় হয়ে যায়। উপরি পাওনা হাতখরচের টাকাটা।

তবে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও নাকি ধান ভানে। সুতরাং সুযোগ পেলে ঝামেলা বাধাতেও দেরি করে না ওরা।

মৌসুমি বৃষ্টি সাথে থাকায় আপাতত যে-কোন ধরনের ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চায় ডেযার্ট স্টর্ম।

ট্রেইলে ধুলোর ঝড় তৈরি করে ওদের অতিক্রম করে

গেল পালটা।

ওগুলো দৃষ্টির আড়াল হতে রিজ থেকে নামল ওরা।

আবার চলতে শুরু করল।

'আজকাল সবাই খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছে, বিগ ব্রাদার,' পালটার উদ্দেশে বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

'ঠিকই বলেছ, লিটল সিস্টার,' দার্শনিকের মত বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'না মরা পর্যন্ত এই তাড়াহুড়ো থামবে না।'

আরও কয়েক ঘণ্টা চলার পর সামনের দিকের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'এখান থেকে আর কিছুদূর গেলেই একটা ঝরনা পড়বে। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য ওখানে থামব। সেই সাথে রাতের মত ক্যাম্প করব।'

দীর্ঘক্ষণ স্যাডলে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মৌসুমি বৃষ্টি। ক্যাম্প করার কথা শুনে চোখ চকচক করে উঠল ওর।

'শুনে কী যে ভাল লাগছে,' বলল ও, 'একটানা রাইড করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সেই সাথে খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।'

'আমারও একই অবস্থা,' বোনের কথায় সমর্থন দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঝরনার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ডেযার্ট স্টর্ম। প্রথমেই আশপাশটা ভালমত রেকি করল। কোন বিপদের আশঙ্কা নেই, নিশ্চিত হয়ে ক্যাম্প তৈরি করতে বসল ঝরনা থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

মরুভূমিতে পানির উৎস কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। মানুষের পাশাপাশি আর-সব জীব-জন্তুও তেষ্টা মেটাতে আসে এখানে। সুতরাং ঝরনার পথ আগলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কারোরই উচিত না।

শুকনো কাঠ জোগাড় করে আনল ও আগুন জ্বালানোর জন্য। ঘোড়ার যত্ন নিল।

এই সুযোগে ঝরনার জলে স্নান করে এসেছে মৌসুমি বৃষ্টি। নিজেও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য ঝরনার দিকে এগোল ডেযার্ট স্টর্ম।

যখন ফিরল, মৌসুমি বৃষ্টি তখন সাপার তৈরির আয়োজন করে ফেলেছে।

দু'জনে মিলে সাপার তৈরি করল। এরপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মৌসুমি বৃষ্টির বেডরোলটা বিছিয়ে দিল স্টর্ম।

ওর নিজেরটাও বিছাল একটু দূরে, যাতে যে-কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে।

তামাক আর মেকিংস বের করে সিগারেট তৈরি করল স্টর্ম। দেশলাই বের করে ধরাল। তারপর নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

একসময় বুজে এল চোখের পাতা।

একটা-একটা করে দিন কেটে যাচ্ছে।

এগোনোর গতি বেশ ধীর। কারণ প্রতি রাতের জন্য সম্ভাব্য ভাল ক্যাম্পসাইট খুঁজে বের করতে হচ্ছে ওকে। একা হলে হয়তো যেন-তেনভাবে রাতটা কাটিয়ে দিত। সঙ্গে মৌসুমি বৃষ্টি থাকায় ব্যাপারটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হচ্ছে।

মেয়ে হিসেবে ন্যূনতম কিছু সুযোগ-সুবিধে ওর প্রাপ্য। তা ছাড়া রাতটা যেন যথাসম্ভব আরামে কাটাতে পারে সেই বিষয়টাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।

প্রতি রাতে আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করল ডেযার্ট স্টর্ম। মহান আত্মারা যেন ওদের চলার পথকে নির্বিঘ্ন রাখে। কোন উটকো ঝামেলার মুখোমুখি যেন হতে না হয়।

দুই ভাই-বোন আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে।

boighar.com

বেডরোল গুছিয়ে ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করতে লাগল ডেযার্ট স্টর্ম। মৌসুমি বৃষ্টি বসল নাস্তা তৈরি করতে।

গত রাতেই ভাইয়ের কাছে শুনেছে, আজই পৌঁছে যাবে ক্যারোলিনাদের রানশ হাউসে।

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে মৌসুমি বৃষ্টি।

উত্তেজনার মধ্যেই এক-এক করে পেরিয়ে গেল ঘণ্টাগুলো। অবশেষে নজরে এল টিলাটা।

একটা ল্যাণ্ডমার্ক।

এর আগেও ক্যারোলিনাদের রানশে এসেছে মৌসুমি বৃষ্টি। জানে, এখান থেকে আধ মাইল দূরেই রানশ হাউসটা।

মেয়ারটার পেটে স্পার দাবাল ও। তীব্র গতিতে ওকে নিয়ে ছুটল ঘোড়াটা।

বাধ্য হয়ে ডেযার্ট স্টর্মও গতি বাড়াল, পিছু নিল ওর।

ক্যারোলিনা বেড়াতে বেরিয়েছিল। ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

জীবনে এই প্রথমবার ভ্যাবাচ্যাকা খেল দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হাণ্টার ডেযার্ট স্টর্ম, ওর দু'বোনের কাণ্ড দেখে।

ক্যারোলিনা ওর হিতাহিতজ্ঞান হারাল আর মৌসুমি বৃষ্টির আবেগ পরিণত হলো বৈশাখী ঝড়ে। মিলিত ফলাফল, প্রেয়ারির বুকে বয়ে গেল আবেগের জলোচ্ছ্বাস।

ওদের আবেগ দেখে সোলসের বেগ বেড়ে গেল।

ডেযার্ট স্টর্ম চিৎকার করে বলল, 'ছোট পাখি, আমি শহরে গেলাম, হ্যারির অফিসে। তোমরা রানশে চলে যেয়ো। ডিনারে দেখা হবে।'

শহরের দিকে ঘোড়া ছোটাল ডেযার্ট স্টর্ম। ও নিশ্চিত, আকাশ থেকে জ্ঞানী আত্মারা ওর কথা শুনতে পেলেও ওর বোনদুটো ওর কথা খেয়ালই করেনি।

শহরে ঢুকে সরাসরি হ্যারি রকফেলারের অফিসে চলে এল ডেযার্ট স্টর্ম। অফিসে ঢুকে যা দেখল সেটাকে কোন মতেই স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না।

চেয়ারে বসে দুই ঠ্যাং ডেস্কের উপর তুলে দিয়েছে হ্যারি রকফেলার। অভ্যাস মত হাতে শোভা পাচ্ছে ড্রিংকের গ্লাস। সাথে জুটেছে আরেক সুহৃদ বেন ম্যাক্সওয়েল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বেনের পাশে বসল ও।

'গুড আফটারনুন, বয়েজ,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আফটারনুন,' একসঙ্গে উত্তর দিল দু'জন।

'ওহ্, স্টর্ম! তা হলে শেষ পর্যন্ত এসেছ,' ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে বলল হ্যারি।

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে আরেকটা গ্লাস বের করল, হুইস্কির বোতলটার ঘাঁড় ধরে পূর্ণ করে দিল ওটা, এরপর বাড়িয়ে ধরল নতুন আসা অতিথির দিকে।

'হ্যাঁ, হ্যারি। তুমি শহরে আসার সময় রানশে একটা মেয়ে দেখে এসেছিলে। এখন তোমার রানশে দু'-দুটো কন্যা অবস্থান করছে।'

কথা শেষ করে ড্রিংকের গ্লাসটা হ্যারির হাত থেকে নিল স্টর্ম। এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করল পুরোটা। প্রেয়ারির ধুলো-বালি আর মরুতৃষ্ণা নিমেষেই দূর হলো।

'তার মানে, মৌসুমি বৃষ্টিকে নিয়ে এসেছ!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল হ্যারি, 'ক্যারোলিনা তো তা হলে এখন স্বর্গে ভেসে বেড়াচ্ছে।'

'শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে বলছ!' আতঙ্কিত হওয়ার অভিনয় করল ডেযার্ট স্টর্ম। 'আরেকটু হলে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেত। পালিয়ে বেঁচেছি। জ্ঞানী আত্মারা ঠিকই বলে, মেয়েদের আবেগের পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।'

ওর কথায় ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল হ্যারি রকফেলার। 'তা যা বলেছ, স্টর্ম।'

boighar.com

গ্লাসটা আবার পূর্ণ করে নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আচ্ছা, স্টর্ম,' বেন ম্যাক্সওয়েল ওর ড্রিংকটা শেষ করে বলল, 'তোমার জ্ঞানী আত্মারা এমন কোন বিষয় আছে যেটা নিয়ে কথা বলে না?'

অন্য সময় হলে রেগে যেত স্টর্ম। কিন্তু এখন আড্ডার মুডে আছে। পাল্টা রসিকতা করে বলল, 'দেখো, দোস্ত, এ তো আর বেন ম্যাক্সওয়েলের আত্মা না, যে মরার পর প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এরা হচ্ছে সুশীল সমাজের আত্মা। আর কে না জানে, সুশীল সমাজ কথা বলে না এমন কোন বিষয়ই নেই।'

বেন পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে বাধা দিল হ্যারি, 'ফালতু প্যাঁচাল বাদ দিয়ে কাজের কথায় এসো তো, বেন।'

'অবশ্যই, হ্যারি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেন, 'স্টর্ম, তুমি আসার আগে তোমার ব্যাপারেই কথা বলছিলাম। হ্যারি বলছিল, তুমি মৌসুমি বৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে এখানে আসবে। অনেকদিন পর তিনজন একত্র হয়েছি। তাই ভাবছিলাম তিনজনে মিলে শিকারে যাব। তোমার কী মত?'

'তোমরা তো জানো, শিকারের ব্যাপারে আমি সবসময়ই একপায়ে খাড়া, সে অমানুষই হোক কিংবা বুনো জানোয়ার,' জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'শুভ কাজে দেরি করতে নেই। চলো, তা হলে কালই বেরিয়ে পড়ি। তোমার কী মত, হ্যারি,' জিজ্ঞেস করল বেন।

'আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এখন রানশে চলো। মেয়েদুটো স্বর্গ থেকে নেমে ডিনারে আমাদের দেখতে না পেলে নরক নামিয়ে আনবে।'

এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ। সুতরাং চেয়ার খালি হতে দেরি হলো না।

রওনা হলো ওরা রানশের উদ্দেশে।

সময় কম পেলেও আয়োজনের কমতি রাখেনি মারিয়া।

মিছিল করে আসতে লাগল গরম আর ঠাণ্ডা ডিশ। সেই সাথে অপূর্ব স্বাদের পানীয়। হাসি-ঠাট্টা-কৌতুকের সাথে উধাও হলো সুস্বাদু খাবার।

রাজসিক ডিনার শেষে লিভিংরুমের গ্র্যাণ্ড ফায়ারপ্লেসের পাশে জড় হলো সবাই। পাইন কাঠ পোড়ার স্মৃতি জাগানিয়া পটপট শব্দ আর আরামদায়ক উষ্ণতায় পাঁচজনের পার্টি চলতে লাগল।

বেন কোথা থেকে একটা গিটার জোগাড় করেছে, কাউবয়দের জনপ্রিয় একটা গানের সুর তুলল।

ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টি মনোমুগ্ধকর নাচ পরিবেশন করল। অনেকদিন পর আরও একটা স্মরণীয় রাত জমা হলো ওদের স্মৃতির পাতায়।

এক সময় শেষ হলো পার্টি।

শুভ রাত্রি জানিয়ে যার-যার ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে গেল সবাই।

সাত

পরদিন সকাল।

মোরগ ডাকার আগে ঘুম থেকে উঠল মারিয়া। ঘুম থেকে জাগাল স্প্যানিশ কুক লুপিটাকে। হ্যারির অতিথিদের জন্য নাশ্‌তার আয়োজন করতে হবে।

হ্যারি রকফেলারের অতিথি হওয়া এমনিতেই বিশাল এক অভিজ্ঞতা। হ্যারি নিজে ভোজনরসিক। আর বন্ধুদের

boighar.com

আপ্যায়নের ব্যাপারে আরও দিলদরিয়া। কিছুদিন ওর অতিথি হয়ে থাকলে বাইরের খাবার আর মুখে রুচবে না কারও।

স্ক্র্যাম্বল্ড এগ, ফ্রেঞ্চ ওমলেট, মধুমাখা মোটা বেকনের টুকরো, মাখন দিয়ে তৈরি টেক্সান টোস্ট, পিচের মার্মালেড, হরিণ আর শুয়োরের মাংসের সসেজ, বুরবন আর মোলাসেস দিয়ে ম্যারিনেট করা মচমচে রসাল স্টেক রান্না করা হয়েছে কয়লার আগুনে। মাংসের পুর ভরা টরটিয়া, ঘরে তৈরি বাটার মিল্ক বিস্কুটের সাথে দক্ষিণের সুস্বাদু ঘন স্যুপ। এতসব খাবারের সম্মিলিত সুঘ্রাণ একযোগে হামলা চালাল অতিথিদের নাসারন্ধ্রে।

ঘুম ভাঙল অতিথিদের।

হাত-মুখ ধুয়ে এক-এক করে সবাই হাজির হলো নাস্তার টেবিলে।

ফোরম্যান ল্যারির সাথে রানশের কিছু বিষয় নিয়ে জরুরি কথা ছিল হ্যারির। সেটা শেষ করে ও যখন ডাইনিং টেবিলে পৌঁছল, ততক্ষণে আর-সবাই যার-যার জায়গায় বসে পড়েছে। ইতোমধ্যে নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বও শেষ করে ফেলেছে।

'সুপ্রভাত,' নিজের চেয়ারে বসে বলল হ্যারি।

'হোস্ট হয়ে নিজেই লেট করে ফেলেছ, বাবা,' হ্যারিকে স্মরণ করিয়ে দিল ক্যারোলিনা।

'দুঃখিত!' বিব্রত কণ্ঠে বলল হ্যারি, 'আসলে ল্যারির সাথে জরুরি একটা কথা বলতে গিয়ে দেরি হলো।'

'আমরা কিছু মনে করিনি,' বলল বেন। তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে।

নড করল ও।

টেবিল সাজাতে শুরু করল হ্যারির দুই স্প্যানিশ মেইড–লুসিণ্ডা আর বেলা।

মারিয়ার তৈরি করা নাশ্‌তা একটার পর একটা হাজির

হলো।

হ্যারি যেরকম আশা করেছিল সেরকমই প্রতিক্রিয়া হলো অতিথিদের।

'এক কথায় লা-জওয়াব!' নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পুর ভরা টরটিয়ার দিকে মনোযোগ দিল বেন।

'এ তো দেখছি অনেক রকম খাবার!' মৌসুমি বৃষ্টির কথায় পরিতৃপ্তির ছাপ পড়ল হ্যারির চেহারায়।

ডেযার্ট স্টর্ম এ-ধরনের অমিতব্যয়িতার ঘোর বিরোধী। ওর কাছে খাবার হচ্ছে বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ, বিলাসিতার বস্তু না। বেকন আর বিস্কুট দিয়ে নাস্তা শুরু করল ও।

কিন্তু ওর কৃচ্ছ্রসাধনে হস্তক্ষেপ করল ক্যারোলিনা।

'ডেযার্ট স্টর্ম, মাই ডিয়ার বিগ ব্রাদার, চাইলে যখন-তখন বেকন আর বিস্কুট খেতে পারবে। অন্যগুলোও একটু চেখে দেখো,' বলার সাথে-সাথে ডেযার্ট স্টর্মের প্লেটের উপরে একটা খাবারের টিলা বানিয়ে দিল ক্যারোলিনা।

নাশ্‌তার পর সবাইকে কফি পরিবেশন করল লুসিণ্ডা।

'ক্যারল,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল হ্যারি, 'স্টর্ম, আমি আর বেন একটু শিকারে বেরুব। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। লাঞ্চের সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা কোরো না।'

'অলরাইট, ড্যাড। মৌসুমি বৃষ্টি আর আমিও লাঞ্চের পর একটু রাইডে বেরুব। তোমাদের ফেরার আগেই আমরা রানশে ফিরে আসব।'

পরিবারের নিরাপত্তার ব্যাপারে ডেযার্ট স্টর্ম সবসময় অত্যন্ত সচেতন। ক্যারোলিনার কথা শুনে বলল, 'দেখো, ছোট পাখি, মৌসুমি বৃষ্টি কোমাঞ্চি মেয়ে। ওকে সাথে নিয়ে শহরে গেলে কোন ইডিয়ট কাউবয় বাজে মন্তব্য করতে পারে। সেক্ষেত্রে ও হয়তো বিব্রত বোধ করবে।'

'ঠিক আছে, বিগ ব্রাদার। আমরা তা হলে রানশের চারদিকটা ঘুরে-ফিরে দেখতে পারি। এখানেই হাজার-হাজার

boighar.com

একর জমিতে অনেক কিছু দেখার আছে।'

ক্যারোলিনা নিজেও চায় না, বেড়াতে গিয়ে ওর বান্ধবী কোন ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকার হোক।

হ্যারি আর বেন লিভিংরুমে আগেই পৌঁছে গেছে, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেয়ার জন্য। ডেযার্ট স্টর্ম ঝুঁকে দু'বোনের কপালে চুমো খেল।

এরপর যোগ দিল বন্ধুদের সাথে।

'ওয়েল, বয়েজ, তোমাদের হাতের কাজ শেষ হলে রওনা হতে পারি,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। শিকার আর বুনো জঙ্গল ওকে চুম্বকের মত টানছে।

'আমরা রেডি, স্টর্ম,' বলল হ্যারি, 'ঘোড়াগুলোকে রেডি করার জন্য লোক পাঠিয়েছি। এতক্ষণে মনে হয় রেডি করে ফেলেছে। চলো, গেম রুম থেকে অস্ত্র নিয়ে নিই।'

তিনজনই ঢুকল ওরা গেম রুমে।

চাবি দিয়ে বিশাল ওক কাঠের ডেস্কের সাইড ড্রয়ারটা খুলল হ্যারি। নিজের সমৃদ্ধ কালেকশনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বন্ধুদের।

'তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অস্ত্র বেছে নাও,' বলল হ্যারি, 'আর উপরের ড্রয়ারে গুলি আছে।'

অস্ত্রের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল গান ক্যাবিনেটে শুয়ে থাকা অস্ত্রগুলো। মনোমুগ্ধকর কালেকশন হ্যারির। শুধু টাকা থাকলেই হয় না, শখও থাকা চাই এরকম একটা কালেকশনের জন্য।

মনে-মনে বন্ধুর রুচির প্রশংসা করল ও। সেই সাথে নিজের জন্য বেছে নিল বারো গেজের জলপাই রঙের শটগানটা।

'আজ আমি নতুন কিছু দিয়ে শিকার করব,' অস্ত্রটা ওদের দেখিয়ে বলল বেন।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের শিকার-সজ্জা দেখছে ডেযার্ট

স্টর্ম।

ওকে কোন অস্ত্র বাছাই করতে না দেখে হ্যারিই প্রথম মুখ খুলল, 'কী ব্যাপার, স্টর্ম, তুমি কি অস্ত্র ছাড়া শিকারে যাবে!'

ডেযার্ট স্টর্ম কিছু বলার আগেই উত্তর দিল বেন।

'তোমার সৌখিন কালেকশন দিয়ে স্টর্মের চলবে না, হ্যারি। আমি নিশ্চিত, ওর লং ব্যারেল রাইফেলটাই সাথে যাবে ওর।'

'ঠিকই বলেছ,' বেনের কথার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল স্টর্ম, 'ওই লম্বা গলার সুন্দরী ছাড়া আর কারও উপরে তেমন ভরসা পাই না। যার উপরে চোখ ফেলবে ওই সুন্দরী, তার আর রক্ষা নেই। ওর প্রেমে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য।'

হ্যারি আর বেনেরও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বহুবার ওই ডেড আই রাইফেলের নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ পেয়েছে ওরা।

ওদের চোখে যা অসম্ভব, এরকম কোন জিনিসকেও যখন টার্গেট বানিয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম, তা অমানুষ, এল্ক কিংবা হরিণ–যা-ই হোক না কেন, লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। তবে ডেযার্ট স্টর্মের কথা মত প্রেমে নয়, ধুলোয়।

'ওর উপর রাগ কোরো না, বেন,' হাসতে-হাসতে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমি আসলে সব অস্ত্র ভালমত চালাতে পারি না।'

এবারও কোন মন্তব্য করল না কেউ।

ওদের তুলনায় কয়েকগুণ ভাল শিকারি স্টর্ম, সেই সঙ্গে দক্ষ লক্ষ্যভেদী।

'চলো। দেরি না করে রওনা হয়ে যাই,' তাড়া দিল বেন, 'দেখা যাক কার ভাগ্যে আজ শিকে ছেঁড়ে।'

নিজের ঘোড়ায় চড়ল বেন।

লাফিয়ে সোলসের পিঠে চড়ল ডেযার্ট স্টর্ম। নিজের

boighar.com

বাচ্চাকে আদর করার মত করে স্যাডলে শুয়ে থাকা রাইফেলটার গায়ে হাত বোলাল। স্পর্শ করল রেড ওকের তৈরি রাইফেলের বাঁটটা। ওটা যেন চিৎকার করে বলছে, 'অবশ্যই, বেন, অবশ্যই।'

চলতে শুরু করল ওরা পশ্চিম দিকের জঙ্গল লক্ষ্য করে। পিছিয়ে পড়তে থাকল রানশ হাউস।

একসময় হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

আট

'কেউ কি বাজি ধরতে চাও?' বনের মধ্যে প্রবেশ করার আগমুহূর্তে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

নিজের সাফল্যের ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দেহ ও। কারণ এটা ওর নিজের জায়গা। তা ছাড়া প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এখানে শিকার করতে আসে।

'আমি রাজি তোমার সাথে বাজি ধরতে,' কথা শেষ করে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকাল বেন, ওর মত জানার জন্য।

'বুড়ো শকুন, তোমার মাথায় কী পরিকল্পনা খেলা করছে?' হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'বাজির পুরস্কার কী হবে?'

'পঞ্চাশ ডলার, যে প্রথম শিকার করতে পারবে,' ঝটপট উত্তর দিল বেন।

'টাকা-পয়সা দিয়ে বাজি ধরলে কি মজা থাকবে?' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ঠিক, টাকা দিলে বাজি ধরার আসল মজাটা পাওয়া যায় না,' একমত পোষণ করল হ্যারি। 'তার চেয়ে আমার ধারণাটা শোনো, দেখো পছন্দ হয় কি না।

'আমাদের মধ্যে যে প্রথম শিকার পাবে এবং সবচেয়ে বেশি পাবে, তাকে হুইস্কি আর বরফ পরিবেশন করবে যে সবচেয়ে শেষে পাবে সে। ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে খেতে পারে।'

হ্যারির অভিনব প্রস্তাবে হাসির ফোয়ারা ছুটল। একমত হয়ে হাত মেলাল ওরা।

ইতোমধ্যে বনের গভীরে চলে এসেছে। পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। হ্যারি আর বেনের কাছ থেকে ডেযার্ট স্টর্ম এখন পঞ্চাশ গজ মত দূরে। একটু বাঁয়ে গিয়ে পুব পাশের দূরবর্তী অংশে অবস্থান নিল ও। ওর ধারণা এখানেই মিলবে প্রথম শিকার।

বৈরী পরিবেশে টিকে থাকার সূক্ষ্ম দক্ষতা, ইণ্ডিয়ান শিকারির বিচক্ষণতা আর পাহাড়ি মানুষের ধৈর্যের সমন্বয়ে গড়া ডেযার্ট স্টর্মের অনুভূতিতে ধরা পড়ল বাঁ দিকে হালকা একটা নড়াচড়া।

বহু বছরের অভিজ্ঞ হাত চলে গেল রাইফেলটার কাছে। লম্বা ব্যারেলটা তাক করল লক্ষ্যের দিকে। স্বাভাবিক অভ্যস্ততায় হ্যামারটা টানল।

ও নিশ্চিত, আজ সন্ধ্যায় ওকে বারটেণ্ডারের দায়িত্বটা পালন করতে হচ্ছে না।

পঞ্চাশ গেজি রাইফেলের পরিচিত শব্দটা কানে যেতেই খিস্তি করে উঠল বেন, 'সাদামুখো ঘোড়া, শয়তানের যম, শুয়োরের লেজ...'

বেনের হতাশাব্যঞ্জক খিস্তি শুনে বনভূমি কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করল হ্যারি।

ওর এই ভয়ঙ্কর হাসি সহ্য করতে পারল না একটা

boighar.com

ফিজ্যাণ্ট। আতঙ্কে ডানা মেলল আকাশে, ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করল।

যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে সর্বদা প্রস্তুত এবং ত্বরিত ড্র করতে পারদর্শী বেনের উইনচেস্টারটা গর্জে উঠল।

বন-বাদাড় কাঁপিয়ে ছুটে এল বেন। স্বচক্ষে সামনের দৃশ্যটা দেখেও নিজের দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বেনের চমৎকার শুটিং-এর ফল, ফিজ্যাণ্টটা পড়ে আছে মাটিতে, ডেযার্ট স্টর্মের শিকার করা হরিণটার ঠিক পাশে।

'তার মানে, প্রতিবার আইরিশ জ্যাকসের সাথে তিন টুকরো বরফ,' হাসিমুখে বেনের দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর সোলসের পিঠ থেকে নামল শিকারটা দেখার জন্য।

'অবশ্যই,' হাসিমুখে বলল বেন, পরাজয় মেনে নিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে সাহায্য করল বন্ধুদের।

বেলা বাড়ছে, সেই সাথে চলছে শিকার। তবে এ যাত্রা ভাগ্য সহায়তা করল না বেনকে! ভাল কোন শিকারই জুটল না ওর কপালে।

অবশেষে কড়া মেজাজ হারাতে লাগল সূর্য।

গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো।

মেয়েদুটোর কথা মনে পড়ল হ্যারির। তাড়া দিল ওদের রানশে ফেরার জন্য।

শিকার নিয়ে রানশে ফিরল ওরা।

রানশ হাউসে ঢুকতেই অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ঘিরে ধরল ডেযার্ট স্টর্মকে।

এটা ওর কোমাঞ্চি অনুভূতি। এ এমন এক অনুভূতি যাকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ ওর মন বলছে, কী যেন ঠিক নেই।

চিৎকার করে মৌসুমি বৃষ্টিকে ডাকল ডেযার্ট স্টর্ম।

ক্যারোলিনা বা মৌসুমি বৃষ্টি–কেউই সাড়া দিল না।

ওর উদ্বেগ ততক্ষণে হ্যারিকেও ছুঁয়ে গেছে।

'মারিয়া!' চিৎকার করে ডাকল হ্যারি।

কিচেনে কাজ করছিল মারিয়া। হ্যারির চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে এল।

'মেয়েরা কোথায়, মারিয়া?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

হ্যারির প্রশ্ন মারিয়াকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

'লাঞ্চের পর দু'জনেই রাইডে বেরিয়েছিল। এখনও তো ফেরেনি,' বলল মারিয়া।

'হয়তো কোথাও আটকে গেছে,' হ্যারি আর ডেযার্ট স্টর্মকে উদ্বিগ্ন দেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রয়াস চালাল বেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।'

'না, বেন,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ হ্যারির। 'সূর্য ডোবার পর ও কখনও বাইরে থাকে না। জানে, এতে আমি ভীষণ রাগ করি। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে।'

এবার কথা বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'ওদের শহরে যেতে নিষেধ করেছিলাম। সেখানে যাবে না। চলো, আশপাশটা খুঁজে দেখি।'

নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

বাকি দু'জনও ঘোড়ার পিঠে চাপল।

হঠাৎ হ্যারির চোখে পড়ল পোর্চের চকচকে সিডার লগে আটকে থাকা কাগজটার দিকে। একটা হান্টিং নাইফ দিয়ে গাঁথা।

'একটু অপেক্ষা করো,' হাত তুলে জিনিসটা দেখাল ওদের হ্যারি। এরপর এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ভাঁজ করা কাগজটা। খুলে পড়তে লাগল।

ধৈর্য ধরে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ওরা। অপেক্ষা করছে কখন মুখ খোলে হ্যারি, কাগজটার বিষয়বস্তু জানায় ওদের।

ধীরে-ধীরে ঘুরল হ্যারি।

boighar.com

ওর টকটকে লাল চেহারা থেকে সব রক্ত সরে গেছে। ফ্যাকাসে মুখে খেলা করছে দ্বিধা, শঙ্কা, রাগ আর ক্ষোভের মিলিত অভিব্যক্তি।

'ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টিকে অপহরণ করেছে টিম স্যাণ্ডার্স। এক লাখ ডলার মুক্তিপণ চেয়েছে,' কোন মতে বলল হ্যারি।

'স্যাণ্ডার্স!' চিৎকার করে বলল বেন, 'যে বেজন্মাটাকে রাইফেল স্টকে খুন করলাম, ওদের কেউ?'

উপরে-নিচে মাথা দোলাল হ্যারি।

'কিন্তু তা হলে চিঠিতে নিজের নাম সই করবে কেন?' আবারও কথা বলল বেন।

'নিজের নাম সই করেছে, কারণ ও জানিয়েছে বাফেলো হেড-কে নরকে পাঠানোর জন্য আমিই দায়ী। প্রতিশোধ নিতে চাইছে।'

ঘোড়া থেকে নেমে হ্যারির কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগল বেন।

ডেযার্ট স্টর্মও সোলসের পিঠ থেকে নেমেছে। হোলস্টার থেকে .৪৫-টা বের করে চেক করল। সবক'টা চেম্বার পূর্ণ আছে দেখে জায়গামত রেখে দিল পিস্তলটা। বাকস্কিন পোশাকের সামনে সেলাই করে রাখা অতিরিক্ত .৪৫-টাও একই কায়দায় চেক করল।

দুটো অস্ত্রই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত।

'এই বেজন্মা স্যাণ্ডার্সকে কোথায় পাওয়া যাবে?' ভয়ঙ্কর শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল স্টর্ম।

'আমার কোন ধারণা নেই,' বলল হ্যারি।

ডেযার্ট স্টর্ম আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল বেন, 'এখানে লেখা আছে, হ্যারিকে মুক্তিপণের টাকাটা ডেনভারে পৌঁছে দিতে হবে। এবং যখন নিশ্চিত হবে, টাকা জায়গামত পৌঁছেছে, তখন মেয়েদেরকে মুক্তি দেবে,

কোনরকম ক্ষতি না করে।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের ডেনভারে যেতে হবে। ওখানেই হয়তো মেয়েদের রাখা হয়েছে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

মুখে বললেও নিশ্চিত হতে পারছে না ও। হয়তো এক শহরে টাকা নেয়ার জন্য বসে আছে কেউ, অন্য শহরে টেলিগ্রাফের কাছে বসে আছে আরেকজন, খবরের অপেক্ষায়।

তার মানে ডেনভার আর রাইফেল স্টকের কাছাকাছি যে-কোন শহরে ওদের রাখতে পারে। মুক্তিপণ দিলেও খারাপ কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এমনকী খুনও হতে পারে মেয়েদুটো।

একই ভাবনা চলছে অন্যদের মাথায়ও।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছে ডেযার্ট স্টর্ম। ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে ওর কোমাঞ্চি সত্তা।

ভবিষ্যদ্রষ্টা জ্ঞানী আত্মাদের কথা স্মরণ করছে ও।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবার সোলসের পিঠে চড়ল ও। একছুটে বেরিয়ে গেল রানশ হাউস ছেড়ে একটু দূরে। ভয়ঙ্কর বেগে চক্কর কাটতে লাগল কাল্পনিক একটা বৃত্তকে ঘিরে। ভয়াবহ রণহুঙ্কার ছাড়ছে থেকে-থেকে। সেই সঙ্গে ডেকে চলেছে জ্ঞানী আত্মাদের। একটানা সাহায্য প্রার্থনা করে চলেছে তাদের কাছে।

নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছে, দুই হতভাগ্য বোনকে রক্ষা করতে না পারার জন্য। ওর তীক্ষ্ণ চিৎকার একসময় করুণ বিলাপে পরিণত হলো।

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল বেন আর হ্যারি।

ডেয়ার্ট স্টর্মের আচরণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, যদিও এর সাথে একেবারে অপরিচিত নয় ওরা। জানে, নিজে না থামা পর্যন্ত ওদের কিছুই করার নেই।

ডেযার্ট স্টর্মের সাথে ওদের সম্পর্কটা এতটাই আত্মিক

boighar.com

যে, মাঝে-মাঝে ওরা মনেই রাখতে পারে না, ও বড় হয়েছে পুরোপুরি কোমাঞ্চি পরিবেশে। আর ওকে গড়ে তুলেছে মহান ইণ্ডিয়ান চিফ ব্ল্যাক ঈগল।

বাউন্টি হান্টার হওয়ার অনেক আগে থেকেই, ভয়ঙ্কর এক কোমাঞ্চি যোদ্ধা ডেযার্ট স্টর্ম। ওর নাম শুনলে সাদা মানুষরা তো বটেই, খোদ ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারাও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

যদিও ওরা ডেযার্ট স্টর্মের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু জানে এই অবস্থায় কোনভাবেই বিরক্ত করা চলবে না ওকে।

পোর্চে চলে এল ওরা। যতক্ষণ না ওর প্রার্থনা শেষ হয়, অপেক্ষা করতে হবে। নীরবে চলতে লাগল সিগার আর ড্রিংক।

ওদিকে বুকভাঙা আর্তনাদ করে চলেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

অবশেষে সদয় হলো জ্ঞানী আত্মারা।

রাত তখন দুটো। আশীর্বাদে সিক্ত হলো ডেযার্ট স্টর্ম। ধীরে-ধীরে কমতে লাগল চিৎকার। সেই সাথে সোলসের গতি। একসময় পুরোপুরি শান্ত হয়ে এল।

পোর্চে প্রবেশ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

তখনও বসে আছে হ্যারি আর বেন। সকালের বাজির কথা মনে পড়ল বেনের। তিন টুকরো বরফ দেয়া আইরিশ জ্যাকসের গ্লাসটা এগিয়ে দিল বন্ধুর দিকে।

এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রাখল স্টর্ম। এরপর চেয়ার ছাড়ল।

'ঘরে যাচ্ছি,' বলল স্টর্ম, 'ভোরের আলো ফোটার আগেই ডেনভারে রওনা হব। ওখানকার প্রতিটা ইট খুলে দেখব, যতক্ষণ না মৌসুমি বৃষ্টিদের খোঁজ পাই। এরপর ওদের উদ্ধার করে মুখোমুখি হব বেজন্মা স্যাণ্ডার্সের। খুন করব আমার পছন্দমত জায়গায়, আমার তরিকায়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রুমের দিকে হাঁটা দিল ও।

বইঘর.কম

'আমিও ওর সাথে রাইড করব,' বলল হ্যারি, 'যতক্ষণ না মেয়েদুটোকে উদ্ধার করতে পারি।'

ওদের চেয়ে বেন অনেক ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে। হ্যারির কথার প্রতিবাদ করল।

'উঁহুঁ, হ্যারি, তোমার যাওয়া চলবে না। এখানেই তোমার অনেক কাজ। মুক্তিপণের টাকা জোগাড় করতে হবে। মেয়েদুটোকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া, ওরা এমনিতেই খুব ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। ওদের মানসিকভাবে শক্ত রাখতেও তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

আমি ডেযার্ট স্টর্মের সাথে রাইড করব। কথা দিচ্ছি, আমরা দু'জনে মিলে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে আসব ওই বেজন্মা টিম স্যাণ্ডার্সকে।'

অকাট্য যুক্তি বেনের, বাধ্য হয়ে মেনে নিল হ্যারি রকফেলার।

নয়

কোন ব্যাপারেই বিকার নেই দিবাকরের। আর দশটা দিনের মতই ধীরে-ধীরে রিজটাকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দুই প্রত্যয়ী যোদ্ধা নীরবে স্যাডল পরাচ্ছে যার-যার ঘোড়ার। ডেনভারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নৈঃশব্দ্যও জমাট বেঁধেছে দু'জনকে ঘিরে।

'ড্যামিট!' চিৎকার করে উঠল বেন। চির ধরাল নীরবতায়।

boighar.com

'কী হলো, বেন?' জানতে চাইল ওর রাইডিং পার্টনার।

'টিম স্যাণ্ডার্স! এতক্ষণে চিনতে পারছি ওই বেজন্মাটাকে। ও হচ্ছে বাফেলো হেড স্যাণ্ডার্স-এর ছোট ভাই।'

'তাতে কিছুই যায়-আসে না, বেন। ও বাফেলো হেড-এর ছোট ভাই, বড় ভাই কিংবা দুলাভাই, যা-ই হোক, সেটা কোন গুরুত্ব বহন করে না আমার কাছে। মরা শুয়োরের জায়গা একটাই, ভাগাড়,' বলল স্টর্ম। 'বোনদুটোকে উদ্ধারের পর দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেব ওকে।'

শুধু খাওয়া আর রাতের বিরতি ছাড়া একটানা রাইড করল ওরা।

অবশেষে ডেনভার শহরে প্রবেশ করল দুই দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হাণ্টার।

হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে 'হুইস্কি রিভার স্যালুন'-এ ঢুকল, গলায় জমে থাকা ট্রেইলের ধুলো বিয়ার আর হুইস্কি দিয়ে ওয়াশ করার জন্য।

'বারকিপ, দুটো আইরিশ জ্যাকস, সেই সাথে বরফঠাণ্ডা বিয়ার, প্লিজ,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

বারটেণ্ডার চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল। 'আমরা এখানে কোন দো-আঁশলা ইনজুনকে সার্ভ করি না,' জবাব দিল লোকটা।

দীর্ঘ আর রুক্ষ ট্রেইলের একঘেয়েমি আর মানসিক উৎকণ্ঠায় এমনিতেই মেজাজ খিঁচড়ে আছে বেনের। মনের মধ্যে চেপে রাখা রাগ পথ খুঁজছিল কোন হারামজাদার উপর চড়াও হওয়ার জন্য। সে সুযোগটাই ওকে করে দিল বদখত বারটেণ্ডার।

চেয়ারটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দুই লাফে হাজির হলো কাউন্টারের শেষ প্রান্তে, যেখানে একটা ছেঁড়া

ন্যাকড়া দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে চকচকে একটা গ্লাসকে আরও ঝকঝকে করার প্রয়াস চালাচ্ছে বারটেণ্ডার।

বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল বেনের হাত। সজোরে চড় কষাল। পিস্তলের গুলি ফোটার মত শব্দ হলো–টাশ, ঝনঝন করে গ্লাস ভাঙার শব্দকে ছাপিয়ে গেল ভারী বস্তা পড়ার মত ধপাস শব্দ। মুহূর্তেই গুঞ্জনরত স্যালুনে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা।

একযোগে সবক'টা চোখ স্থির হলো ভূপাতিত বারটেণ্ডারের দিকে। বেন ততক্ষণে ওর .৪৫-এর ব্যারেলটা পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা বারটেণ্ডারের মুখের ভেতর। ওই অবস্থাতেই কলার ধরে দাঁড় করাল ওকে।

'ওই ভদ্রলোক, যাকে তুমি অপমান করার চেষ্টা করলে,' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল বেন, 'আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না তোমার জিভটা কেটে কাবাব বানিয়ে হুইস্কির সাথে তোমাকে খাওয়াবে, নাকি তোমার স্কাল্পটা দিয়ে ওর স্যাডলটা সাজাবে, যাতে ভবিষ্যতের বারটেণ্ডাররা সাবধান হতে পারে। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

কোন কারণ নেই বেনের অমিয় বাণী বুঝতে না পারার। কারণ ও এমনভাবে কথাগুলো বলল, যেন প্রথমবার ডেটিং-এ আসা তরুণীর সাথে কথা বলছে।

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল বারটেণ্ডার। ওর চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুঝতে পারছে, জীবন-মৃত্যুর মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে।

.৪৫-টা মুখের ভেতর থেকে বের করল বেন। এরপর ব্যারেলটা বারটেণ্ডারের পরিষ্কার পিন-স্ট্রাইপড শার্টটায় ঘষে-ঘষে পরিষ্কার করল। তারপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নিজেদের টেবিলে ফিরে এল।

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল বার্কিপ,

boighar.com

আরেকটু হলেই উপরে পৌঁছে গিয়েছিল।

ঈশ্বরকে পাওয়ার আশায় প্রতি রোববার চার্চে যায় ঠিকই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

নিজেকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলল না। ভাগ্যিস কিছুক্ষণ আগে বাথরুম থেকে ঘুরে এসেছিল, না হলে কাউন্টারটা এতক্ষণে ওয়াটার ক্রিক হয়ে যেত।

'এই রিফ্রেশমেন্ট কি আমার জন্য?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'কিছু বললে, স্টর্ম?' জানতে চাইল বেন।

কিন্তু ওর বন্ধুর চোখ ওকে ছাড়িয়ে আরও পেছনে, বারটেণ্ডারের দিকে। দুই ঠ্যাং তখনও আট মাত্রার ভূমিকম্পের মত কাঁপছে বেচারার।

'এগুলো, স্যর, স্যালুনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উপহার,' কোনমতে দুটো ফ্রস্টি বিয়ার, চকচকে দুটো গ্লাস আর পুরো এক বোতল আইরিশ জ্যাকস ওদের টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল বারটেণ্ডার।

দ্রুত কর্ক খুলে গ্লাসদুটো পূর্ণ করল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর একটা বাড়িয়ে দিল বেনের দিকে।

'বারটেণ্ডারের সুশীল সমাজে ফিরে আসা উপলক্ষে,' বলল বেন।

টোস্ট করল দুই বন্ধু।

ওদের কথা শুনে বারটেণ্ডারের চেহারা এতই বিব্রত, মনে হচ্ছে, মেয়েদের স্কুল ছুটির সময় গেটে দাঁড়িয়ে থাকা কোন কিশোর রোমিওর প্যান্ট খুলে নিয়েছে কেউ।

ড্রিংক শেষ করে বারের পেছন দিকে চলে এল ওরা।

এখানে স্বেচ্ছায় নিজেদের ওয়ালেট ন্যাংটো করার মহোৎসবে মেতেছে মাতাল জুয়াড়িরা। আর ওদের একাজে

বইঘর.কম

সহযোগিতা করার জন্য হাঁ হয়ে আছে একপাল স্বেচ্ছাসেবী।

কেউ যেন বিরক্ত করতে না পারে সেজন্য তৈরি হয়েই আছে ওরা।

নিচু করে বাঁধা হোলস্টার আর বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা অ্যামিউনিশন বেল্ট দেখে যে-কেউ ওদের চিনবে গানস্লিঙ্গার হিসেবে।

কাঙ্ক্ষিত টাইপের স্যাঙাতদের খোঁজ পেয়ে নিজের পরিকল্পনা পেশ করল বেন, 'স্টর্ম, তুমি ওদের সাথে সেঁধিয়ে যাও, খেলতে থাকো। যতক্ষণ খেলা চলবে, ওদের আলাপ থেকে হয়তো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। আমি এখানে বসে পরিস্থিতির উপর লক্ষ রাখছি। যাতে তোমার পিঠটাকে কেউ চাঁদমারি মনে না করে।'

বেনের মনে কোন দ্বিধা নেই। যে-কোন অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হলে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দিতে পারবে ও। পরে দরকার পড়লে দু'জনে মিলে ফিনিশিং টাচ দেবে।

'তোমার পরিকল্পনাটা শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু, বাছা, আমি অনেকদিন হলো তাস খেলি না। কেন শুধু-শুধু আমার মানিব্যাগটাকে খালি করার জন্য ওখানে পাঠাচ্ছ?' হাসতে-হাসতে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'তুমি হচ্ছ এ লাইনের গুরু। আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে তুমি কাজটা করতে পারবে।'

পোকার খেলায় বেনের দক্ষতা আর নিষ্ঠুরতার কথা ডেযার্ট স্টর্ম ছাড়া উপস্থিত আর কারও জানা নেই।

পেশাদার বোকা জুয়াড়িগুলো ওকে প্রথমে গোনার মধ্যেই ধরে না। যখন খেয়াল করে, ততক্ষণে প্যান্ট কোমরছাড়া হয়ে পায়ে নেমে এসেছে। অনেকে আবার একটু বেশি স্মার্ট হয়ে ওঠে, প্যান্টের বদলে হোলস্টার আঁকড়ে ধরতে চায়।

এ ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল বেন। ওদেরকে কোন সুযোগ দিতে চায় না। ফলে দ্রুত সক্রিয় হতে হয় ওকে।

শহরের আণ্ডারটেকার গজগজ করতে-করতে অতিথি

boighar.com

সৎকার করতে আসে। কয়েকটা বাছাই করা গালি দেয় মুর্দাকে। অবশ্যই মনে-মনে। জোরে দিলে মুর্দাও আঁতকে উঠতে পারে।

শেরিফ এসে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নেয়।

সবাই নিঃসন্দেহ, ব্যাপারটা ফেয়ার ফাইট ছিল।

সুতরাং শেরিফের কিছু বলার থাকে না।

'নিষ্পাপ' হয়ে বেরিয়ে আসে বেন। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে কপাল চাপড়ায় বেচারা বারটেণ্ডার।

'এবার ওদের উপর একটু রহম করো, বেন। তোমার দরকার তথ্য, ওদের মানিবেল্ট না,' বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

সম্মতি জানাল বেন। কাউণ্টারের দিকে হেঁটে গেল। আরেকটা বিয়ার গলায় ঢালল। এরপর চলল পোকার টেবিলটার দিকে।

আলাপটা যাতে মসৃণ হয়, সেজন্য আইরিশ জ্যাকসের বোতল নিল সঙ্গে।

'হ্যালো, বন্ধুরা!' টেবিলের সামনে গিয়ে বলল বেন, 'বসতে পারি?'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। যে খেলোয়াড়টি তাস বাঁটছিল, সে-ই প্রথমে কথা বলল।

'অবশ্যই, কেন নয়?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বেন।

'আমি বেন ম্যাক্সওয়েল,' নিজের পরিচয় জানাল বেন, 'অনেকদিন চর্চার মধ্যে নেই। মনে হয় ভুলেই গেছি তাস খেলা। তা, কী দরে খেলছ?'

'ন্যূনতম দুই ডলার, বাড়ানোর কোন লিমিট নেই,' বলল ওর ডান পাশে বসা খেলোয়াড়।

'ফেয়ার এনাফ,' নিজের মানিব্যাগটা বের করে বলল

বেন, 'তা, কী খেলছ তোমরা?'

'যা-তা খেলা না, স্ট্রেইট পোকার,' উত্তর দিল ওর মুখোমুখি বসা, বার্লি রঙের কার্লি চুলের খেলোয়াড়, পরবর্তী তাস বাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও।

আইরিশ জ্যাকসের কর্কটা খুলে নিজের গ্লাসটা অর্ধেক ভরে নিল বেন। এরপর বোতলটা এমনভাবে তুলে ধরল, যাতে নামটা সবার চোখে পড়ে। বিশেষ করে যারা এটা চাখার সুযোগ পেয়েছে কিংবা এর নাম শুনেছে।

'কারও কি গ্লাসের দরকার আছে?' বলল বেন।

'আরে! এ যে দেখছি আইরিশ জ্যাকস, মাদার আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছে। খুবই সেরা জিনিস,' বলল ওর বামে বসা স্যাঙাত। অমৃতের আশায় নিজের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম প্যাট্রিক ও'ফ্ল্যানারি। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

উদার হাতে প্যাট্রিকের গ্লাসটা টইটম্বুর করে দিল বেন। বলল, 'তোমার আইরিশ উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে, এমারেল্ড দ্বীপ থেকে এসেছ?'

'ঠিকই ধারণা করেছ। সত্যিকারের স্বর্গ। মাঠগুলো গাঢ় সবুজ, আর মানুষগুলো সৎ আর বিশাল হৃদয়ের। তা তোমার স্বর্গটা কোথায়, বন্ধু?' জানতে চাইল সরু চোখের আইরিশ।

বেন জবাব দেয়ার আগেই বিশাল দেহের এক খেলোয়াড় বলে উঠল, 'তোমার টাকাটা ফেলো, মিস্টার, যদি খেলতে চাও। পকেট ফুটো হলে ভেগেও যেতে পারো।'

নিজের প্রয়োজনে এখানে এসেছে বেন। সুতরাং স্যাঙাতের সাথে কোন সংঘাতে জড়াতে চাইছে না।

চকিতে একবার নিজের তাসগুলো দেখল বেন। টেবিলে দুই ডলারের সাথে আরও দশটা ডলার আলাদা করে রাখল, যাতে সবাই পরিষ্কার দেখতে পায়। 'এবার তোমার টাকাটা বের করো,' মোটা ভালুককে বলল বেন, 'অবশ্য ভেগে

boighar.com

যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে অন্য কথা।'

বাকি তিন খেলোয়াড় গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজেদের তাস পর্যবেক্ষণ করছে। কিন্তু কোন ভরসা খুঁজে না পেয়ে টেবিলে রাখল কার্ডগুলো।

'তুমি নিশ্চয়ই ব্লাফ দিচ্ছ না!' বলল ভালুক। বেন স্পষ্ট টের পাচ্ছে ওর হতাশা।

এবারের পালা আইরিশের।

'মি. বেন ওর টাকা জমা করেছে। কথা না বাড়িয়ে তোমার টাকাটাও বের করা উচিত,' বলল আইরিশ, এরপর নিজের টাকা বের করে বলল, 'এই আমার বারো ডলার।'

এবারের পালা মোটা ভালুকের।

'এই আমার চোদ্দ ডলার, সাথে অতিরিক্ত বিশ ডলার।'

জুয়ার টেবিলের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি দেখে নিজের তাসগুলো আরেকবার ভাল করে দেখল আইরিশ। এরপর টেবিলে রাখা আধ গ্লাস আইরিশ হুইস্কির দিকে তাকাল। নিখুঁতভাবে হুইস্কির শেষ ফোঁটাটাও পেটে চালান করে দিল।

আধ গ্লাস অমৃত ওকে বাস্তববাদী হতে সাহায্য করল। কিন্তু কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে বুদ্ধিমানের মত টেবিলে তাসগুলো ছুঁড়ে ফেলে ভাল মানুষের ছা হলো প্যাট্রিক।

সরু চোখে ভালুকের দিকে চাইল বেন। এরপর গা জ্বালানো একটা হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'এই আমার চব্বিশ ডলার, সাথে বিশ ডলার অতিরিক্ত।'

এতক্ষণ ধরে মাঠে রয়ে যাওয়ায় বেনের উপর চরম বিরক্ত ভালুক। সেই সাথে ওর লেজ মাড়িয়ে দেয়ার জন্য মরিয়া। ওকে ফতুর করার ব্যাপারেও আস্থাশীল। প্রয়োজনীয় চুয়াল্লিশ ডলার টেবিলে রেখে আচমকা বলল, 'শো।'

নিজের হাতের তাসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই বেনের। যথেষ্টরও বেশি ভাল তাস আছে ওর হাতে। মোটকু

শো দেয়ায় ওর হাতের তাসগুলো ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। একে-একে টেবিলের উপর চিৎ হয়ে পড়ল তাসগুলো, তিনটা টেক্কা, এক জোড়া রানী।

নিজের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল মোটকু কাউবয়।

কার্ড দেখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল চোখেমুখে, তারপর ফ্যাকাসে হলো।

নিজের মানিবেল্টের হঠাৎ এতিম হওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারল না স্যাঙাত। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলটা উল্টে ফেলল বেনের দিকে। সেই সাথে আচমকা ড্র করল।

বহু ঘাটের জল খাওয়া লোক বেন ম্যাক্সওয়েল। বহুবার এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে ওকে। এবং অত্যন্ত সুচারুভাবে তা মোকাবেলাও করেছে।

ভালুককে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে দেখে সক্রিয় হলো ও। ঝলসে উঠল ওর .৪৫। মোটকুর দু'চোখের ঠিক মাঝ বরাবর আরেকটা চোখ তৈরি করে দিল।

তৃতীয় নয়ন নিয়ে পরপারের উদ্দেশে রওনা হলো মোটকু।

বাকি স্যাঙাতরা টাকার শোকে শোকার্ত হলেও, নরক নেমে আসার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে মুখ গুঁজেছে। গোলাগুলি থামলে হামাগুড়ি দিয়ে ভেজা বেড়ালের মত বেরিয়ে গেছে স্যালুন ছেড়ে।

ফ্লোরে ছড়িয়ে থাকা রঙিন কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন, 'যাহ্, শালা, বোতলটা শুধু-শুধু নষ্ট হলো।'

নিজের টেবিলে বসে পরিস্থিতির উপর গভীর মনোযোগ রাখছিল ডেযার্ট স্টর্ম।

বেন ওর মিশন শেষে ফিরে এল টেবিলে।

মনে-মনে একটা বক্তব্য দেয়ার পরিকল্পনা করছিল ডেযার্ট স্টর্ম। মুখ খোলার আগেই ওকে নিরস্ত করল বেন।

boighar.com

'জানি, মিশনটা সফলতার সাথে শেষ করতে পারিনি। তার আগেই হাঙ্গামা বেধে গেছে,' কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল, 'একটা প্রশ্নও করতে পারিনি। মাথাটা আরও ঠাণ্ডা রাখা উচিত ছিল।'

'মন খারাপ করার কিছু নেই, বেন। তোমার জায়গায় আমি থাকলেও একই কাজ করতাম। ওই বেজন্মাদের সাথে ডিল করার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা আসলেই কঠিন,' ওর দিকে একটা ড্রিংক এগিয়ে দিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'তবে খুব বেশি ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে, তা বলা যাবে না। নিশ্চয়ই আরও লোক পাওয়া যাবে খবর সংগ্রহ করার জন্য।'

বেনও একমত। নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে।

আগুন লেগে সব পুড়ে যাবার পর আসে দমকল বাহিনী। ডাকাতি হওয়ার পর টহল জোরদার করে পুলিস। আর খুন হওয়ার পর খবর পেল ডেনভারের শেরিফ।

ওদের টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল শেরিফ।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল।

'স্যালুনের সবার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি, ওটা একটা ফেয়ার ফাইট ছিল। তারপরেও নিয়ম বলে একটা ব্যাপার আছে, জানো তো?' ওরা আদৌ জানে কি না সেটা জানার কোন আগ্রহ দেখা গেল না শেরিফের মধ্যে। আবার শুরু করল, 'তোমাদের দু'জনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

শ্রাগ করল বেন। জবাব দেয়ার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

'এই শহরে তোমাদের নতুন দেখছি,' বলল শেরিফ, 'কোন কাজে এসেছ, নাকি চলার পথে থেমেছ?'

'আমরা দু'জনেই বাউন্টি হান্টার,' জবাব দিল বেন,

'বুঝতেই পারছ আমাদের ব্যবসাটা কী? এখানে থেমেছি একটা কাঁচামালের খোঁজে। এমন কাউকে চাইছি, যে ওই কাঁচামালটার সন্ধান দিতে পারবে। এমনকী ওটার আড়তের খোঁজ দিতে পারলেও চলবে আমাদের।'

পরবর্তী প্রশ্ন করার আগে টেবিলের উপর রাখা দামি আইরিশ হুইস্কির উপর চোখ আটকে গেল আইনের। সবুজ বোতলটার দিকে তাকিয়ে ডেযার্ট স্টর্মকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবে?'

'মনে করার কিছু নেই, শেরিফ,' অনুমোদন দিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'হেল্প ইয়োরসেল্ফ।'

চেয়ারটা ঘুরিয়ে এক স্যালুন গার্লকে ডাকল শেরিফ। একটা গ্লাস চাইল।

দ্রুত একটা গ্লাস দিয়ে গেল মেয়েটা।

গ্লাসটা ভর্তি করে চুমুক দেয়ার পর স্থবির আইন আবার সচল হলো, 'তোমাদের পরিচয় জানতে চাইলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না?'

'ও জেরাল্ড মিডলটন, আর আমার নাম হচ্ছে বেন ম্যাক্সওয়েল। তুমি, শেরিফ?'

এক চুমুকে বাকি তরলটুকু চালান করে দিয়ে বলল শেরিফ, 'থর্নটন, বিল থর্নটন।' হাত বাড়িয়ে দিল শেরিফ, শেক হ্যাণ্ড করার জন্য।

'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে আবারও গতি হারিয়ে ফেলল আইন। এবার বেন পূর্ণ করে দিল গ্লাসটা।

এবার পূর্ণ গতিতে সচল হলো আইন। 'এই কাঁচামালটা কে, মিস্টার ম্যাক্সওয়েল?' জানতে চাইল শেরিফ, 'আর পাইকারটাই বা কে, যে ওকে কিনতে চাইছে?'

বেনের বদলে উত্তর দিল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমরা টিম স্যাণ্ডার্সকে খুঁজছি। আর এক্ষেত্রে হায়ার করা বা অনুমতি

boighar.com

যা-ই বলো, সেটা এসেছে রাইফেল স্টকের শেরিফ হ্যারি রকফেলারের কাছ থেকে।'

ডেযার্ট স্টর্মের শীতল কণ্ঠে বলা কথাগুলোর মর্মার্থ বুঝতে বেগ পেতে হলো না শেরিফ থর্নটনের।

'আই সি,' বলল শেরিফ। 'দুর্ধর্ষ হ্যারি রকফেলার? এক্ষেত্রে হ্যারি তো একাই একশ'। তোমাদের হায়ার করল কেন? আর ওই বেজন্মা টিম স্যাণ্ডার্সের বিরুদ্ধে কী চার্জে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করেছে ও?'

জবাব দিতে প্রথমে একটু ইতস্তত করল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর শেরিফের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মেসেজটা তোমাকে ঠিকমত বোঝাতে পারিনি, শেরিফ। হ্যারি আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে টিম স্যাণ্ডার্স। সেই সঙ্গে আমার বোনটাকেও। ওই বাস্টার্ডটা ওদের অপহরণ করেছে মুক্তিপণের আশায়, এক লাখ ডলারের মুক্তিপণ চেয়েছে বেজন্মা শুয়োরটা।'

'ওহ্, মাই গড!' খবরটা শুনে আঁতকে উঠল শেরিফ। দামি আইরিশ হুইস্কির আমেজ পগারপার হয়ে গেছে। 'হ্যারি তো তা হলে নরক নামিয়ে আনবে নিজের মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য,' কোনমতে বলল।

'হ্যারিকে কিছুই করতে হবে না, শেরিফ,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'যা করার আমরাই করব। ওদেরকে উদ্ধার করার পর প্রিচারদের কাজটা একটু সহজ করে দেব, ওকে আর কাল্পনিক নরকের ভয় দেখাতে হবে না। টিম স্যাণ্ডার্সকে পৃথিবীতেই সত্যিকারের নরক দেখিয়ে দেব।'

ওর হিমশীতল দৃষ্টিতে নরকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শিউরে উঠল শেরিফ থর্নটন।

বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল কথাটা, ওর এক সহকর্মী বলেছিল এই শীতল দৃষ্টির কথা। নিশ্চিত হতে হলে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বইঘর.কম

'মি. মিডলটন, তুমি...তুমিই কি সেই...' কথাটা শেষ করতে পারল না শেরিফ। তার আগেই জবাব দিল বেন, 'হ্যাঁ, শেরিফ, তুমি যা ভাবছ তা-ই।'

'ডেযার্ট স্টর্ম! আই সি,' বলল বিস্মিত শেরিফ। 'আমি হয়তো তোমার কাজে সাহায্য করতে পারব, মি. ডেযার্ট স্টর্ম। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তোমরা ইতিমধ্যে ডেনভারে পৌঁছে গেছ। তার মানে ট্রেইল শুঁকে-শুঁকে ওদের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছ।'

শেরিফের কথায় বেনের শিরা-উপশিরায় রক্তের চলাচল দ্রুততর হলো।

'কী বলতে চাইছ, শেরিফ?' উত্তেজনা ফুটল বেনের কণ্ঠে, 'তুমি এমন কিছু জানো, যেটা আমাদেরও জানা উচিত?'

আশপাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নিচু করল শেরিফ, যাতে শুধু ওরাই শুনতে পায়।

'আমি যা জানি, তা হচ্ছে, ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। গুজব শুনেছি উল্‌ফ ক্যানিয়ন ব্লাফের আশপাশেই ওদের হাইড আউট। কিন্তু আমার কাছে সঠিক অবস্থান যদি জানতে চাও, তা হলে বলব, জানা নেই। বেশ কয়েকবার পসি নিয়ে ওখানে ধাওয়া করেছি। ওদের টিকিটিরও সন্ধান পাইনি। প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছে।'

'তবু তো একটা হদিস পাওয়া গেল,' বলল বেন। ওর রক্ত টগবগ করে ফুটছে টিম স্যাণ্ডার্সের সম্ভাব্য আস্তানা খুঁজে পাওয়ায়।

'তুমি যে ব্লাফটার কথা বললে, সেটার অবস্থান কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বেন।

শেরিফ থর্নটন জবাব দেয়ার আগেই মুখ খুলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'ওটা এখান থেকে ঠিক উত্তর-পশ্চিমে, বেশ কয়েক মাইল দূরে। কয়েক বছর আগে, এখান থেকে ঠিক উত্তরে

boighar.com

কিছুদিন ছিলাম। যদিও ব্লাফের ভেতর দিয়ে কখনও যাইনি। তবে ওটার সঠিক অবস্থানটা জানা আছে।'

'তোমাদের সামর্থ্যের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, মি. স্টর্ম। তারপরও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে একটা উপদেশ দেয়া উচিত বলে মনে করছি। ওই এলাকাটা মেক্সিকান দুর্বৃত্তদের নিরাপদ আস্তানা। ওই হারামজাদারা এক-একটা টিম স্যাণ্ডার্সের চেয়ে কম যায় না। সুতরাং একটু সাবধানে থেকো,' বলল শেরিফ।

এই সংবাদ ডেযার্ট স্টর্মের মধ্যে কোন বিকার ঘটাল না। তবে কৌতূহলী বেন স্যাণ্ডার্সের স্যাঙাতদের সংখ্যা জানতে চাইল শেরিফের কাছে।

'যতদূর জানি সংখ্যাটা দশ। কিছু বেশিও হতে পারে। কখনও গোনার সুযোগ পাইনি,' বলল শেরিফ। সাথে যোগ করল, 'আমার কাছে কিছু লোক আছে, যারা টিম স্যাণ্ডার্সকে ধরতে এক পায়ে খাড়া। তোমরা চাইলে, ওদেরকে খবর দিতে পারি।'

ওরা শেরিফকে ধন্যবাদ জানাল তথ্যের জন্য। তবে সরাসরি সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে কোন কথা দিল না। চেয়ার ছাড়ল শেরিফ।

প্রস্থান করার আগে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে আইরিশ জ্যাকসের বোতলটা শেরিফকে উপহার দিল ওরা।

অর্ধেক ভর্তি আছে দেখে নিয়ে বোতলটা বগলদাবা করে বিদায় নিল শেরিফ।

রাতটা শহরে থেকে ভোরের প্রথম আলোয় রওনা দেয়ার কথা ব্যক্ত করল বেন। তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে, সমর্থনের আশায়। অচেনা ট্রেইলের কথা ভেবে, বেনের সাথে একমত হলো ও।

ঘোড়াকে লিভারি স্টেবলে রেখে, দু'জনে এগোল দ্য ব্র্যাণ্ডিং আয়রন রেস্তোরাঁর দিকে, পেটপুজো করার জন্য।

ট্রেইলে চলার এ-ক'দিন শুকনো জার্কি ছাড়া আর কিছু জোটেনি ওদের।

চমৎকার গরম খাবার। রসাল স্টেক আর সুস্বাদু অ্যাপল পাই দিয়ে পেটপুজো সেরে কফি আর সিগারের যুগলবন্দি শুরু করল বেন।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে রাতের জন্য একটা আশ্রয় খুঁজতে বেরোল ওরা। এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ট্রেইলে ছোটার জন্য উদ্‌গ্রীব ও।

কিন্তু এই নিকষ কালো আঁধারে খানা-খন্দক আর দুর্বৃত্তপূর্ণ ট্রেইলে চলা নিতান্তই বোকামি। তাই বেনের পিছু-পিছু চলছে আরামদায়ক বিছানার খোঁজে।

শয়তানদের হাতে বন্দি বোনদুটো না জানি কী বিপদের মধ্যে আছে। ব্যাপারটা ডেযার্ট স্টর্ম কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল ও, কিছুতেই ঘুম এল না। ওর সাথে জেগে থাকল ওর হৃদয়, প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে। সারা রাত ওকে সঙ্গ দিয়ে গেল।

দশ

মরু-দিগন্তে ঊষার পূর্বাভাস।

ধীরে-ধীরে আলোকিত হচ্ছে প্রকৃতি।

নির্জীব শহরে একটু-একটু করে প্রাণের সাড়া মিলছে। হোটেল-রেস্তোরাঁর কাপ-প্লেটের টুংটাং শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে, শুরু হচ্ছে আরও একটা নতুন দিন।

boighar.com

পোশাক পরে তৈরি হলো দুই বাউন্টি হান্টার। মিশনের জন্য প্রস্তুত। জানে, ট্রেইলে যে-কোন সময় মেক্সিকান আউট-লদের অ্যামবুশের শিকার হতে পারে, সেজন্য নিজেদের ভারী রণসজ্জায় সজ্জিত করেছে। প্রতিটি অস্ত্রের চেম্বার রিলোড করে নিয়েছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে লিভারি স্টেবলের দিকে চলল ওরা। মনিবদের দেখে হ্রেষা দিয়ে স্বাগত জানাল বিস্কিট আর সোলস।

'তোমার পাওনা কত হয়েছে, ম্যান?' বিস্কিটকে স্টল থেকে বের করে বলল বেন।

'দুই বিট, প্রতিটার জন্য,' জানাল হসল্যার।

পাওনা মিটিয়ে বেরিয়ে এল বেন। ততক্ষণে সোলসের পিঠে সওয়ার হয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম। 'তা হলে চলো, পার্টনার, রওনা হই,' প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যাঁ, চলো যাওয়া যাক,' বলল বেন।

এগিয়ে চলেছে দুই বাউন্টি হান্টার।

দু'জনের মাথায়ই চলছে একই ভাবনা, সামনের অনিশ্চিত আর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির। পরিষ্কার জানে, আর বেশি দেরি নেই রক্তের হোলি খেলা শুরু হতে। তবে ওরা চাইছে, ব্লাফে পৌঁছানোর আগে যেন কোন উটকো ঝামেলার মুখোমুখি হতে না হয়।

সেই সাথে চিন্তা করছে দুর্বৃত্তদের কথা, যারা ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টিকে অপহরণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ডেযার্ট স্টর্মের হৃদয়ে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। বেনও এ ভাবনা থেকে দূরে নেই।

উল্‌ফ ক্যানিয়ন আর ওদের মাঝে মাইল পাঁচেকের বিরান ভূমি। বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক আর সেজ ঝোপ মাড়িয়ে পৌঁছতে হবে ব্লাফে।

বইঘর.কম

মাথার উপর সমানে আগুন ঢেলে চলেছে সূর্য।

নীরবে পথ চলছে দুই বাউন্টি হান্টার। গতির কোন হেরফের না ঘটিয়ে সমান তালে চলেছে ক্যানিয়নের গোলকধাঁধাকে লক্ষ্য করে।

নীরবে চলতে থাকা বন্ধুর দিকে চাইল বেন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পথে যদি মেক্সিকান আউট-লদের অ্যামবুশের শিকার হই, সেক্ষেত্রে ওদের বিরুদ্ধে কী রকম ব্যবস্থা নেব?'

বেনের কথা শুনে ওর দিকে তাকাল না স্টর্ম। আগের মতই সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অমোঘ নিয়তির মত উচ্চারণ করল, 'কিল দেম অল।'

কী উত্তর হবে আগেই জানা ছিল বেনের, প্রশ্ন করে আরেকবার নিশ্চিত হয়ে নিল। বন্ধুর কথায় নড করল।

পথের আর বেশি বাকি নেই। বিরান মরুভূমি একটু-একটু করে উঁচু হচ্ছে। শুরু হয়েছে চোখা পাথরসারির রাজ্য।

চারপাশটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ডেযার্ট স্টর্ম। আর এ কারণেই সামান্য নড়াচড়াটা ওর চোখেই আগে ধরা পড়ল।

'আমি যা দেখেছি, তোমার চোখে তা পড়েছে, বেন?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমি ওটার উপর চোখ রাখছি,' বলে স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টারটা বের করল বেন, সতর্ক। যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ তৈরি।

একই সময়ে চামড়ার বিছানায় শোয়া লম্বা ব্যারেলের রাইফেলটা উঠে এল ডেযার্ট স্টর্মের হাতে।

আড়াআড়ি তাক করল রাইফেলটা। চেয়ে আছে অবশ্যম্ভাবী বিপদটার দিকে, পাহাড়ের ছায়ায়।

'এখনও রেঞ্জের বাইরে,' রাইফেলটা জায়গা মত রেখে দিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। বেনও ওর উইনচেস্টারটা স্ক্যাবার্ডে রেখে দিল।

আবার চলা শুরু করল।

boighar.com

সোলসের লাগাম টানল ডেযার্ট স্টর্ম, তা না হলে মুখোমুখি ধাক্কা লাগত পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দলটার সাথে।

আনুমানিক পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে দলটা। হাতে সিক্সগান। মাথায় সমব্রেরো একটু নিচু করে রাখা। ফলে, ভালমত চেহারা বোঝার কোন উপায় নেই।

ডেযার্ট স্টর্ম খুব সাবধানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। বাকস্কিনের সামনে আটকানো .৪৫-টার বাঁধন আলগা করল, যাতে মুহূর্তের নোটিশে ড্র করতে পারে।

কারণ ও জানে অনিবার্য সংঘর্ষটা আর মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে।

'আমরা তোমাদের ঘোড়াগুলো নেব, সিনর,' বলল মাঝের নেতা গোছের এক দুর্বৃত্ত। সামনের কয়েকটা দাঁত রূপা দিয়ে বাঁধানো। ইচ্ছে করেই দাঁত খিঁচিয়ে সেগুলো দেখতে দিচ্ছে।

'তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না, অ্যামিগো। আমার হসল্যারই আমার ঘোড়াগুলোর ভাল যত্ন নেয়। তোমার ওই নোংরা দাঁতওয়ালা চেহারা দেখলে ঘোড়াটা বিগড়ে যেতে পারে। সুতরাং তোমাদেরকে চাকরিটা দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। তারপরও যদি তোমাদের সুমতি না হয়, তা হলে কয়োটিদের খাবার হতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।' কথাগুলো বলে থামল ডেযার্ট স্টর্ম। শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দলনেতার দিকে।

দীর্ঘদিন যারা ডেযার্ট স্টর্মের সাথে রাইড করেছে তারা ওর জিভের ধার সম্বন্ধে জানে। যখন এই ভাষায় কথা বলে ও, ধরে নিতে হবে প্রতিপক্ষের কপালে শনি ভর করেছে।

আসন্ন ফাইটের জন্য প্রস্তুত হলো বেন।

ডেযার্ট স্টর্মকে ওর অবস্থান পরিষ্কার করতে বলে উঠল,

'তোমার কথায় খুব আমোদ পেলাম, স্টর্ম। এই নোংরা শুয়োরগুলো মনে হয় বুঝতে পারেনি, তুমি ওদের অপমান করছ, সেই সাথে হুমকিও দিয়েছ।'

'আবারও জিজ্ঞেস করছি, সিনর। ঘোড়াগুলো কি নিজের ইচ্ছেয় দেবে, না জোর করতে হবে?' একঘেয়ে সুরে বলল রূপালী দাঁতওয়ালা।

ঘোড়াচোরদের পরবর্তী করণীয় নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ডেযার্ট স্টর্মের। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ওরা 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'-এর বদলে আগে তেল মেখে পরে কড়ি ফেলার নীতিতে বিশ্বাসী।

একই সাথে সক্রিয় হলো দুই দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হান্টার। ঝলসে উঠল ওদের হাত। সেখানে শোভা পাচ্ছে এতক্ষণ হোলস্টারে ক্যাম্প করে থাকা ধাতব যমদূত, গর্জে উঠল তিন দুর্বৃত্তকে লক্ষ্য করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাথুরে মেঝেতে বোঝার মত ধপ করে পড়ল ওরা।

ওদের চোখগুলো তাকিয়ে আছে অসীম শূন্যের পানে, যদিও কিছুই দেখছে না।

ঘোড়ায় চড়ে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। সতর্কভাবে একটুও ঢিলেমি না দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এত সতর্ক থেকেও কোন লাভ হলো না।

ডেযার্ট স্টর্মের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল গুলিটা। শব্দ শুনে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিল ও। একই সাথে শব্দের উৎস আন্দাজ করে সিক্সগান ড্র করল।

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য গুহার একটাতে আশ্রয় নিল ওরা।

'কোথা থেকে গুলিটা এসেছে, দেখেছ?' জানতে চাইল বেন। কথা বলার ফাঁকে পিস্তলটা রিলোড করে নিচ্ছে।

'না, আমি কাউকে দেখতে পাইনি,' একই কাজে ব্যস্ত

boighar.com

ডেযার্ট স্টর্ম উত্তর দিল।

'আমি ওই হতভাগার অবস্থান বের করার চেষ্টা করছি,' উইনচেস্টারটার মাথায় নিজের হ্যাটটা আটকে বলল বেন, 'তুমিও খেয়াল করো।'

পুরানো কৌশল, কিন্তু এখনও যথেষ্ট কার্যকর।

হ্যাটটা একটু-একটু করে উপরে তুলতে লাগল বেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, কেউ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, ছুটে এল বুলেট, হ্যাট লক্ষ্য করে। আঘাত করল ওদের কয়েক গজ সামনে। পাথরে বাধা পেয়ে আরেক দিকে ছুটে গেল।

ততক্ষণে অ্যামবুশকারীর অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে ওদের কাছে। পিস্তল হোলস্টারে রেখে, ওর প্রিয় লম্বা ব্যারেলের রাইফেলটা টেনে নিল স্টর্ম। তাক করল দুই পাহাড়শৃঙ্গের মাঝের ঘন ছায়ায়। টেনে দিল ট্রিগার। একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল, সেই সঙ্গে কে জানি লাফিয়ে উঠল আড়াল ছেড়ে।

এবার মুভিং টার্গেটে আঘাত করল বেনের উইনচেস্টার। নরকের টিকেট ধরিয়ে দিল আততায়ীকে।

'নাইস শুটিং, বেন,' বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ধন্যবাদ, স্টর্ম। আমি তো দৃশ্যমান টার্গেটে গুলি চালালাম, কিন্তু তুমি তো অদৃশ্য টার্গেটকে পেড়ে ফেললে,' ডেযার্ট স্টর্মের অবদানকে স্বীকৃতি দিল বেন, 'আচ্ছা, স্টর্ম, আর কেউ কি থাকতে পারে?'

'থাকলেও পরোয়া করি না। আমি আর এখানে আটকা পড়ে থাকতে রাজি নই,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'এখান থেকে বেরোবার বিকল্প একটা পথ বের করতে হবে।'

হামাগুড়ি দিয়ে অস্থায়ী পাথুরে শেল্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শিসের শব্দ পেয়ে ছুটে এল বিস্কিট আর সোলস।

প্রকৃতির আক্রমণে ক্ষয়ে যাওয়া ক্লিফ আর রাজসিক বোল্ডার পাথুরে টাওয়ারের মত ওদের চারদিকে ছড়িয়ে

আছে। ওরা নিশ্চিত, আশপাশে কোথাও রয়েছে মেক্সিকান আউট-লরা। কিন্তু ওদের লক্ষ্য করে আর কোন বুলেট ছুটে এল না।

এগারো

সরু ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। একটু এগোনোর পরই চোখে পড়ল ঝরনাটা। সরু ঝরনাটা তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে বোল্ডার সারির মাঝ দিয়ে। চলার পথে সঙ্গী হিসেবে জুটিয়ে নিয়েছে ছোট-ছোট নুড়ি আর প্রিকলি ঝোপের ডালপালা। ছোট পাথরগুলো পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ তুলছে, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে উদ্বাস্তু হওয়ায়।

চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছার আগে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য ঝরনার পাশে থামার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। সেই সাথে নিজেরাও ক্যান্টিন বের করে জলপান করতে লাগল।

'হেই, বেন!' নিজের ক্যান্টিনটার মুখ আটকে নিচু স্বরে ডাকল ডেযার্ট স্টর্ম, তাকিয়ে আছে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক আড়ালটার দিকে।

ডেযার্ট স্টর্মের গলার জরুরিভাব টের পেয়ে ওর দিকে ফিরল বেন, তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের নির্দেশিত জায়গাটার দিকে।

একটা ব্যবহৃত ট্রেইলের চিহ্ন। শ্যাওলায় ছাওয়া একটা বোল্ডার আর ঝুলে থাকা ক্লিফের আড়ালে হারিয়ে গেছে, ঢাকা পড়েছে প্রবেশ পথটা। এমনভাবে ঢাকা পড়েছে, জানা না

boighar.com

থাকলে পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করলেও কারও চোখে পড়বে না।

'কী ওটা?' একই রকম ফিসফিস করে জানতে চাইল বেন।

'চলো, ভাল করে খুঁজে দেখি।' কথা শেষ করে সোলসের পিঠে চাপল ডেযার্ট স্টর্ম। নীরবে ওকে অনুসরণ করল বেন।

ঝরনাটা পেরিয়ে, আড়ালে থাকা ট্রেইলের প্রবেশমুখে এল ওরা। সরু প্রবেশমুখ ফুট বিশেক পরেই মিলিত হয়েছে চওড়া একটা উপত্যকায়।

বুঝতে পারছে ক্যানিয়নের পেছন দিকটায় পৌঁছে গেছে ওরা।

বোল্ডারের গাঢ় ছায়ায় প্রায় ঢাকা পড়া কাঠের বাড়িটাও দূর থেকে চোখে পড়ল।

'বেন, আমরা সম্ভবত আউট-লদের হাইড আউটে পৌঁছে গেছি,' বলল স্টর্ম।

সোলসকে ধীরে-ধীরে পিছিয়ে আনছে, একই সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে ঘোড়াটার সাথে, যাতে কোন শব্দ না করে।

বিস্কিটকেও একই দীক্ষা দিচ্ছে বেন।

একটা বড় বোল্ডারের পেছনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। হাইড আউট থেকে কেউ চোখ রাখলেও এখন আর ওদের দেখতে পাবে না।

নিজেদের অস্ত্রগুলো পুনরায় চেক করে দিল ওরা। যাতে লড়াইয়ের সময় অস্ত্রের কোন চেম্বার খালি না থাকে।

'আমার মতে এখনই রাইড করা উচিত,' নিজের সিক্সগানটা চেক করে বলল বেন, 'চোখের সামনে যা-ই নড়বে ধুলোয় মিশিয়ে দেব।'

বেনের এই ভয়াবহ মরণকামড়ের সাথে পরিচিত ডেযার্ট স্টর্ম। অন্য সময় হলে ওরও আপত্তি থাকত না। কিন্তু এবার

দ্রুত নিরস্ত করল বেনকে।

'ওখানে আমার বোনদুটোও থাকতে পারে, ভুলে গেলে?'

'সরি, স্টর্ম, আমি আসলে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি যে, স্বাভাবিকভাবে চিন্তাও করতে পারছি না,' নিজের ভুল স্বীকার করে নিল বেন। 'তা হলে কীভাবে কাজটা করতে চাচ্ছ?' জানতে চাইল।

'ভাবছি, পথহারা পথিকের মত ওদের সামনে গিয়ে হাজির হব। বুঝতে চেষ্টা করব, ক'জনকে মোকাবেলা করতে হবে। সেই সাথে জানব মৌসুমি বৃষ্টি আর ক্যারোলিনা ওখানে আছে কি না। যদি থাকে, তা হলে একজন ওদের নিরাপদে সরিয়ে নেবে। অন্যজন তোমার প্ল্যান অনুসারে কাজ করবে।

'আর যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে একজনকে অন্তত জ্যান্ত ধরতে হবে, যাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।'

'চমৎকার পরিকল্পনা,' একমত হলো বেন।

ঘোড়ায় চাপল ওরা। সাবধানে পিছিয়ে এল, যাতে মঞ্চে ওঠার আগেই নাটকের কাহিনি জেনে না যায় হাইড আউটের কোন হারামজাদা।

গলা চড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হাইড আউটের দিকে এগোল দুই পথহারা পথিক।

'হ্যালো, বাড়িতে কেউ আছ?' চিৎকার করে বলল বেন। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, এই বুঝি ছুটে এল রাইফেলের গুলি, ওদের নাটকের যবনিকাপাত করতে।

ওদের আশঙ্কাই সত্যি হলো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আড়াল থেকে ছুটে এল, তবে রাইফেলের গুলি না, বারোগেজি শটগান হাতে এক আউট-ল।

লম্বায় ছ'ফুট হলেও পাশটা মাপতে ইঞ্চিতে হিসেব করতে হবে, ভাবল বেন। ভয়ঙ্কর শটগানটা ওদের পেট

boighar.com

বরাবর তাক করে রেখেছে।

'হাই, স্ট্রেঞ্জার্স, তোমাদের কী খেদমত করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল।

'আমরা আসলে পথিক। যাচ্ছিলাম ডেনভারে,' বলল বেন, 'পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।'

'স্যাম মনে হয় তোমাদের ঢুকতে দেখেনি। দেখলে সঠিক পথ দেখিয়ে দিত,' বলল তালগাছ। 'একটু নিরিবিলিতে যে থাকব, তারও উপায় নেই। এখন থেকে গেটের সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগাতে হবে দেখছি, যাতে রাইডাররা ভুল করে প্রাইভেট প্রপার্টিতে ঢুকে পড়তে না পারে।'

'বলে কী এই হারামজাদা! এ তো দেখছি আমাদের চেয়েও বড় অভিনেতা,' ভাবল বেন।

একই সময় স্যাম প্রবেশমুখে না থাকায় জ্ঞানী আত্মাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল ডেযার্ট স্টর্ম।

ওদের কারোরই জানা নেই ক্যানিয়নে ঢোকার মুখেই দুটো রাইফেল দিয়ে স্যামকে পেড়ে ফেলেছে ওরা।

ও এখন নরকে বসে পিণ্ডি চটকাচ্ছে ওদের।

কিছুটা দ্বিধান্বিত মনে হলেও ওদেরকে পথহারা পথিক হিসেবে প্রায় মেনে নিয়েছে তালগাছ।

'এখান থেকে পিছিয়ে পাথরের প্রবেশমুখ থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর বাঁ পাশ ঘেঁষে ঘণ্টা চারেক রাইড করলেই ডেনভার পৌঁছে যাবে,' পথের দিশা দিল ওদেরকে তালগাছ।

ডেযার্ট স্টর্ম কোন কথা না বলে চারদিকে নজর রাখছে, হুট করে যাতে কেউ ওদের সাজানো মঞ্চে ঢুকে পড়তে না পারে।

'চার ঘণ্টা!' হতাশা প্রকাশ করল বেন। একইসাথে কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে বিস্কিটের মুখ ঘোরাল ঢ্যাঙার দিকে। ইচ্ছে আরও নিকটে আসা।

'ততক্ষণে তো আমার পিছনে লেজ গজিয়ে যাবে,' কথা বলতে-বলতে আরেকটু নিকটবর্তী হলো বেন। 'কয়েকটা সিলভার ডলারের বিনিময়ে আমাদের একটু হুইস্কি খাওয়াবে, ম্যান? কথা দিচ্ছি ভাল রকম পে করব।

আউট-লর চোখেমুখে স্বাভাবিক সতর্কতার বদলে লোভের ছাপ ফুটল। 'নিশ্চয়ই পারি,' বলল আউট-ল। 'কিন্তু সেজন্য বেশ চড়া দাম দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, আমরা শহর থেকে অনেক দূরে থাকি। জোগাড় করাটা বেশ কষ্টকর।'

'কোন সমস্যা নেই, ফ্রেণ্ড, বিষয়টা আমরা বিবেচনায় রাখব,' বলল বেন।

ঘোড়া থেকে নামল দুই পিপাসার্ত পথভোলা।

তালগাছের পিছু-পিছু ওরাও প্রবেশ করল শ্যাকের ভেতরে।

শ্যাকের ভেতর দেখা মিলল শয়তানের আরও দুই দোসরের সাথে। টেবিলে বসে সস্তা মদ গেলার পাশাপাশি সমানে তাস পিটিয়ে চলেছে। ওদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। জানে না, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হতে যাচ্ছে ওদের মায়ার খেলা।

ঢ্যাঙা তালগাছ কাপবোর্ডের সামনে গিয়ে হুইস্কির একটা বোতল বের করল। এরপর বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরল, দুই আগন্তুককে দেয়ার জন্য।

ঘুরতেই চোখে পড়ল বেনের হাতে ধরা .৪৫ পিস্তলটা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওর বুক বরাবর।

বেনের মুভমেণ্ট বুঝতে পেরে ডেযার্ট স্টর্মও সক্রিয় হলো। নিজের পিস্তলদুটো বের করে তাক করল টেবিলে বসা দুই খেলোয়াড়ের দিকে।

মদটা সস্তা হলেও, নেশাটা বেশ রাজকীয় হয়েছিল দুই খেলোয়াড়ের। ডেযার্ট স্টর্মের পিস্তল দেখেও হুঁশ ফিরতে

boighar.com

দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে পুরো শ্যাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে ওরা।

'আমরা টিম স্যাণ্ডার্সকে খুঁজছি,' বলল বেন। 'সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি বলবে, ততই তোমাদের জন্য মঙ্গল। ধানাই-পানাই না করে বলে ফেলো, টিম কোথায়, আর ওই জিম্মি দু'জন কোথায়?'

কথা বলল টেবিলে বসা আউট-লদের একজন।

তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'ধারণা করছি ওই নোংরা স্কুঅ-টা তোমার,' ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকিয়ে বলল দুর্বৃত্ত, 'আর ছোটখাট ব্লণ্ডটা তোমার বন্ধুর।'

এমনিতেই তেতে আছে ডেযার্ট স্টর্ম। রাগ ঝাড়ার মত নতুন কোন হারামজাদা খুঁজে পাচ্ছিল না। মৌসুমি বৃষ্টিকে স্কুঅ বলায় ওর কুখ্যাত পৈশাচিক রাগ বিস্ফোরিত হলো আউট-লর উপর। আক্ষরিক অর্থেই ওর উপর সিক্সগান খালি করল। এরপর বাউই ছুরিটা বের করে ঝুঁকল লোকটার উপরে। মাথার চুল মুঠো করে ধরে খুলির চামড়াটা তুলে আনল, রক্তাক্ত ট্রফিটা গুঁজে রেখে দিল বেল্টের মধ্যে।

স্যালুনের আড্ডায় কিংবা জুয়ার টেবিলে রসিয়ে-রসিয়ে বলা স্কাল্প হাণ্টিং-এর বহু গল্প শুনেছে অবশিষ্ট দুই আউট-ল। কিন্তু চোখের সামনে রোমহর্ষক ঘটনাটা দেখে প্যাণ্ট ভেজানোর উপক্রম হলো ওদের।

'ওই লেডিদের সম্পর্কে তোমার বন্ধুর মত কিছু বলতে চাও?' টেবিলে বসা আউট-লর দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

ওর উপর মরুঝড় আছর করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কলিজা লাফিয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল দুর্বৃত্তের।

'না...না...স্যর, ' হড়বড় করে বলল দুর্বৃত্ত, 'টিম আর ওর দলবল গতকাল ট্রেনে করে ওকলাহোমা সিটিতে চলে গেছে। সাথে করে তোমার সম্মানিত বোন আর অন্য

মহামান্য লেডিকেও নিয়ে গেছে। ওখানে টিমের এক বোন থাকে।'

'টিম মুক্তিপণের টাকা পেয়ে যাওয়ার পরও ওই লেডিদের ছেড়ে দিল না কেন?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'ওদেরকে বলতে শুনেছি, ওই লেডিদের আটকে রেখেছে বীমা হিসেবে। এর বাইরে আমি আর কিছু জানি না, স্যর।'

'স্যাণ্ডার্সের যে বোনের কথা বললে তার বাড়ি কোথায়?' এবার জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমি কখনও ওখানে যাইনি। শুনেছি শহরে ও একটা পতিতালয় চালায়। ওর নাম মেডিলিন ফক্স।'

'স্যাণ্ডার্সের সাথে ক'জন আছে?' আবার জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'টিম সহ পাঁচজন। গালকাটা মার্টিন, লম্বাচুলো রাসেল, মাগুরমুখো রেক্স ফার্গুসন আর দাঁতভাঙা ডনোভান লি।'

'এবার ওদের চেহারার বিস্তারিত বর্ণনা দাও। কিছু যেন বাদ না যায়,' আদেশ দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

পাঁচ আউট-লর মাথা-বুক-পেট-পাছায় যত রকম টুটা-ফাটা চিহ্ন দেখেছে, তার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিল ওরা ডেযার্ট স্টর্মের কাছে।

দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হাণ্টার ডেযার্ট স্টর্ম, মানুষের নিখুঁত বর্ণনা শুনে ধাওয়া করতে অভ্যস্ত। আউট-লর বর্ণনা শুনে নিশ্চিত হলো, আর কিছু জানার নেই এদের কাছ থেকে। তারপরও পার্টনারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো, বেন।'

মাথা নাড়ল বেন।

ডেযার্ট স্টর্মের মত ও নিজেও আউট-লর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় সন্তুষ্ট। আর কিছু জানানোর নেই এদের। সুতরাং দুটো .৪৫-ই আগুন ঝরাল।

দুই আউট-ল রওনা হলো সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা করার

boighar.com

জন্য।

লাশ তিনটা টেনে শ্যাকের বাইরে নিয়ে এল ওরা। এরপর স্টেবলে বাঁধা তিনটে ঘোড়া নিয়ে এসে তার উপর ছুঁড়ে দিল লাশগুলো।

'শহরে গেলে খবর পাওয়া যাবে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'মেয়েরা যদি ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে হ্যারি আমাদের মেসেজ দেবে। আর যদি না আসে, সেক্ষেত্রেও কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর রওনা দেব ওকলাহোমার উদ্দেশে।'

'আমিও তোমার সাথে একমত,' বলল বেন।

নিজের সিলভার ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে। ওটা হাতে নিয়ে আইরিশ হুইস্কিতে চুমুক দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

চলতে শুরু করল দুই বাউন্টি হান্টার ডেনভারের উদ্দেশে।

বারো

এদিকে ডাবল আর রানশের অবস্থাও তথৈবচ। কিডন্যাপের দিন থেকে ঘরময় পায়চারি করছে হ্যারি রকফেলার।

হাতে লোডেড পিস্তল।

উত্তেজনায় ভুলেই গেছে ওটা হাতে নিয়ে ঘরে দাপাদাপি করে মেয়েদের উদ্ধার করা যাবে না। সাথে চলেছে পেগের পর পেগ আইরিশ জ্যাকস। কিন্তু শান্ত হওয়ার বদলে রাগ আর উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়ছে হ্যারির।

চিৎকার-চেঁচামেচি করে পুরো বাড়ি মাথায় তুলেছে। সুশীল আর সজ্জন হিসেবে পরিচিত হ্যারির সাথে এ হ্যারিকে কোনভাবেই মেলানো যাচ্ছে না। তটস্থ চাকর-বাকররা ভয়ে দূরে-দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারতপক্ষে হ্যারির সামনে পড়তে চাইছে না কেউ।

অস্থিরভাবে ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টির সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষা করছে ও। কিছুক্ষণ পর-পর ব্যালকনিতে গিয়ে দিগন্তের উপর থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে আসছে।

আজ চারদিন হলো ওদের অপহরণ করা হয়েছে।

মুক্তিপণের টাকা ইতোমধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। টাকা পেয়ে সাথে-সাথে ওদের ছেড়ে দিলে আজই ওদের ফিরে আসার কথা। বেশি হলে আগামীকাল সকাল। কিন্তু আশঙ্কামুক্ত হতে পারছে না হ্যারি। ওর মন কেবলই কু গাইছে। যদি টাকা পেয়েও মেয়েদের মুক্তি না দেয়? অথবা পূর্বশত্রুতার জের ধরে ওদের খুন করে ফেলে?

আর ভাবতে পারছে না হ্যারি।

আবারও এগোল লিকার ক্যাবিনেটের সামনে। আরেক পেগ হুইস্কি না হলে আর চলছে না।

তেরো

সারাদিন পরিশ্রম করে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সূর্যটা। রাতের মত বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটু-একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়সারির আড়ালে। ঠিক এই সময়ে শহরের উপকণ্ঠে

boighar.com

পৌঁছল দুই বাউন্টি হান্টার।

কোথাও না থেমে সরাসরি হাজির হলো টেলিগ্রাফ অফিসে।

ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত ঢুকে পড়ল অফিসের ভেতরে।

রোগা-পটকা টেলিগ্রাফ এজেন্ট একটা মেসেজ রিসিভ করায় ব্যস্ত ছিল। কাজটা শেষ করে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকাল। মনোযোগ দিয়ে দেখল ওর লম্বা চুল আর বাকস্কিনের পোশাক। এরপর আবার তাকাল হাতে ধরা কাগজটার দিকে। মনে-মনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে শেষে মুখ খোলার সিদ্ধান্ত নিল।

'তোমার নাম ডেযার্ট স্টর্ম, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল তালপাতার সেপাই।

উত্তরে নড করল ডেযার্ট স্টর্ম।

বিনা বাক্য ব্যয়ে হাতে ধরা মেসেজটা ওকে দিল এজেন্ট।

মেসেজটা হাতে নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

হ্যারির টেলিগ্রাম। মেয়েদের কোন সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠার কথা জানিয়েছে। পড়া শেষ করে বেনকে দিল কাগজটা। একই সাথে এজেন্টকে বলল হ্যারিকে একটা ফিরতি মেসেজ পাঠাতে, 'ওকলাহোমায় যাচ্ছি। স্যাণ্ডার্স আর মেয়েরা আছে ওখানে। পৌঁছে খবর জানাব।'

টেলিগ্রামের বিল পরিশোধ করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা, চলল শেরিফ অফিসের উদ্দেশে, বাউন্টি মানি সংগ্রহ করতে।

ডেপুটি শেরিফ দ্রুততম সময়ের রেকর্ড করে ওদেরকে রিওয়ার্ড মানি বুঝিয়ে দিল।

ওদের পরবর্তী গন্তব্য স্যালুন।

উদ্দেশ্য, উদ্বেগকে হুইস্কি দিয়ে ডুবিয়ে দেয়া। সেই সাথে ওকলাহোমা রওনা হওয়ার আগে নিজেদের একটু রিচার্জ করে

নেয়া।

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। সরাসরি বার কাউন্টারে এসে থামল। ওদেরকে চিনতে পেরে সেবা করার জন্য ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠল বারটেণ্ডার। গতকালের অভিজ্ঞতাটা এখনও অমলিন। না বলতেই ঠাণ্ডা বিয়ার, আইরিশ জ্যাকস আর ঝাঁ-চকচকে দুটো গ্লাস দিয়ে কাউন্টার সাজিয়ে ফেলল।

দু'জনে ভাগাভাগি করে বোতল-গেলাস নিয়ে টেবিলে বসার জন্য ঘুরল।

এই সুযোগে নিজের চেহারায় একবার হাত বুলিয়ে নিল বারকিপ। মুখের ভেতর কোন পিস্তলের নল ঢুকে নেই নিশ্চিত হয়ে আবার কাজে মন দিল।

হঠাৎই কৌতূহলোদ্দীপক কিছু শব্দ কানে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল বেন।

ওকে তাড়া দিল ডেযার্ট স্টর্ম, 'কী হলো, বেন, থামলে কেন? চলো, একটা টেবিল খুঁজে নিয়ে বসে পড়ি।'

'তুমি এগোও, ফ্রেণ্ড। আমি এখনই আসছি,' বলল বেন। কানদুটো খাড়া করে রেখেছে।

নিজেদের সাম্প্রতিক নষ্টামির ফিরিস্তি খুলে বসেছে দুই বদমাশ। অশ্লীল হাসির সাথে গর্ব করে বলে চলেছে ওদের ভেতরকার খবর।

'ওই ব্লণ্ডটার কথা আর কী বলব,' বলল একজন, 'সাইজে ছোটখাট হলে কী হবে, প্রচণ্ড শক্তি ধরে।'

'একদম ঠিক বলেছ,' দ্বিতীয়জন একাত্মতা ঘোষণা করল প্রথমজনের সাথে। 'আর ওই বাদামি স্কুঅ-টা তো গ্রিজলি ভালুকের মত লড়ছিল আমার সাথে। আরেকটু হলে আমার চোখ গেলে দিচ্ছিল।'

আর শোনার রুচি হলো না ওর। দ্রুত ডেযার্ট স্টর্মের টেবিলে এসে বসল। ঠাণ্ডা বিয়ারটা ঢকঢক করে গিলে

boighar.com

ফেলল।

'কী ব্যাপার, বেন? নতুন করে আবার কী হলো?' বেনের আচরণ দেখে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'বারের কোনায় বসা ওই দুই কাউবয়কে নিয়ে একটু হাঁটতে যেতে হবে, স্টর্ম,' বলল বেন।

বাউন্টি হান্টার হিসেবে এ-ধরনের সঙ্কেতের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ডেযার্ট স্টর্মের। তবে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল বেনের গলার কাঠিন্য।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অসুবিধে হলো না ডেযার্ট স্টর্মের। কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে বেনের নির্দেশিত দুই কাউবয়কে দেখল।

হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসটা খালি করে উঠে দাঁড়াল ও।

এরই মধ্যে বাকস্কিনে আটকানো পিস্তলটার স্ট্র্যাপ আলগা করে নিয়েছে।

'চলো, আমারও একটু নির্মল বায়ু সেবন করা দরকার,' বেনের পিঠে হালকা চাপড় মেরে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

নির্দিষ্ট টেবিলটায় দ্রুত পৌঁছে গেল ওরা।

ডান দিকের কাউবয়ের ঘাড়ের পেছনে .৪৫ চেপে ধরল বেন।

বেনকে অনুকরণ করল ডেযার্ট স্টর্ম। দ্বিতীয়জনের দায়িত্ব নিল।

'টেবিলের উপর হাত রাখো, যাতে পরিষ্কার দেখতে পাই,' বলল বেন, 'অনুমতি ছাড়া একটা পেশী নড়লেও কয়োটির খাবার হয়ে যাবে।'

'এসব কী হচ্ছে?' সাহস করে জানতে চাইল বাম দিকের কাউবয়। তবে ডেযার্ট স্টর্মের পিস্তলের খোঁচা খেয়ে ভাল মানুষের ছা হতে সময় নিল না।

'আমাদের নিয়ে কী করবে?' আতঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল ডান দিকের জন।

'আমার বন্ধু তোমাদের নিয়ে একটু বেড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'স্বেচ্ছায় গেলে ভাল, না হলে এখানেই পাছার কাপড় খুলে একটা-একটা করে প্রিকলি পেয়ারের কাঁটা ঢুকাব ওই বিশেষ জায়গায়। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঠুকে-ঠুকে,' বলল বেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে স্বেচ্ছাসেবী হতে আপত্তি করল না দুই আউট-ল।

সুড়সুড় করে ওদের সাথে বেরিয়ে এল বাইরে। নিজেদের ঘোড়ায় চড়ল। সামনে কোথাও নিশ্চয়ই সুযোগ আসবে ঘোড়া দাবড়ে ভেগে যাওয়ার, ভাবল ওরা।

ওদের মনের কথা খোলা বইয়ের মত পড়তে পারছে ডেযার্ট স্টর্ম। বাউন্টি হান্টার হিসেবে এরকম ডজন খানেক ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে ওর। সুতরাং ওদের উদ্দেশে সাবধানবাণী দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'ইচ্ছে করলে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারো,' গর্ব করার ভঙ্গিতে বলল ও, 'কথা দিচ্ছি, পেছন থেকে গুলি করে তোমাদের খুন করব না, তবে তোমাদের ঘোড়াগুলোকে গুলি করব। তারপর তোমাদের সারা শরীরে মধু মাখিয়ে হাত-পা বেঁধে উপুড় করে ফেলে রাখব মাটিতে। এরপর লাল পিঁপড়া ছেড়ে দেব ওখানে। সবশেষে আগুন ধরিয়ে দেব তোমাদের গায়ে।'

নিজেদের নৃশংসতা নিয়ে গর্ব ছিল ওদের, ডেযার্ট স্টর্মের নির্লিপ্ত বর্ণনা শুনে নিজেদেরকে মনে হলো শিশু।

পালানোর চেষ্টা তো দূর, চিন্তা করতেই ভয় পাচ্ছে, যদি বুঝে ফেলে বাকস্কিন পরা ওই ইণ্ডিয়ান।

ঘণ্টা দেড়েক রাইড করার পর, বেনের নির্দেশমত একটা জায়গায় থামল ওরা। বড় একটা কটনউড গাছের নিচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আশপাশে ঝোপঝাড় থাকায় কিছুটা আড়ালও পাওয়া যাচ্ছে। যদিও রাতের এই সময়ে ট্রেইলে

boighar.com

কারও আসার কথা না।

কোন কথা না বলে দুর্বৃত্তদের হাত-পা বেঁধে ফেলল ডেযার্ট স্টর্ম। বিনা বাক্য ব্যয়ে বন্ধুকে সহায়তা করতে লাগল। ওদের ধরে আনার কারণ জানা নেই ডেযার্ট স্টর্মের। জানার ইচ্ছেও নেই।

ওদের ধরে আনার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে বেনের। বন্ধুর বিচক্ষণতায় আস্থা আছে স্টর্মের।

কিন্তু বেন অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অপ্রীতিকর বিষয়টা বন্ধুকে কীভাবে জানাবে, সেটা ভেবে দিশা করতে পারছে না ও। আপাতত এটা স্থগিত রেখে জেরা করার দিকে মন দিল।

'যে ব্লণ্ড মেয়েটার কথা বলছিলে তোমরা, সে আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ, আর মেয়েটার সঙ্গিনী হচ্ছে,' ডেযার্ট স্টর্মকে দেখিয়ে বলল বেন, 'ওর ছোট বোন। এখন বলো, ওদের কোথায় আটকে রেখেছ। সাথে আর কে-কে আছে? সবকিছু ঠিকমত বললে হয়তো বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পাবে।'

বেন ভেবেছিল কথাগুলো শুনে বিস্ফোরিত হবে স্টর্ম। কিন্তু ওকে অবাক করল ডেযার্ট স্টর্মের আচরণ। ওর চোখে কোন অনুভূতির প্রকাশ দেখল না বেন। নিষ্প্রাণ, ঘোর লাগা দৃষ্টি।

স্টর্মের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ব্ল্যাক ঈগলের অনেক, অনেক দিন আগে বলা কথাগুলো।

'দেখো, বাছা, দুর্ঘটনা যখন ঘটেই গেছে, সেটাকে কখনওই আর আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর ওটা নিয়ে যদি হা-পিত্যেশ করো, তাতেও কারও উপকার হবে না। তার চেয়ে এর জন্য যে দায়ী, তার দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভবিষ্যতে অন্যরা বিপদগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে অন্তত রক্ষা পাবে।'

ঘোর লাগা দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল ওর। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'তোমার আপত্তি না থাকলে কথা বলার দায়িত্বটা আমি নিতে চাই, বেন।'

বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল বেনের। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল বন্ধুর দিকে।

নড করল ডেযার্ট স্টর্ম। বন্ধুর কাছে কয়েকটা ব্যাপারে সহযোগিতা চাইল। নীরবে ওকে সাহায্য করল বেন।

কটনউডের ডালে দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হলো দুই হারামজাদাকে, পা যাতে মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে থাকে। সেই সাথে আশপাশ থেকে শুকনো ডালপালা এনে স্তূপ করল ফাঁকা জায়গাটায়।

'বলো!' হুকুম করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'সত্যি বলছি আমরা কিছুই জানি না,' বলল এক কাউবয়।

'না জানাটা কোন অপরাধ না,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'অপরাধ হচ্ছে জানার চেষ্টা না করাটা। যেহেতু কিছু জানো না, তাই তোমাদের কাছে আর কিছু জানতেও চাইব না।'

হিপের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা বাউই ছুরিটা বের করল স্টর্ম। এরপর এগোল ওদের দিকে। গরুর ছাল ছাড়ানোর মত করে কেটে ফেলল জামাকাপড়গুলো। সেগুলো জমা হলো ওদের পায়ের কাছে। এরপর সংগ্রহ করা ডালপালাগুলো জমা করল জামাকাপড়ের উপরে। আতঙ্কিত চোখে ডেযার্ট স্টর্মের মধ্যসজ্জা দেখছে দুই দুর্বৃত্ত।

'আমাদেরকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছ তুমি?' আতঙ্কে কেঁপে গেল কাউবয়ের গলা।

জবাব না দিয়ে এল্কের বাঁটের ছুরিটা হাতে নিল স্টর্ম।

পৈশাচিক ঘটনাটা আঁচ করতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল কাউবয়। 'প্লিজ দয়া করো। যা জানতে চাও জানাচ্ছি।'

'আমার কিছু জানার নেই। তোমাকে দেখে যা জানার,

boighar.com

জানবে আগামী প্রজন্মের বেজন্মারা।' এবার বেনের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম, 'বেচারাদের ঠাণ্ডা লাগছে, একটু গরম করার ব্যবস্থা করে দাও, বেন।'

দেশলাইটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল বেন।

ভালমত গরম হওয়ার আগেই হড়বড় করে বলতে শুরু করেছে দুই দুর্বৃত্ত। তবে ওদের কপাল খারাপ, নতুন কিছুই জানাতে পারল না।

ঘোড়ায় চড়ল ওরা, ফিরতি পথ ধরল। ওদিকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে দুই দুর্বৃত্ত।

দূরে বেশ ক'টা হাসির শব্দ শোনা গেল।

হাজির হয়েছে হায়েনার দল।

চোদ্দ

শহরে ঢুকে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে ওরা রাতটা কাটানোর জন্য। হোটেলের বিছানাটা বেশ আরামদায়ক হলেও খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ডেযার্ট স্টর্মের। আরও কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে বিছানা ছাড়ল। খুব একটা তাড়াহুড়ো না করে নেমে এল লবিতে।

বেনও প্রায় একই সময়ে নামল। এগিয়ে গেল বন্ধুর দিকে। হাতে ট্রেনের দুটো টিকেট।

'ট্রেনে গেলে সময় আর পরিশ্রম–দুটোই বাঁচবে, তাই রাতে ফেরার সময় টিকেটদুটো কেটেছি,' বলল বেন। ডেযার্ট স্টর্ম কিছু বলার আগেই আবার শুরু করল,

'ঘোড়াদুটোকেও লাইভস্টক কারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি।'

'চমৎকার,' মন্তব্য করল ডেযার্ট স্টর্ম, 'সবদিকেই খেয়াল রেখেছ। ঘোড়াদুটো ওখানে খুবই কাজে লাগবে।'

ট্রেন ছাড়ার সময় আটটা, এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি,' হোটেলের প্রবেশমুখের বিশাল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল বেন। 'চলো, নাস্তাটা সেরে নিই। আমি এমনকী খালি পেটে মরতেও রাজি নই। তা ছাড়া উপোস করে শোক পালন করলে কারোরই কোন উপকার হবে না।'

এই ব্যাপারে ডেযার্ট স্টর্মেরও দ্বিমত নেই। দু'জনেই এগোল ওরা রেস্তোরাঁর দিকে। নাস্তার ফাঁকে টুকটাক আলাপ চালিয়ে গেল ওরা।

'সবদিক বিবেচনা করলে, গতকালটাকে বেশ সফলই বলা যায়,' বলল বেন।

'কিন্তু আসল কাজটা থেকে এখনও অনেক দূরে আমরা। মেয়েদুটো এখনও শয়তানের হাতে বন্দি।'

'হ্যাঁ। আশা করি আর দু'একদিনের মধ্যেই ওদেরকে উদ্ধার করতে পারব,' বলল বেন।

নিজে নেয়ার পাশাপাশি ডেযার্ট স্টর্মের প্লেটেও প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাপজ্যাক আর ম্যাপল সিরাপ সরবরাহ করেছে বেন।

'সরাসরি ওর বোনের ওখানে যাব আমরা,' খেতে-খেতে পরিকল্পনা জানাচ্ছে বেন। 'মেয়েদুটোকে উদ্ধার করে ট্রেনে তুলে দেব। ডেনভার থেকে ওদের রিসিভ করবে হ্যারি, নিয়ে যাবে রানশে। আর আমরা স্যাণ্ডার্সকে ধরতে বের হব।'

'তা হলে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে হ্যারিকে টেলিগ্রাম করতে হয় আমাদের প্ল্যান জানিয়ে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ঠিক,' বলল বেন, 'যাতে হ্যারি আগে থেকেই

boighar.com

ড্রেনভারে উপস্থিত থাকতে পারে।'

'প্ল্যানটা কাজে দেবে, যদি মেয়েরা ওখানে থেকে থাকে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'কিন্তু, যদি না থাকে? বেজন্মা স্যাণ্ডার্সের মতিগতির কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'তা হলে কী করা যায়!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বেন।

যুক্তি-তর্কের মাঝ দিয়েই নাশ্‌তার সময়টা পার করল ওরা। তারপর এগোল রেল স্টেশনের দিকে। খুব একটা তাড়াহুড়ো করছে না। কারণ ডেড ম্যান'স পাসে ঢোকার আগে হুইসেল বাজাবে ট্রেন আর এখান থেকে ওটা স্পষ্ট শোনা যাবে।

লাইভস্টক কারে তোলার জন্য বিস্কিট আর সোলসকে নিয়ে আসা হয়েছে স্টেবল থেকে।

এত ব্যস্ততার মাঝেও ঘোড়াগুলোর যত্নে কোন ঢিলেমি করেনি দুই বাউণ্টি হাণ্টার। এমনকী নিজেরা নাশ্‌তা করে ফেরার পথে ঘোড়াগুলোর জন্য গরম বিস্কুট নিয়ে আসতেও ভুল করেনি।

ঘোড়াগুলোকে বিস্কুট খাওয়ানো শেষ করে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের ধারণা ভুল না হলে, আর মাইল কয়েক দূরে থাকার কথা ট্রেনের।

এই সময় দেখা গেল, এগিয়ে আসছে শেরিফ বিল থর্নটন।

'মর্নিং, বয়েজ,' নিজের হ্যাট খুলে দুই বাউণ্টি হাণ্টারকে অভিবাদন জানাল শেরিফ।

'মর্নিং, শেরিফ,' একই কায়দায় নিজের হ্যাট খুলে শেরিফকে প্রত্যাভিবাদন জানাল বেন।

ডেযার্ট স্টর্ম কথা না বলে শুধু নড করল।

'শুনলাম তোমরা নাকি গতকাল সন্ধ্যায় স্যাণ্ডার্সের দুই সঙ্গীর মুখোমুখি হয়েছিলে?' জানতে চাইল শেরিফ।

অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।

বহু লোক ঘটনাটার সাক্ষী। এত লোককে সামনে রেখে কাজটা করা ঠিক হয়নি, ভাবল বেন।

'ঠিকই শুনেছ, শেরিফ, স্যালুন থেকে স্যাণ্ডার্সের দুই সঙ্গীকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম,' বলল বেন।

'তারপর ওদেরকে আইনের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেরাই আইনকে হাতে তুলে নিলে,' চকিতে ডেযার্ট স্টর্মের বাউই ছুরিটার দিকে তাকাল শেরিফ।

ডেযার্ট স্টর্ম এবারও মুখ খোলার চেষ্টা করল না। জানে, বেন ওর চেয়ে বহুগুণ ভালভাবে পরিস্থিতিটা সামাল দিতে পারবে।

'তোমার কথাটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, শেরিফ,' বলল বেন। 'দেশপ্রেমিক এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রত্যেক নাগরিকের উচিত, আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া, নিজের হাতে তুলে না নেয়া। আমাদেরও ইচ্ছে ছিল ওদেরকে আইনের হাতে তুলে দেয়ার। কিন্তু কী করব, বলো? দুর্ভাগ্য আমাদের। শ'খানেক গজ যাওয়ার পরেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল উল্‌ফ ক্যানিয়ন ব্লাফের দিকে, যেটার কথা কয়েকদিন আগে আমাদের বলেছিলে।

'এমনিতে রাত, তার উপরে দুর্গম ট্রেইল। সুতরাং ওদের অনুসরণ করা বাদ দিয়ে তোমার এই চমৎকার শহরে ফিরে এলাম, হোটেলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। কারণ স্যাণ্ডার্সকে ধরতে হলে শরীরটা ফিট রাখা খুবই জরুরি। সেজন্যই এখন সুস্থ শরীরে স্যাণ্ডার্সের খোঁজে রওনা হতে পারছি।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, ওরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ থর্নটন।

'ঠিক,' বলল বেন, 'এটাই বলতে চেয়েছি।'

মৃদু হেসে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে চাইল শেরিফ।

boighar.com

নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছে সে ওদের দিকে।

'তোমরা যেহেতু কাজটা করোনি, তা হলে কাজটা মনে হয় মেক্সিকান দুর্বৃত্তদের। রোস্ট করা হয়েছে লাশদুটোকে।'

'মেক্সিকান আউট-লদের দ্বারা সবই সম্ভব, শেরিফ,' বলল বেন, 'ওই হারামজাদারা এতই নিষ্ঠুর, ওদের নৃশংসতার তুলনায় আমরা তো ফেরেশতা, মায়ের আঁচল ধরে পিছু দৌড়ানো ন্যাংটো বাচ্চা।'

শ্রাগ করল শেরিফ।

অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনতে পারবে না।

একটু আগে দেয়া ট্রেনের হুইসেলও কানে এসেছে শেরিফের। সুতরাং আলোচনার উপসংহারে পৌঁছল শেরিফ, 'তোমরা যেহেতু ওই ঘটনার সাথে জড়িত নও আর স্যাণ্ডার্সের খোঁজেই যাচ্ছ, তাই তোমাদের আর থামাচ্ছি না।'

বেন পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, সুতরাং এবার মুখ খুলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমরা জানতে পেরেছি ওকলাহোমা সিটিতে আস্তানা গেড়েছে স্যাণ্ডার্স: ওখানকার শেরিফকে যদি আমাদের ব্যাপারে আগে থেকে একটু বলে দিতে...'

'অবশ্যই,' আশ্বাস দিল থর্নটন, 'আমি ওকে টেলিগ্রাম করে দেব।'

ধীরে-ধীরে ট্রেনটা থামছে ওদের সামনে। হাত বাড়িয়ে দিল শেরিফ।

'কোন সাহায্য লাগলে আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না।'

'অবশ্যই, শেরিফ,' বলল বেন।

'সম্ভব হলে খবরাখবর জানিয়ো, স্যাণ্ডার্সের ব্যাপারে আমরাও আগ্রহী।'

'নিশ্চয়ই, শেরিফ, আর তুমি যে সহযোগিতার কথা

বললে, তা নিশ্চয়ই মন থেকে বলেছ?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'অবশ্যই। বলো কী ধরনের সহায়তা তোমাদের দরকার।'

'এর আগে যে লেডিদের কথা তোমাকে বলেছিলাম, প্ল্যান ঠিক থাকলে দু'একদিনের মধ্যেই ওরা এখানে পৌঁছে যাবে। আমি চাই এখানে আসার পর ওরা যেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পায়। যতদিন আমাদের বন্ধু হ্যারি রকফেলার রাইফেল স্টক থেকে এখানে এসে ওদের দায়িত্ব বুঝে না নেয়,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ধরে নাও তোমার সার্ভিস পেয়ে গেছ,' নিশ্চিত করল শেরিফ। 'কারণ টিম স্যাণ্ডার্স আমারও মাথাব্যথা। যেহেতু ওর পিছু ধাওয়া করছ, এইটুকু সাহায্য তোমাদের অবশ্যই প্রাপ্য।'

আন্তরিকভাবে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা। আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ দিল শেরিফ বিল থর্নটনকে, ওর সদয় ব্যবহার আর আন্তরিক সহায়তার আশ্বাসের জন্য।

ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরল শেরিফ।

ইতোমধ্যে ট্রেনটা প্রায় থেমে গেছে।

এতগুলো যাত্রীকে নিরাপদে ডেনভারে পৌঁছে দিতে পেরে যন্ত্র-দানবটাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বুকে আটকে থাকা ধোঁয়া আর স্টীমের দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা শেষ বারের মত বেরিয়ে এল চকচকে তামার চিমনি দিয়ে।

ট্রেনে আসা যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছে আত্মীয়-স্বজন আর শুভানুধ্যায়ীরা।

ট্রেন থামতেই পিলপিল করে বেরিয়ে এল ডেনভারে আগত যাত্রীরা। ধাক্কাধাক্কি করে ছুটল প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

ইতোমধ্যে ট্রেনের কণ্ডাক্টর নেমে এসেছে প্ল্যাটফর্মে।

boighar.com

পকেট থেকে সোনার ঘড়িটা বের করে মাথার উপর তুলল, যতটা না দেখানোর জন্য, তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে। এরপর বহুবার রিহার্সাল করা বাণী বিতরণ করল বহির্গামী যাত্রীদের উদ্দেশে, শৃঙ্খলার সাথে ট্রেনে আরোহণ করার জন্য।

না বললেই বরং যাত্রীরা সুশৃঙ্খল থাকত। কণ্ডাক্টরের কথা পাগলের সাঁকো নাড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিল ওদের।

সবাই একযোগে হামলে পড়ল। কে কার আগে যন্ত্র-দানবের পেটে ঢুকবে। আক্ষরিক অর্থেই দক্ষযজ্ঞ শুরু হলো।

শেষ স্টক কারটা আনলোড হলে, ক্রুরা ওটায় জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়ল, পরবর্তী যাত্রার উপযোগী করার জন্য।

ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন ওদের ঘোড়াগুলোকে স্টক কারে লোড করার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সাথে দেখছে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের হুড়োহুড়ি।

'বুঝলে, স্টর্ম,' পার্টনারকে লক্ষ্য করে বলল বেন, 'মানুষের ব্যস্ততার কোন আগা-মাথা নেই। যে আসছে সে-ও ব্যস্ত, যে যাচ্ছে তারও ব্যস্ততার কোন কমতি নেই। শহুরে এই ব্যস্ততা দিন-দিন যেন বেড়েই চলেছে।'

'সেজন্যই আমার পাহাড়ে থাকতে ভাল লাগে,' বলল ও, 'সেখানে প্রকৃতি, আমি আর সোলস ছাড়া আর কিছু নেই। না বিরক্ত করার, না বিরক্ত হওয়ার।'

স্টক কারের কিপার ওদের হাত থেকে সোলস আর বিস্কিটের লাগাম চেয়ে নিল কারে তোলার জন্য।

'তোমাদের ঘোড়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, স্যর। ওগুলো যোগ্য হাতেই থাকবে,' বলল কিপার, 'সেই সাথে নিরাপদ আর আরামে ভ্রমণ করবে সারাটা পথ।'

কিপারকে পাঁচ ডলারের টিপস দিল বেন। এরপর রওনা হলো ট্রেনে চড়ার জন্য।

'শেষবার যখন ট্রেনে উঠেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ভেতরে চলে এসেছে রেলরোড,' বলল বেন। বলতে-বলতে যে বক্স কারটায় ওদের বুকিং, সেটার স্টিল প্ল্যাটফর্মে পা রাখল।

চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি বোলানোর পাশাপাশি বেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

'এর আগে আমি কখনও ট্রেনে চড়িনি,' বলল স্টর্ম, 'মনে হচ্ছে যাত্রাটা বেশ উপভোগ্য হবে।'

'তাই তো হওয়া উচিত,' হেসে সঙ্গীর কথার জবাব দিল বেন।

পনেরো

বক্স কারে ঢুকতেই বিনয়ী অ্যাটেণ্ডেন্ট ওদের জ্যাকেটগুলো চেয়ে নিল। এরপর পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল পিতলের চকচকে কোট হ্যাঙ্গারে।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল গেটের সামনে। পরবর্তী যাত্রীসেবার জন্য।

অত্যন্ত বিলাসবহুল বক্স কারের ভিতরটা।

জীবনে প্রথমবার ট্রেনে চড়েছে ডেযার্ট স্টর্ম, সুতরাং ওর কাছে সবকিছুই অভিনব। কিন্তু অভিজ্ঞ বেনও বক্স কারের আভিজাত্য দেখে হকচকিয়ে গেছে। বন্ধুকে চমকে দেয়ার

boighar.com

জন্য দামি টিকেট কেটেছে ঠিকই, কিন্তু এতটা রাজকীয় বিলাসিতা ও নিজেও আশা করেনি।

পুরো মেঝে মেরুন রঙের কার্পেটে মোড়ানো, পুরু আর কোমল। সোফার গদি চকচকে কালো চামড়ায় মোড়ানো।

কিছু গদি সেট করা হয়েছে চমৎকারভাবে কারুকাজ করা জানালার পাশে। যাত্রীরা যাতে দিগন্তবিস্তৃত কলোরাডোর সৌন্দর্য, সেই সাথে আগত দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে পারে।

বাকি গদিগুলো মুখোমুখি বসিয়ে চারটে সেট করা হয়েছে, যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার সুবিধের জন্য।

দেয়ালগুলো প্যানেলিং করা হয়েছে নকশা করা চেরি আর পাইন কাঠ দিয়ে।

কোচের প্রতিটি কোনায় মেঝের সাথে আটকে থাকা চারটা সুদৃশ্য ছোট টেবিল। তাতে শোভা পাচ্ছে গোল্ড প্লেটেড টেবিল ল্যাম্প, সাথে মানানসই সিল্কের শেড।

দুটো ঝাড়বাতি ঝুলছে বক্স কারের দু'দিকের সিলিং-এ।

কোচের পেছন দিকে নিভাঁজ পোশাক পরা এক তরুণ বিভিন্ন ধরনের পানীয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছে। যাত্রীদের সেবা করতে সদা প্রস্তুত। বিভিন্ন ধরনের লেমোনেড, বিয়ার থেকে শুরু করে দামি হুইস্কি, সবই রয়েছে ওর স্টকে।

দুই বাউন্টি হান্টার বসেছে কোচের পেছন দিকে। সুর আর সুরার যুগলবন্দি একই সাথে উপভোগ করতে পারবে এখান থেকে। পা বাড়ালেই বার, চোখ মেললেই দিগন্তবিস্তৃত খোলা প্রকৃতি।

'সবাই উঠেছ?' জিজ্ঞেস করল কণ্ডাক্টর।

সেই সাথে মাথা গুনে নিশ্চিত হচ্ছে যাত্রীদের উপস্থিতি সম্পর্কে। গোনা শেষ হলে সিগনাল দিল ড্রাইভারকে যাত্রা শুরু করার জন্য।

বইঘর.কম

ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এল চিমনি দিয়ে, যাত্রা শুরুর আগে বড় করে দম নিচ্ছে যন্ত্র-দানব।

ব্রেক রিলিজ করল ড্রাইভার। বাঁধনছাড়া হয়ে ধীরে-ধীরে গতি বাড়তে লাগল ট্রেনের। পিছিয়ে পড়তে লাগল ডেনভারের পাহাড়সারি আর গাছপালা।

দৈত্যের দানবীর ক্ষুধায় বিরামহীন খাবারের জোগান দিয়ে চলেছে ট্রেনের ক্রুরা। আর তৃপ্তির ঢেকুর বেরিয়ে আসছে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া আর বাষ্পের কুণ্ডলী হয়ে।

ইতোমধ্যে কোচের সৌন্দর্য আর বিলাসিতার তালিকা তৈরি শেষ করেছে বেন। কাজ শেষ হওয়ায় তাকাল সঙ্গীর দিকে।

কিন্তু ওর দিকে খেয়াল নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ও ব্যস্ত এই দীর্ঘ যাত্রায় যাদের সাথে ঘর শেয়ার করতে হবে, তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে।

ও নিজে একজন বাউন্টি হান্টার। বিপদ আর ও, সব সময় একসাথে হাত ধরাধরি করে চলে। বলা চলে বিপদ আর ডেযার্ট স্টর্ম, দু'জনে দু'জনার।

তাই বলে হঠাৎ করে কারও ঝোলা থেকে লাফ দিয়ে বিপদ হাজির হবে ওর সামনে, এটা ওর মোটেও পছন্দ না। তাই আগে থেকেই কার ঝোলায় কী আছে, তার একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

চেয়ার কোচের সামনে বাঁ দিকের দরজা ঘেঁষে বসেছে এক কাউবয়। বছর পঁয়ত্রিশের মত হবে বয়স। চমৎকার ডেনিমের পোশাক পরনে। হ্যাটের কার্নিশ চোখের উপর নামিয়ে রেখেছে, আলো থেকে বাঁচার জন্য।

কাউবয়ের উল্টো দিকে, কোচের ডান দিকে বসেছে এক মহিলা। এর বয়স চল্লিশের আশপাশে হবে। পোশাক-আশাক অত্যন্ত দামি আর রুচিশীল। তবে ভাব-চক্কর দেখে খুব একটা বন্ধুভাবাপন্ন মনে হলো না ডেযার্ট স্টর্মের কাছে।

boighar.com

আরেকজন মহিলা আছে বক্স কারে। এরও পরনে চমৎকার দামি পোশাক। মানিয়ে গেছে ছিপছিপে গড়নের সাথে। বয়স এখনও ত্রিশের কোঠা পেরোয়নি, নিরীখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল ডেযার্ট স্টর্ম।

মহিলার সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

ছেলেটার বয়স হবে আনুমানিক দশ। বয়সের তুলনায় বেশ শক্তপোক্ত আর সাহসী বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েটা ছোট। বছর সাতেকের। বাদাম-রঙা কোঁকড়ানো চুল আর বড়-বড় দুটো চোখ।

চঞ্চল নীল চোখদুটো দিয়ে ট্রেনের বাইরে যা কিছু দেখছে তাই নিয়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে পিচ্চিটা। বাকি দু'জনও সমান তালে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে পিচ্চি নেত্রীকে। তিনজনে মিলে জায়গাটাকে মাছের বাজার বানিয়ে ফেলেছে ওরা।

বাজার থেকে দৃষ্টি ফেরাল ডেযার্ট স্টর্ম।

এবার চোখ পড়ল দুই সুশীল সমাজের প্রতিনিধির কাছে। কিছুটা স্বাস্থ্যবান লোক এই দু'জন। নামি টেইলরের কাছ থেকে বানানো দামি স্যুট পরনে।

সোনার পকেট-ঘড়িটা কিনতে বেশ পয়সা খরচ করতে হয়েছে, মানানসই লম্বা স্বর্ণের চেইন দিয়ে ঝোলানো। পকেট থেকে দামি সিল্কের ধূসর রুমাল বের করে মাঝে-মাঝে মুখ মুছছে।

মাথায় শোভা পাচ্ছে ইংলিশ ডার্বি হ্যাট। পায়ের চকচকে বুটের মাথায় সিলভার লাইনিং দেয়া। বোঝাই যাচ্ছে আর্থিক সৌভাগ্য এদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মনে-মনে ধারণা করল ডেযার্ট স্টর্ম, এরা সম্ভবত ক্যাটল ব্যারন কিংবা তেল খনির মালিক-টালিক হবে।

'গলাটা একেবারে মরুভূমি হয়ে আছে,' বলল বেন, 'গলায় কিছু ঢালবে, স্টর্ম?'

বন্ধুর কথায় জরিপ থামিয়ে বেনের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম। 'ধন্যবাদ, বেন। আমার জন্য ব্যাপারটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।'

'কী যে বলো, স্টর্ম!' বলল বেন, 'এরকম ভরপেট নাস্তার পর, এক গ্লাস চমৎকার বুরবন না হলে কি জার্নি জমে?'

বক্তব্য শেষ করে বারে গিয়ে হাজির হলো বেন।

'আইরিশ জ্যাকস, বারকিপ,' বলল বেন, 'সেই সাথে এই ফ্লাস্কটা রিফিল করে দাও, আমার বন্ধুর জন্য।'

প্রায় খালি হয়ে যাওয়া সিলভার ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিল ও বারটেণ্ডারের দিকে। বিনয়ী বারকিপ পূর্ণ করে দিল ফ্লাস্কটা। সেই সাথে হুইস্কিপূর্ণ একট ক্রিস্টাল গ্লাস এগিয়ে দিল বেনের দিকে।

বারকিপ যখন বেনের জন্য আইরিশ জ্যাকস ঢালছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে ডেযার্ট স্টর্ম তখন ভাবছে আসন্ন দিনগুলোর কথা।

বারকিপকে টিপস দিয়ে অমৃত রস নিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল। ইচ্ছে, সোমরসের সাথে-সাথে প্রকৃতির রূপ-রসও আস্বাদন করা। কিন্তু ওর দৃষ্টি বেশিদূর এগোতে পারল না। বাধা হয়ে দাঁড়াল বুনো ঘোড়ার বিশাল এক পাল।

বেনের পাশাপাশি ডেযার্ট স্টর্মের ভাবনাও বাধা পেল বুনো ঘোড়ার পালে। বুনো ঘোড়ার উদ্দামতা ডেযার্ট স্টর্মকেও ছুঁয়ে গেল। মনোযোগ দিয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটা বাছাই করছে ও।

'ক'দিন হলো, ছোট পাখির কাছে তোমার হৃদয়টা সমর্পণ করেছ?' আচমকা জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ছোট পাখি!' ডেযার্ট স্টর্মের মারফতি কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল বেন।

'বলতে চাচ্ছি, ক্যারোলিনার সাথে চক্কর চলছে ক'দিন

boighar.com

ধরে?'

আরেকটু হলেই ছলকে পড়ত বেনের গ্লাসের আইরিশ জ্যাকস।

বেন বিস্মিত। কথাটা কাউকেই বলেনি ও।

গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল বেন।

'প্রায় এক মাস হলো,' কোন রকম ঘোরপ্যাঁচ না করে উত্তর দিল বেন। কারণ ওর পার্টনার কোন ভান-ভণিতা পছন্দ করে না। 'যদিও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একে অন্যকে পছন্দ করতে শুরু করেছি।' চেয়ারে হেলান দিল বেন।

গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনি ফেঁদে বসল।

বেনের কথায় কান নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ও ভাবছে ওর বোনদুটোর কথা। না জানি কী দুরবস্থার মধ্যে আছে, বেজন্মা স্যাণ্ডার্সের হাতে বন্দি হয়ে। অথচ এখন পর্যন্ত ওদের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি ও।

নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে ডেযার্ট স্টর্ম। দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি ওয়ারিয়র ও। ওর ভয়াবহ নৃশংসতার কথা শুনলে সাদারা তো বটে, ইণ্ডিয়ানরা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়। অথচ স্যাণ্ডার্সের স্কাল্পটা এখন পর্যন্ত ওই হারামজাদার নিজের মাথাতেই রয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকিয়ে অনুধাবন করতে পারছে বেন, কী ভয়াবহ ঝড় চলছে ওর পার্টনারের মনে।

ফ্লাস্কটার মুখ খুলে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল।

ফ্লাস্কটা নিয়ে নড করল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর আইরিশ জ্যাকস দিয়ে প্রশমিত করতে চাইল ভেতরের উদ্বেগ।

দুশ্চিন্তার কারণে বেমালুম ভুলে বসে আছে একটু আগে কপচানো নীতিকথা।

বইঘর.কম

'হাওডি, ফ্রেণ্ড! আমি জেমস এলভিন জ্যাকসন আর সাথের এই ভদ্রলোকের নাম বার্থোলোমিও ফিনিস রেনল্ড। আমার বন্ধু, সেই সঙ্গে ব্যবসায়িক পার্টনার। তুমি সংক্ষেপে আমাকে জিমি জ্যাক আর ওকে বার্ট বা ফিন বলে ডাকতে পারো,' বেনের দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্মের জরিপ করা সুশীল সমাজের একজন।

বক্তার দিকে ঘুরল বেন। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে।

'আমি বেন ম্যাক্সওয়েল, আর ও হচ্ছে আমার বন্ধু জেরাল্ড মিড়লটন,' নিজেদের পরিচয় দিল বেন।

নিজের নাম শুনে জানালা থেকে মুখ ঘোরাল স্টর্ম, তারপর নড করল লোকদুটোর উদ্দেশে।

'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, নতুন বন্ধু,' বলল জ্যাকসন, 'কোথায় যাবে জানতে চাইলে কিছু মনে করবে?'

'যাচ্ছি ওক সিটিতে, একটা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক কাজে,' বলল বেন।

'আমরা অবশ্য ঘোড়ার ব্যবসায় জড়িত, তোমরা?' বলল জ্যাকসন।

'বাউণ্টি হাণ্টিং,' বলল বেন।

'বাউণ্টি হাণ্টার!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জিমি জ্যাক, 'সে তো খুব বিপজ্জনক আর আকর্ষণীয় পেশা।' এরপর হাতের গ্লাসটা উঁচু করে টোস্ট করল। 'সকল বাউণ্টি হাণ্টারের উদ্দেশে।'

এতক্ষণ চুপচাপ ছিল অন্যজন।

হাতের গ্লাসটা 'ফিনিশ' করে আলাপে যোগ দিল ফিনিস।

'আমি বাউণ্টি হাণ্টারদের সম্পর্কে অনেক ভয়াবহ গল্প

boighar.com

শুনেছি,' বলল সে।

বেন দেখল ওর হুইস্কির গ্লাসটা দেউলিয়া হয়ে বার কাউন্টারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ওটার দিকে তাকাতেই বারকিপ তাড়াতাড়ি ওটা পূর্ণ করে দিল।

'আমিও বাউন্টি হান্টারদের ব্যাপারে অনেক কাহিনি শুনেছি,' বারকিপ নিজের অভিজ্ঞতা জাহির করল।

হঠাৎ করেই নৈঃশব্দ্য গ্রাস করল ওদের।

জিমি জ্যাক এবং ফিনিস দু'জনেই বুঝতে পারছে, ওরা সরলভাবে বলতে গিয়ে ভাল একটা বিষয়কে জটিল করে ফেলেছে।

বেন বুঝতে পারছে ওদের দুরবস্থা। দু'জনেই প্রচণ্ড বিব্রত হয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

নিজের ড্রিংকের গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল বেন। এরপর ওদেরকে ভারমুক্ত করার জন্য উচ্চ শব্দে হেসে উঠল। স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল লোক দু'জনের মাঝে। ওরাও যোগ দিল হাসির লহরীতে।

ডেযার্ট স্টর্মের অদ্ভুত বাকস্কিন পোশাকের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ জিমি জ্যাকের। কৌতূহল কুরে-কুরে খাচ্ছে ওকে। কিন্তু আবারও কোনরকম বেফাঁস কথা বলে বিব্রত হতে চায় না।

তবে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো।

'তোমার এই বন্ধু, ধারণা করছি, একটু চুপচাপ স্বভাবের,' একটু ঘুরিয়ে জানতে চাইল জিমি জ্যাক।

'একটু কী বলছ!' অবাক কণ্ঠে বলল বেন, 'বলো খুবই চুপচাপ স্বভাবের। সপ্তাহে একবার মাত্র কথা বলে। কোন-কোন সপ্তাহে বলেও না।'

বেনের কথায় কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার বদলে আরও উসকে উঠল।

'অ!' কিছু বলার মত না পেয়ে এই শব্দটাই বেরিয়ে এল

জিমি জ্যাকের মুখ থেকে।

'তা হলে তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করো কীভাবে?' বলল জিমি।

'কথা বলার কী দরকার? আমরা বন্ধু না? মনের কথাই যদি বুঝতে না পারলাম তা হলে আর কীসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' জবাব দিল বেন।

'কী আশ্চর্য! তোমরা কথা না বলেই পরস্পরকে বুঝতে পারো!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জিমি জ্যাক। 'অথচ আমার পার্টনারকে এক কথা দু'বার না বললে সে বুঝতেই পারে না।'

'তোমরা যেন কীসের ব্যবসায় জড়িত বললে?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'ঘোড়া,' বলল ফিনিস। কারণ নিঃশব্দে কমানোর জন্য বাথরুমের দিকে রওনা হচ্ছে জিমি জ্যাক।

'ঘোড়ার ব্যবসা!' অবাক হলো বেন, 'তারমানে ঘোড়া বিক্রি করো তোমরা?' ঘোড়া বিক্রি করে কেউ এরকম দামি জামাকাপড় পরতে পারে, ধারণা ছিল না বেনের।

'হ্যাঁ,' ওর মনোভাব বুঝতে পেরে বলল ফিনিস। 'দশ বছর ধরে এই ব্যবসায় আছি আমরা। এবং এটা আমাদের খুব ফেভার করেছে।'

বেনকে ঘোড়া ব্যবসার নাড়ি-নক্ষত্র বোঝাতে লাগল ফিনিস। বেনও মহা উৎসাহে শুনতে লাগল।

এই আজাব থেকে বাঁচার জন্য জোর করে চোখ বুজল ডেযার্ট স্টর্ম। ইচ্ছে–কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া। সেই সাথে টেনশনের কাছ থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়া।

boighar.com

ষোলো

কু-ঝিকঝিক শব্দে ছুটে চলেছে ট্রেন, গন্তব্যের দিকে।

বেন আর ফিনিস এখনও ঘোড়া ব্যবসার সব খুঁটিনাটি ফিনিশ করতে পারেনি।

তবে মা আর বাচ্চাদুটোর হইচই থেমে গেছে।

মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে বাচ্চারা। অন্যান্য যাত্রীরাও ক্লান্তিতে ঢুলছে।

হঠাৎ করেই ছন্দপতন ঘটল।

শান্তিময় পরিবেশে অশান্তির দমকা হাওয়ার ঝাপটা লাগল।

দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দে প্রকম্পিত হলো চারদিক।

একদল মুখোশধারী ট্রেনের দু'পাশে সমান্তরালভাবে চলতে লাগল। একই সাথে গর্জাচ্ছে ওদের সিক্সগানগুলো, চলন্ত ট্রেন লক্ষ্য করে।

আচমকা ব্রেক করায় রেলের সাথে চাকার ঘর্ষণে সৃষ্টি হওয়া তীক্ষ্ণ কিচকিচ শব্দে কান ঝালাপালা। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল যাত্রীরা।

গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে ডেযার্ট স্টর্মের। অভ্যাসবশে হাত উঠে যাচ্ছিল অস্ত্রের দিকে।

'ভুলেও ও কাজটা কোরো না, মিস্টার,' হুমকি শুনে জায়গায় ব্রেক করল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঘুরে তাকাল হুমকিদাতার দিকে।

গেটের ধার ঘেঁষে বসা সেই ডেনিম পরা কাউবয়। হাতে পিস্তল।

'কেউ হিরো সাজার চেষ্টা কোরো না,' বলল ডেনিম, 'তোমাদের অস্ত্রগুলো মেঝেতে ফেলে দাও, প্রথমে তুমি, চিফ,' ডেযার্ট স্টর্মকে বলল।

সুবোধ বালকের মত নিজের অস্ত্র মেঝেতে রাখল ডেযার্ট স্টর্ম। মরা হিরো হওয়ার কোন খায়েশ নেই ওর। ওর বাবা বলত, 'বুঝলে, বাছা, মরা হিরো আর মরা গরুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঠিকমত শেষকৃত্য না করলে দুটোই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়।'

ডেযার্ট স্টর্ম পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হতে চায় না।

বেনও একই পথের পথিক।

এরপর জিমি জ্যাককে নিঃস্ব হওয়ার আহ্বান জানাল ডেনিম। প্রতিবাদ করল ঘোড়ার ব্যাপারী। বিনিময়ে পিস্তলের ব্যারেলের বাড়ি পড়ল ঘোড়া ব্যবসায়ীর গালে। সুড়সুড় করে আদেশ পালন করল জিমি জ্যাক।

জিমি জ্যাকের কাজ ফিনিশ হলে ফিনিসের দিকে ফিরল ডেনিস। একটু আগে বন্ধুর দুরবস্থা দেখেছে ফিনিস।

বিনা বাক্য ব্যয়ে সব বের করে দিয়ে সুবোধ বালক হয়ে বসে থাকল। কোচের সামনে বসা মহিলাও কোন কথা বলছে না।

ট্রেন পুরোপুরি থেমে গেছে। সামনে থেকে আরও কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল।

ওদের কোচের তিনটে কোচ সামনেই মেইল কার। সম্ভবত ওখানেই ডাকাতি হচ্ছে।

'এই যে, সুন্দরী,' তরুণী মাকে লক্ষ্য করে বলল দুর্বৃত্ত, 'তোমার জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি বের করো।'

'না, আমার গহনা আমি তোমাকে কিছুতেই দেব না,' রুখে দাঁড়াল তরুণী।

boighar.com

'সেক্ষেত্রে আমাকেই তোমায় গায়ে হাত দিতে হবে,' বলল আউট-ল।

মায়ের অপমান সহ্য করতে পারল না বাচ্চা ছেলেটা।

'আমার মাকে কোন বাজে কথা বলবে না,' এগিয়ে গিয়ে বলল ছেলেটা। সেই সঙ্গে নিজের সাধ্য মত শক্তিতে লাথি মারল ডেনিমের পায়ে।

নির্লজ্জ ডাকাত ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল ছেলেটাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে ছিটকে পড়ল বাচ্চাটা।

ক্রোধে উন্মাদিনীর মত ছুটে এল মা। ছেলেটাকে মাটি থেকে তুলে জড়িয়ে ধরল। সেই সাথে অভিশাপ দিল বেজন্মাটাকে।

এবার বাচ্চা মেয়েটার চুল ধরে হিড়হিড় করে নিজের দিকে টেনে আনল আউট-ল, পিস্তলটা চেপে ধরল বাচ্চাটার নরম গালে। আতঙ্কে বড়-বড় চোখ আরও বড় হলো বাচ্চাটার।

'তাড়াতাড়ি সব দিয়ে দাও, নইলে এটাকে ওপারে পাঠিয়ে দেব,' বলল দুর্বৃত্ত।

আর আপত্তি করল না মা। নেকলেস, ব্রেসলেট খুলে ফেলল, সেই সঙ্গে সমানে অভিশাপ দিয়ে চলেছে সাহসী তরুণী।

ওদিকে নিঃশব্দ মৃত্যু প্রস্তুতি নিচ্ছে আঘাত হানার জন্য।

এল্কের হাড়ের তৈরি চোদ্দ ইঞ্চি ফলার কুখ্যাত ছোরাটা ধীরে-ধীরে বাঁধনমুক্ত হলো, উঠে এল ডেযার্ট স্টর্মের হাতে। সূর্যের আলোয় ঝিক্ করে উঠল 'মৃত্যুর ছায়া'। সাবধান হওয়ারও সুযোগ পেল না আউট-ল। নিখুঁত নিশানায় আঘাত হানল স্টর্ম।

বিস্ময়ে চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল দুর্বৃত্তের। পিস্তল ফেলে দিয়ে দু'হাত উঠে এল গলায়, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল আমূল ঢুকে যাওয়া ছুরিটা বের করতে। ব্যর্থ হয়ে ধপাস

করে পড়ল মেঝেতে। রওনা হলো নরকের ওয়ান ওয়ে টিকেট হাতে নিয়ে।

পেশাদারি দক্ষতায় নিজেদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করল দুই বাউন্টি হান্টার। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে নড করল। বিনা বাক্য ব্যয়ে স্থাপিত হলো সমঝোতা। বেরিয়ে গেল বক্স কার থেকে বাকি ডাকাতদের সাথে বোঝাপড়া করতে।

ঘুরপথে মেইল কারের বাম দিকে চলে এল বেন। ওর একটু পেছনে আড়াল দেখে অবস্থান নিল ডেযার্ট স্টর্ম, যাতে ট্রেন থেকে কেউ ওদের দেখতে না পায়।

দুই বাউন্টি হান্টারের প্ল্যানটা খুবই সহজ-সরল।

চাইছে না যাত্রীদের কেউ হতাহত হোক। এজন্য সরাসরি লুটেরাদের চ্যালেঞ্জ করছে না ওরা। চাইছে, ওরা বুঝুক, ওদের নিয়ন্ত্রণেই আছে সব। কেউ বাধা দেয়ার নেই। নিশ্চিন্তে লুটপাট করে পালিয়ে যেতে পারবে।

নিশ্চিন্ত হলে সতর্কতায় ঢিল পড়বে, আর সেই সুযোগে আঘাত হানবে ওরা।

মেইল কারের দরজার আড়ালে অবস্থান নিয়েছে ওরা। দুই হাতে চারটে সিক্সগান।

ওদের ধারণাই সত্যি হলো। একে-একে বেরিয়ে এল লুটেরার দল, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ, পে-রোলের টাকায় ভর্তি। গুনল ডেযার্ট স্টর্ম। মোট ছ'জন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যদি আরও কেউ থাকে।

যখন নিশ্চিত হলো আর কেউ নেই, নীরবে সঙ্কেত বিনিময় করল দুই বাউন্টি হান্টার। গর্জে উঠল ওদের অস্ত্র। চব্বিশ টুকরো সীসার বিনিময়ে নরকের হাফ ডজন টিকেট পেয়ে গেল লুটেরার দল।

টাকাভর্তি ক্যানভাস ব্যাগগুলো মেইল কোচে ছুঁড়ে দিল ওরা।

কৃতজ্ঞ অ্যাটেণ্ডেন্ট নিজের আহত অবস্থা বিস্মৃত হয়ে

boighar.com

আঁকড়ে ধরল ব্যাগগুলো।

জিমি জ্যাক আর ফিনিস জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।

নিজেদের কোচে হট্টগোল শুনে জানালা থেকে মুখ ফেরাল। দেখল, বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে দুই সহযাত্রী। ওদের জিনিসপত্র ফেরত দিচ্ছে, সেই সঙ্গে আহতদের খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

কাজ শেষ করে লুটেরার গলা থেকে ছুরিটা বের করে, ওর ডেনিম জ্যাকেটেই মুছে নিল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর আটকে রাখল আগের জায়গায়।

মড়াটা দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল ডেযার্ট স্টর্ম, নিজেও বেরিয়ে গেল বাইরে। সাথে বেন।

দু'জনে মিলে মৃতদেহগুলো ট্রেনের সামনের রেললাইনের উপর আড়াআড়ি করে রাখল। কোচে উঠে ড্রাইভারকে সঙ্কেত দিল যাত্রা শুরু করার।

ট্রেনের চাকায় আক্ষরিক অর্থেই দ্বিখণ্ডিত হলো দেহগুলো। পড়ে থাকল চিল-শকুনের খাবার হিসেবে। সেই সাথে অন্য লুটেরাদের আতঙ্কের উদাহরণ হিসেবে।

ফিরে আসার পর ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল সহযাত্রীরা। নরম-গরম পানীয়ের ফোয়ারা বয়ে গেল ওদেরকে উপলক্ষ করে।

ডেযার্ট স্টর্মও আপত্তি করতে পারল না যাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে।

সবাই ওদেরকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছে। তরুণী মা আরও এক কাঠি সরেস। আলিঙ্গনের পাশাপাশি গভীরভাবে চুম্বনও করেছে দু'জনকে।

জিমি জ্যাক আর ফিনিস মোটা অঙ্কের টাকা রাখল উপহার হিসেবে। কারণ বক্স কারে ওদের বিশাল অঙ্কের টাকা ছিল। অন্য যাত্রীরাও গোপনে ওদের জ্যাকেটের

পকেটে শুভেচ্ছার নিদর্শন রেখে এসেছে।

বিরামহীন কু-ঝিকঝিক শব্দে এগিয়ে চলছে ট্রেন। যাত্রীরা ঘটনাটার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত।

ডজ সিটি স্টেশন, কানসাস।

ট্রেন থামতেই নেমে গেল কণ্ডাক্টর, ঘটনা জানিয়ে হেড অফিসে টেলিগ্রাম করতে।

ওখান থেকে আবার টেলিগ্রাম করা হলো ওকলাহোমা সিটিতে। ধন্যবাদ জানাতে বলা হলো দুই হিরোকে।

ওরা যে শুধু রেল রোডের পে-রোলের টাকা বাঁচিয়েছে, তা-ই না, হতাহত হওয়ার হাত থেকেও বাঁচিয়েছে সম্মানিত যাত্রীদের।

বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমে গেল, উঠলও কয়েকজন। পনেরো-বিশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি শেষ হলো ট্রেনের।

চিমনি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল যন্ত্র-দানবের। আবার ছুটতে লাগল ওকলাহোমার দিকে।

কোনরকম বিরতি ছাড়াই চলছে জমজমাট আলোচনা। আলাপের বিষয়বস্তু একটাই। কিছুক্ষণ আগের ট্রেন লুটের ঘটনা আর তার সমাপ্তির মুখরোচক গল্প।

একপর্যায়ে বাউন্টি হান্টারদের নৃশংসতার বিষয়টিও উঠল। কে প্রথম শুরু করল বলা মুশকিল, তবে প্রথমে ফিসফাস থেকে শুরু করে একপর্যায়ে তা প্রায় সবারই আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

সাহস সঞ্চয়ের জন্য বেশ কয়েক রাউণ্ড ককটেল ফিনিশ করে ফিনিসই শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গটা পাড়ল।

'তোমাদের বিচার-বিবেচনার উপর আমাদের আস্থার কোন অভাব নেই,' বলল ফিনিস, 'সবার একটা কৌতূহল, মড়াগুলোকে ট্রেন লাইনের পাশে ফেলে রাখলে চলত না?'

boighar.com

যাত্রীদের ফিসফাস মন্তব্য দুই বাউন্টি হান্টারের কানেও পৌঁছেছে। যাত্রীদের অস্বস্তিটাও অনুভব করতে পারছে ওরা। এ ব্যাপারে মুখ খোলার জন্য তৈরি হলো মুখপাত্র বেন।

তবে এবার অস্বস্তি দূর করার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিল ডেযার্ট স্টর্ম। ছয় ফুট চার ইঞ্চি দেহটা টাওয়ারের মত খাড়া করল। যাত্রীরা সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ইতোমধ্যে ওরা জেনেছে এই বাউন্টি হান্টার সপ্তাহে একবার মাত্র কথা বলে। সুতরাং সেই বিরল সুযোগ সামনে উপস্থিত দেখে সবাই নড়েচড়ে বসল।

'বন্ধুরা,' শুরু করল ডেযার্ট স্টর্ম, 'তোমরা জানো, গুজব পাহাড়ি দাবানলের চেয়েও দ্রুত ছড়ায়। এখানে আজ যা ঘটল, এটাও ছড়িয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সুতরাং এরকম ট্রেন লুট করতে যাওয়ার আগে, এই ঘটনা মনে করে আউট-লরা দ্বিতীয় বার ভাববে। ফলে তোমাদের মত অসংখ্য নিরীহ যাত্রী ভবিষ্যতে নিরাপদে চলাচল করতে পারবে।

'আমি জানি, তোমরা এরকম নৃশংস কাজকে মন থেকে মেনে নিতে পারছ না। তোমাদের কথা ভেবেই আমি ওদের স্কাল্পগুলো তুলে নিইনি। সেক্ষেত্রে লুটেরাদের মনে আতঙ্কটা আরও গভীর হত।

'একটা ব্যাপার তো তোমরা আমার চেয়েও ভাল জানো, শয়তান তোমার-আমার চেয়ে ধর্মের বাণী অনেক ভাল জানে। তাই ওকে বাইবেল শুনিয়ে কোন লাভ হয় না, এরকম সামান্য ভয়ঙ্কর শিক্ষাই ওদের জন্য উপযুক্ত। আমার কথাটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ?'

যাত্রীরা খুব ভালমতই বুঝেছে ডেযার্ট স্টর্মের কথা। ওর সামান্য ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান হারানোর অবস্থা, পুরোটা দেখলে কী হত, সে ব্যাপারে ভাবতেও অনিচ্ছুক ওরা।

বইঘর.কম

ডেযার্ট স্টর্ম ওর বক্তব্য শেষ করে আবার জানালার ধারে বসে পড়েছে। বাইরের দৃশ্যগুলো পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই। মন পড়ে আছে ওকলাহোমা সিটিতে।

সতেরো

ওকলাহোমা সিটি।

চমৎকার উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে স্যালুনে। নিজেদের সৌভাগ্যকে উদ্‌যাপন করছে ওরা–টিম স্যাণ্ডার্স আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা। পোকার খেলছে। হুইস্কির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে টেবিলে। সেই সাথে হাসির হররা। নিজেদের সাফল্যে নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে দিচ্ছে।

ডাবল আর রানশের দুই অপহৃত তরুণীকে রাখা হয়েছে স্যাণ্ডার্সের বোন মেডিলিন ফক্সের জিম্মায়। সেখানে ওকে পাহারা দিচ্ছে স্যাণ্ডার্সের বিশ্বস্ত অনুচর ডনোভান লি।

'আমার মাথাটা প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে, টিম,' বলল ল্যানি নামের এক স্যাঙাত। 'সেই সাথে শরীরটাও। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি ওই ব্লণ্ডিকে আমার রুমে তুলতে চাই।'

শেষ বারের মত নিজের কার্ডগুলো দেখল স্যাণ্ডার্স। তিনটে কিং আর একটা জোড়া। এই দানটা ওর, নিশ্চিত হয়ে টেবিলে ফেলল হাতের তাস। এরপর ঘুরে তাকাল ল্যানির দিকে।

boighar.com

'তোমার মাথা ঠাণ্ডা করবে, না ইয়ে নরম করবে, এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, ল্যান,' স্যাণ্ডাতকে সতর্ক করে বলল স্যাণ্ডার্স। 'আমার কাছে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, ও-ই মেয়ে যেন খুন না হয়ে যায় কিংবা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে না যায়। যদি এর কোন একটা ঘটে, তবে সবচেয়ে কাছের বড় গাছটায় তোমাকে ঝুলিয়ে দেব।'

টেবিলের সবাই নীরব। জানে টিম স্যাণ্ডার্স মিছেমিছি ধমক দিচ্ছে না। যা বলছে, দরকার হলে করেও দেখাবে।

এবারের তাস ডিল করার দায়িত্ব রোস্টারের। মনটা খুশি-খুশি। কারণ যে কায়দা করেছে, তাতে এবারের দানে ও-ই জিতবে। তাস বাঁটা শেষ করে স্যাণ্ডার্সের দিকে তাকাল।

'আচ্ছা, টিম, তোমার মনে কী চলছে বলো তো! মুক্তিপণ তো পেয়েই গেছ। তবুও কেন ওই বিপজ্জনক বোঝাদুটো বয়ে বেড়াচ্ছ?' বলল রোস্টার।

এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই গিবস নামের আউট-লর। টেবিল থেকে কার্ড নিয়ে ভাগ্য রচনায় ব্যস্ত ও।

নিজের কার্ড গোছানোয় ব্যস্ত স্যাণ্ডার্সও। ব্যস্ততা শেষ করে চোখ রাখল রোস্টারের উপর।

'তোমার চিন্তাভাবনা ঠিক আছে, রোস্টার। এরই মধ্যে ওই ব্লণ্ডির অয়েলম্যান বাবার কাছ থেকে এক লাখ ডলার পেয়ে গেছি। কিন্তু ওর খনিতে তেল তো এখনও আছে, নাকি? সবটুকু শুষে নিতে সমস্যা কোথায়? আর এজন্যই ওই সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে বয়ে বেড়াচ্ছি। যতদিন আমাদের কবজায় থাকবে, বাপ-বাপ করে টাকা দিতে বাধ্য হবে।'

এবার আলোচনায় প্রবেশ করল ওয়েন মার্টিন। তবে তার আগে নিজের হাতের কার্ডগুলো ছুঁড়ে ফেলল টেবিলে।

বহুক্ষণ যাবৎ ভাল তাস পাচ্ছে না। ভাগ্য ওকে ছেড়ে

বইঘর.কম

ভেগে যাওয়ায় ভাগ্যের মাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল একটা গালি ঝাড়ল।

'তার মানে দুধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাইয়ের বাঁট থেকে হাত সরাবে না,' বলল মার্টিন। 'দেখো গাইয়ের লাথি যেন খেতে না হয়।'

ওয়েন মার্টিনকে খুব চালাক-চতুর বলা যাবে না। তবে সেই ঘাটতি ও পুষিয়ে নিয়েছে নীচতা আর নৃশংসতা দিয়ে। এর আগের এক ব্যাংক ডাকাতির সময় এক হালি গুলি হজম করেও নরকের টিকেট জোগাড় করতে পারেনি। একটা গুলি ওর চেহারার ডানপাশটায় এমনভাবে আঘাত করেছে, যার ফলে চেহারাটা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর।

ওদের উত্তেজনা টের পেয়ে এগিয়ে এল এক স্যালুন গার্ল।

'তোমার কোন সার্ভিস লাগবে, কাউবয়?' ওয়েনকে লক্ষ্য করে বলল স্যালুন গার্ল।

ওয়েন মার্টিন সাড়া দেয়ার আগেই স্যালুন গার্লের কোমর ধরে টেনে নিজের কোলের উপর বসাল, এরপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল টিম স্যাণ্ডার্স।

পেশাদার কলগার্লও টিম স্যাণ্ডার্সের নোংরা কথায় ঘৃণা প্রকাশ করল। রেগে গিয়ে হাতে ধরা হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা উপুড় করে ধরল স্যাণ্ডার্সের দুই উরুর মাঝে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেছে টিম স্যাণ্ডার্স। এরপরই ফেটে পড়ল প্রচণ্ড আক্রোশে। চলে যেতে উদ্যত কলগার্লের চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল টেবিলের সামনে। এরপর বাছাই করা কিছু গালি ঝাড়ল। এরপরও রাগ না কমায় বাউই ছুরিটা বের করে ফুট খানেক চুল কেটে ফেলল ওর পায়ের কাছে।

ছাড়া পেয়েই কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে ছুটল হতভাগ্য স্যালুন গার্ল।

boighar.com

অশ্লীল হাসি আর মন্তব্য ছুঁড়তে লাগল নরপিশাচের দল। কিছুটা হতাশ, শুধুমাত্র এক ফুট চুলের উপর দিয়ে মেয়েটার ফাঁড়া কেটে যাওয়ায়।

এর আগে দুই কলগার্লকে জবাই করে খুন করেছে টিম স্যাণ্ডার্স ওর বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে রাজি না হওয়ায়। মেয়েরা ওর কাছে শুধুমাত্র বিনোদনের উপাদান।

সহানুভূতি কী জিনিস, সেটা ওর অভিধানেই নেই। সেটা মানুষ বা পশু, যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

ওর স্যাঙাতরা এটা ভাল করেই জানে। তারপরও ওরা ওর দলে থাকে দুটো মাত্র কারণে।

এক, ওর চতুরতা। যার কারণে কোন অপরাধ করেও ওরা নিশ্চিন্তে ফাঁকি দিতে পারে আইনকে। আর দুই, ভাগের বখরা কম-বেশি যা-ই দিক, সেটা দিতে কখনও দেরি করে না ও।

ওর ভাই বাফেলো হেডও ওর মতই হারামজাদা ছিল। ভাই খুন হওয়ার পর প্রতিশোধের নেশায় টিমের হারামিপনা আরও বেড়েছে।

দান হেরে হাতের কার্ডগুলো টেবিলে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যানি। 'আমি ফতুর। এখন যাচ্ছি মেডিলিনের ওখানে। ওই ব্লণ্ডটাকে নিয়ে রুমে ঢুকব। দেখি, ওখানে ভাগ্য খোলে কি না।'

'দেখো। কে নিষেধ করছে! এখানে এতগুলো বড়-বড় হাতের কাছ থেকেই ভাগ্যের সাহায্য পেলে না আর ওই ছোট হাত থেকে আর কী পাবে! সাবধানে থেকো। ওই দুষ্টু দুটো হাত যেন আবার ডাকাত না হয়ে যায়।'

ল্যানির দিকে তাকিয়ে গা জ্বালানো হাসি দিল রোস্টার। দান জিতে বেশ ঝলমলে মুডে আছে।

ওর রসিকতায় যোগ দিল শেয়ালের পাল।

রেগেমেগে বেরিয়ে গেল ল্যানি। যাওয়ার পথে রাগ

ঝাড়ল নিরীহ ব্যাটউইং দরজাটার উপর।

রাগ মাথায় নিয়েই মেডিলিনের ওখানে এসে হাজির হলো ল্যানি।

কিন্তু ওর রাগকে পাত্তাই দিল না ডনোভান লি। দরজায় ঢোকার মুখেই বাধা দিল।

'এখান থেকে দূরে থাকো, ল্যান! টিমের নির্দেশ আছে কাউকে ঢুকতে না দেয়ার,' বলল লি।

'আমি টিমের অনুমতি নিয়েই এসেছি,' বলল ল্যানি। 'এই ব্লণ্ডিকে আমার রুমে নিয়ে যাব।'

'সেটা আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, ল্যানি। কোনরকম অঘটন ঘটলে ভাগ্যে কী জুটবে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।'

উপর-নিচ যতই গরম হোক, ডনোভান লি-র কথা না মেনে উপায় নেই। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হবে ল্যানিকে, যতক্ষণ না লি-র পাঠানো লোক তথ্যটা যাচাই করে ফেরে।

শেষ পর্যন্ত রুমে ঢুকল ল্যানি। হাত বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় ক্যারোলিনাকে টেনে-হিঁচড়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে আনল নিজের রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

রুমে ঢুকেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ল্যানি। ক্যারোলিনার বাঁধন খুলে দিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল। সেই সঙ্গে নিজের পোশাক বিসর্জন দিয়ে জন্মদিনের পোশাকে আবির্ভূত হতে লাগল।

এই ব্লণ্ড সুন্দরীকে দেখে সকাল থেকেই মাথা গরম হয়ে আছে ওর। এখন সামনে পেয়ে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারছে না।

মুখের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে অভিশাপের তুবড়ি ছোটাল ক্যারোলিনা।

'তোমার মুখে ছিটকিনি লাগাও, লি'ল ডার্লিং। নইলে

boighar.com

ওখানে আবার কাপড় গুঁজে দেব,' দিগম্বর হতে-হতে বলল আউট-ল।

'বদমাশ! তোকে হাতের কাছে পেলে টুকরো-টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে আমার ভাই,' চিৎকার করে বলল ক্যারোলিনা।

বিছানার কাছে এসে, ক্যারোলিনার গালে সজোরে চড় বসাল বেজন্মা দুর্বৃত্ত।

'ভাই বলো আর দুলাভাই বলো–কেউই আমাদের খুঁজে পাবে না,' বলল আউট-ল, এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। জোর করে ওর পোশাক খুলতে সচেষ্ট হলো।

সুবিধে করতে পারছে না দুর্বৃত্ত ক্যারোলিনা প্রাণপণে বাধা দেয়ার কারণে। একই সাথে হুমকি দিয়ে চলেছে, 'তুই জানিস আমার ভাই কে? দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি যোদ্ধা ও। সাদারা তো বটেই, ইণ্ডিয়ানরাও ওকে যমের মত ভয় করে।'

'শ্রেষ্ঠ ট্র্যাকার ও। আমার কোন ক্ষতি হলে নরকে গিয়েও বাঁচতে পারবি না ওর হাত থেকে। সেখান থেকেও টেনে বের করবে তোকে।

'বিখ্যাত বাউন্টি হান্টার ও। ও শুধু আমারই না, মৌসুমি বৃষ্টিরও ভাই।'

একটু থমকাল বজ্জাত আউট-ল। এই ব্লণ্ডির পারিবারিক ইতিহাস মোটামুটি জানা আছে ওর। শেরিফ হ্যারি রকফেলারের একমাত্র মেয়ে ও।

ল-ম্যানদের ল্যানি থোড়াই কেয়ার করে। ওদের এলাকার বাইরে গেলেই সব জারিজুরি শেষ। কিন্তু বাউন্টি হান্টারদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। শালারা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি হারামজাদা।

রিওয়ার্ডের লোভে আউট-লদের পাকড়াও করে ওরা।

জীবিত ধরতে না পারলেও সমস্যা নেই। খুন করে লাশ নিয়ে যাবে রিওয়ার্ড মানির জন্য। এলাকারও কোন

সীমারেখা নেই হারামজাদাদের। টাকার লোভে জোঁকের মত লেগে থাকবে। প্রয়োজনে রক্তের হোলি খেলবে। হারামজাদাদের স্যাডলব্যাগে আউট-লদের পাকড়াও করার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ থাকলেও মায়া দয়া নামের বস্তুটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

পয়সার জন্যই যদি নৃশংস হতে পারে, তা হলে নিজের দুই বোনের অপহরণকারীর সাথে কীরকম আচরণ করতে পারে ভেবে একটু থমকাল আউট-ল।

হ্যারি রকফেলারের মেয়ের যে একটা বাউন্টি হান্টার ভাই আছে, জেনে মনে-মনে স্যাণ্ডার্সের বোনকে জড়িয়ে একটা অশ্রাব্য খিস্তি করল।

আউট-লর মধ্যে দ্বিধা দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে অভিশাপের তুবড়ি ছোটাতে লাগল ক্যারোলিনা, 'আমার ভাই ডেযার্ট স্টর্ম যখনই জানতে পারবে আমরা এখানে আছি, ছুটে আসবে এখানে, নরক নামিয়ে আনবে আমাদের উদ্ধার করার জন্য। ওর সাথে থাকবে আমার ভালবাসার মানুষ, বেন ম্যাক্সওয়েল, তোমার বসের ভাইকে যে খুন করেছে। দু'জনে মিলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।'

কথাটা ভালই জানে ল্যানি। টিমের সাথে যোগ দেয়ার আগে ও ছিল বাফেলো হেড-এর বিশ্বস্ত অনুচর। অন্য কাজে সেইদিন শহরের বাইরে থাকায় বেঁচে গেছে বেন ম্যাক্সওয়েল আর নিক ডাল্টনের হাত থেকে।

একা রামে রক্ষা নেই, সাথে সুগ্রীব দোসর।

বাউন্টি হান্টার নামটাই ওর গরম মাথায় তেল ঢেলে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

আর বেন ম্যাক্সওয়েলের কথা শুনে হঠাৎই শীত-শীত করতে লাগল ওর। এতক্ষণে খেয়াল করল গায়ে কোন কাপড় নেই।

ঠাণ্ডা নিবারণের জন্য দ্রুত ন্যাংটো শরীরে পোশাক

boighar.com

চড়াল। এরপর ক্যারোলিনাকে আগের মত হাত-মুখ বেঁধে পৌঁছে দিল মেডিলিনের আস্তানায়।

নিজে ছুটল টিম স্যাণ্ডার্সের সাথে সংলাপে বসতে।

পোকার টেবিলে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে তখনও ছিনিমিনি খেলছে স্যাণ্ডার্স অ্যাণ্ড গং।

ল্যানিকে ঢুকতে দেখে টিপ্পনি কাটল গিবস নামের স্যাঙাত।

'এত তাড়াতাড়ি মাথা ঠাণ্ডা হলো, ল্যান?'

এসব শোনার মত অবস্থায় নেই ল্যানি।

সরাসরি তাকাল টিম স্যাণ্ডার্সের দিকে।

'টিম, তুমি কি জানো, ম্যাজিক বেন ওই মেয়েটাকে উদ্ধার করতে আসছে?'

'না জানার কী আছে? ওকে ভাড়া করেই তো বাফেলোকে খুন করিয়েছে হ্যারি রকফেলার,' বলল টিম স্যাণ্ডার্স। 'মেয়েকে উদ্ধার করতেও ওকেই ভাড়া করবে, এটা তো জানা কথা। এজন্যই তো মেয়েদের আটকে রেখেছি। ওকে হাতে পাওয়ার জন্য।'

'ম্যাজিক বেন যে ওই ব্লণ্ডির প্রেমিক, এটাও নিশ্চয়ই জানো?'

'এটা তো জানা ছিল না,' নড়েচড়ে বসল টিম স্যাণ্ডার্স। 'যাক, প্রতিশোধ নেয়াটা তা হলে আরও মধুর হবে। রসিয়ে-রসিয়ে ওর সামনে নির্যাতন করব ওর গার্লফ্রেণ্ডকে।'

'ডেযার্ট স্টর্মের কথাও তা হলে জানো?' জিজ্ঞেস করল ল্যানি।

'কোন্ ডেযার্ট স্টর্ম?' জানতে চাইল রোস্টার, 'খুন করার আগে শরীরকে যে মোরব্বা কাচা করে, তার কথা বলছ?'

'সেই ডেযার্ট স্টর্ম হলে শুধু মোরব্বা কাচাই করে না,

লাশকে রোস্টও করে ফেলে,' যোগ করল গিবস।

'থামো তো তোমরা,' বিরক্তি প্রকাশ করল টিম স্যাণ্ডার্স, 'এর মধ্যে ডেযার্ট স্টর্মের কথা আসছে কেন, ল্যানি?'

ল্যানি নিশ্চিত হয়ে গেল, ওর বস এখনও ডেযার্ট স্টর্মের ব্যাপারে কিছু জানে না।

'ডেযার্ট স্টর্মের কথা আসছে, কারণ, ওই ব্লণ্ডি আর ইণ্ডিয়ান স্কুঅ ওর বোন,' রুমের মধ্যে ডিনামাইট ফাটাল ল্যানি।

আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল আউট-লদের মনে। নীরবতা গ্রাস করল সবাইকে।

'হায় খোদা!' নীরবতা ভাঙল ওয়েন মার্টিন। 'ওই হারামজাদা হাইব্রিড ইনজুন যত লোক খুন করেছে, পক্সেও মনে হয় তত লোক মারা যায়নি।'

টিম স্যাণ্ডার্সের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিল ওয়েন। আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজের অস্বস্তি লুকাতে পারছে না ও।

'আমি ওর ছুরির নিচে মোরব্বা হতে চাই না। এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে ভাগছি আমি।' সঙ্গী-সাথীদের দিকে ফিরেও তাকাল না ল্যানি। ব্যাটউইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে।

আঠারো

ওকলাহোমা সিটির টেলিগ্রাফ অফিসে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে ক্লার্ক শ্যানন ফেরিস। ডেনভার থেকে আসা বড়

boighar.com

একটা মেসেজ রিসিভ করতে ব্যস্ত।

ওর শিক্ষানবিশ সহকারী হিথ ফক্স খুব স্বাভাবিকভাবে ঢুকল ডিউটি করার জন্য। ইংলিশ ডার্বি হ্যাটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে অভিবাদন জানাল ফেরিসকে।

জবাবে নড করল ফেরিস, সেই সঙ্গে ইশারা করল চুপ থাকার জন্য। কারণ মেসেজটা রিসিভ করে লিখছে ও।

অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তরুণ হিথ ফক্স। অর্থ-বিত্তের অভাব না থাকলেও স্বাভাবিকভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

এর কারণ ওর মায়ের পেশা। শহরের একমাত্র ব্রথেলটার মালকিন ওর মা মেডিলিন ফক্স।

ছেলের লেখাপড়ার জন্য টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সেই পথ ছাড়তে বাধ্য করেছে হিথকে।

যখন বুঝতে শিখেছে, মায়ের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মত পেটের ভাত জোগাড় করার ব্যবস্থা করেছে।

কোনা থেকে ঝাড়ুটা বের করে মেঝেতে জমে থাকা ধুলো ঝাঁট দিল। প্রতিদিনই অফিসে ঢুকে এ-কাজটা করে ও।

সেই সাথে মৃদু স্বরে শিস দিয়ে একটা জনপ্রিয় সুর ভাঁজতে লাগল। এটাও ওর প্রতিদিনের রুটিন।

কিন্তু আজ মাঝপথে থামতে হলো, ফেরিসের কণ্ঠের জরুরি তাগাদা টের পেয়ে।

'হিথ, এই মুহূর্তে শেরিফ অফিসে গিয়ে এই টেলিগ্রামটা দিয়ে এসো। বলবে, অত্যন্ত জরুরি,' বলল ফেরিস। 'সেখানে না পেলে স্যালুনে খোঁজ নেবে। সেখানেও না থাকলে আশপাশে সব জায়গায় খোঁজ নেবে। মোটকথা, যতক্ষণ ওর হাতে মেসেজটা না পৌঁছাতে পারছ, খোঁজ

চালিয়েই যাবে। বুঝেছ?' নিশ্চিত হওয়ার জন্য শিষ্যের মুখের দিকে তাকাল।

নড করল হিথ। মেসেজটা নিয়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ হলকম্বের খোঁজে।

শেষ পর্যন্ত মার্শালকে পাকড়াও করল স্যালুনে, বিয়ার পানরত অবস্থায়।

সিলভার ডলার স্যালুন।

প্রতিদিনই এখানে গলা ভেজাতে আসে শেরিফ। তবে কখনও মাত্রাছাড়া পান করে দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়েছে, একথা শেরিফের চরম শত্রুরাও বলতে পারবে না। এমনিতে অত্যন্ত সজ্জন শেরিফ হলকম্ব। শহরবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেই ওকে পছন্দ করে।

আলোচনারত শেরিফকে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছে না থাকলেও, মেসেজটা জরুরি বিধায় কাজটা করতে হলো হিথ ফক্সকে।

'ইয়েস, সানি,' হিথের দিকে তাকিয়ে বলল শেরিফ, 'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

টেলিগ্রামটা হস্তান্তর করল ও। তারপর ফেরিসের বলা কথা মনে পড়ায় বলল, 'মেসেজটা অত্যন্ত জরুরি, শেরিফ।'

ওকে দু'ডলারের টিপস দিয়ে বিদায় করল শেরিফ।

ড্রিংকের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল, তারের চশমাটা নাকের উপর ঝুলিয়ে দিল। গোল-গোল লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাল সামনে বসা শ্যন মাইকেলের দিকে। সুযোগ পেলেই দু'বন্ধু লাঞ্চ বিরতিতে আড্ডা দিতে আসে এখানে।

'একটু অপেক্ষা করো, শ্যন,' গলার স্বর নিচু করে বলল শেরিফ, 'টেলিগ্রামটা পড়ে নিই। ছেলেটা বলে গেল খুবই নাকি গুরুত্বপূর্ণ।'

মেসেজটা পড়তে-পড়তে বিচিত্র ভাব খেলে গেল শেরিফ

boighar.com

ডেভিড হলকম্বের চেহারায়।

প্রথমে অবাক হলো, এরপর যতই পড়তে লাগল, অবিশ্বাস্য তথ্যগুলো দেখে ওর চোখ ছানাবড়া হলো।

কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে চারদিকে তাকাল শেরিফ। সামান্য সময়ের জন্য চোখ স্থির হলো টিম স্যাণ্ডার্সের টেবিলে।

টেলিগ্রামে ডেনভারের মার্শালের বর্ণনা করা টিম স্যাণ্ডার্সের সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে স্যালুনের এক আউট-লর চেহারা। আরেকজনের সাথেও মিলে যাচ্ছে, সে বসে আছে স্যাণ্ডার্সের সামনে। বর্ণনা দেয়া বাকি তিনজন এখানে নেই, সিদ্ধান্তে এল শেরিফ, হয়তো শহরের অন্য কোথাও আছে। একচুমুকে বাকি ড্রিংকটুকু শেষ করে স্বাভবিক ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়ল শেরিফ।

আর সবার কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও শ্যন মাইকেলের কাছে বিষয়টার অস্বাভাবিকতা চোখ এড়াল না। কোন কারণ জিজ্ঞেস না করে নীরবে অনুসরণ করল বন্ধুকে।

তবে শয়তানের ভাই হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই শ্যনের। অনুসরণ করার আগে, অপচয় না করে গ্লাসের বাকি বিয়ারটুকু পেটে চালান করে দিল। সেই সাথে নিজেদের বিয়ারের দাম শোধ করে বারকিপকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। শেরিফ টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু বিশদভাবে বর্ণনা করল শ্যন মাইকেলের কাছে। সেই সাথে ওর করণীয় সম্পর্কেও একটা আভাস দিল।

'আমার কোন সাহায্য দরকার হলে তোমার কাছ থেকে পাব তো, শ্যন?' জানতে চাইল শেরিফ।

'নিশ্চয়ই, ডেভিড, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তোমার সাথে থাকব আমি,' আশ্বস্ত করল শ্যন মাইকেল।

আলাপরত অবস্থাতেই রাস্তা পেরিয়ে শেরিফ অফিসে ঢুকল ওরা। ডেপুটি জন ম্যাকমিলান আগে থেকেই অফিসে ছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে বিপজ্জনক পরিস্থিতিটা আঁচ করতে অসুবিধে হলো না।

শেরিফ নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

অবশিষ্ট চেয়ারটায় বসে ছিল নিপাট ভদ্র তরুণ জন। বয়স্ক শ্যন মাইকেলকে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে নিজে বসল ওক কাঠের টেবিলটার কোনায়।

'এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা,' বলতে লাগল শেরিফ, 'টেক্সাসের কয়েকজন কুখ্যাত ওয়ান্টেড আসামি আস্তানা গেড়েছে আমাদের এখানে। ওদের খোঁজা হচ্ছে খুন, ধর্ষণ আর অপহরণের অভিযোগে। ওদের অন্তত দু'জনকে আমি স্যালুনে বসা দেখেছি।

'অপহৃত দুই মহিলার ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত, ওদেরকে মেডিলিনের ব্রথেলে আটকে রাখা হয়েছে। এবং ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য কমপক্ষে একজন আউট-ল ওখানে মজুদ আছে। বেশি থাকলেও আশ্চর্য হব না।'

কথা শেষ করে হাতদুটো লম্বা করে দিল শেরিফ। বসা অবস্থাতেই চেয়ারটাকে পেছনের দিকে ঠেলা দিল।

সতেরো বছর ধরে শেরিফ হলকম্বের ভার বহন করে চলা চেয়ারটা এই আচরণ মেনে নিতে পারল না। রিকেটে আক্রান্ত রোগীর মত বাঁকা পাগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল।

বাধ্য হয়ে ভারী শরীরটা তুলে চেয়ারটাকে পেছনের দিকে ঠেলে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করল শেরিফ।

নিজের পরিকল্পনা পেশ করার আগে সবার গলাটা ভেজানো দরকার।

boighar.com

'মেসেজটা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, এই মুহূর্তে স্যালুনে ঢুকে ওই আউট-লদের পাকড়াও করা উচিত। এরপর মেডিলিনের ওখান থেকে মেয়েদুটোকে উদ্ধার করা।' সমর্থনের আশায় ওদের দিকে তাকাল শেরিফ।

কাউকে প্রতিবাদ করতে না দেখে আবার বলল, 'কাজটা খুব দ্রুততার সাথে করতে হবে, কারণ গোলাগুলির শব্দ শুনলেই মেয়েদুটোর পাহারায় থাকা আউট-লরা সাবধান হয়ে যাবে।

'বলা যায় না, ওদের নিয়ে লেজ তুলে পালিয়েও যেতে পারে, তা হলে একমাত্র সুযোগটাও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি। ওদের পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়ার পক্ষপাতী নই আমি,' বলল শ্যন মাইকেল।

ডজ সিটির মত জায়গায় বিশ বছর শেরিফগিরি করার অভিজ্ঞতায় পুষ্ট শ্যন মাইকেলের ঝুলি। আউট-লদের মতিগতি সম্পর্কে ওর জ্ঞানের কোন অভাব নেই।

'যদি স্যালুন থেকে সবাই অক্ষত অবস্থায় বেরুতে না পারি, সেক্ষেত্রে বাকিরা কামার রিকি লি আর লিভারি স্টেবলের হসল্যার জর্জ উইল্টনকে সাথে নিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করতে যাবে। কেউ যাতে পালাতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করবে,' বলল শ্যন মাইকেল।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। অবশেষে একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানো হলো, খুবই সাধারণ কিন্তু কার্যকর।

শ্যন মাইকেল আবার বারে ফিরবে। নিজের জন্য বিয়ারের অর্ডার দেবে। এরপর কোনরকম সন্দেহ তৈরি না করে পজিশন নেবে আউট-লদের পেছনে।

প্রায় একই সময়ে ডেপুটি জন ম্যাকমিলানও ঢুকবে

স্যালুনে, অবশ্যই ডেপুটির ব্যাজ খুলে। পজিশন নেবে দুর্বৃত্তদের এক পাশে।

ম্যাকের কয়েক মিনিট পরে ঢুকবে শেরিফ ডেভিড হলকম্ব। আউট-লদের আত্মসমর্পণ করতে বলবে। যদি ওরা গ্রেফতারে বাধা দেয়, সেক্ষেত্রে বাকিরা শেরিফকে কাভার করবে এবং আউট-লদের গ্রেফতার করতে সাহায্য করবে।

'সবাই সাবধানে থেকো,' নিজের সিক্সগানদুটোর লোডিং চেক করে বলল শেরিফ, 'চাই না আমাদের কেউ আহত হোক।'

বাকি দু'জনও নিজেদের অস্ত্র চেক করে নিল।

স্থির সংকল্প আর পরিপূর্ণ আস্থার সাথে আবার স্যালুনে ঢুকল শ্যন মাইকেল। কাউন্টারের পেছনের বিশাল আয়নায় জরিপ করল আউট-লদের।

এগিয়ে এল বারটেণ্ডার। ওকে পুনরায় বারে ঢুকতে দেখে কিছুটা বিস্মিত।

'তুমি দেখছি আবার ফিরে এসেছ, শ্যন?' বলল বারকিপ।

'আস্তে বলো,' বারকিপকে বলল মাইকেল, 'একটা বিয়ার দাও আমাকে।'

সেয়ানা মাল বারটেণ্ডার। আর কথা না বাড়িয়ে একটা বিয়ার এগিয়ে দিল ওর দিকে।

স্যালুনের বড় আয়নাটার দিকে তাকাল শ্যন মাইকেল। অভিজ্ঞ চোখে দুর্বৃত্তদের প্রতিবিম্বগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল ও।

ওদের পেছনে একটাই মাত্র টেবিল আছে, ফাঁকা। যদিও খুব বেশি কাছাকাছি হয়ে যায়, কিন্তু বিকল্প নেই, ওখানেই অবস্থান নিতে হবে।

পরিকল্পনা মাফিক নিখুঁত টাইমিং-এ স্যালুনে ঢুকল

boighar.com

ডেপুটি জন ম্যাকমিলান, অবশ্যই ব্যাজ ছাড়া। মাইকেলের মতই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে শিকারের পাশে চমৎকার একটা জায়গায় নিজেকে সেট করল। দূর থেকে দু'জনেই আউট-লদের উপর নজর রাখছে। একই সঙ্গে লক্ষ রাখছে দরজার দিকে, কখন মঞ্চে হাজির হয় শেরিফ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেরিফ ডেভিড হলকম্ব প্রবেশ করল স্যালুনে। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল পুরো স্যালুন। ওর বন্ধুরা জায়গা মত অবস্থান নিয়েছে নিশ্চিত হয়ে নড করল।

সঙ্কেত পেয়ে গেল ওরা, অ্যাকশনে যাচ্ছে শেরিফ।

কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই আউট-লদের টেবিলের সামনে দাঁড়াল শেরিফ। পিস্তল বের করে তাক করল টেবিলে বসা দুর্বৃত্তের দিকে, 'তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পালানো তো দূর, একটা পেশীও নাড়ানোর চেষ্টা কোরো না। হাতগুলো টেবিলের উপর উপুড় করে রাখো, যাতে পরিষ্কার দেখতে পাই।'

টিম স্যাণ্ডার্সের মাথায় মুহূর্তের জন্য ল্যানির চিন্তা খেলে গেল, 'হারামজাদা ভাগার জন্য একদম সঠিক সময় বেছে নিয়েছে। আইন ওর নাগাল পাওয়ার আগেই পগারপার হয়ে গেছে বেজন্মাটা। আর ওকে শেরিফের পিস্তলের মুখে পড়তে হচ্ছে।'

হতাশভাবে নিজের মাথা ঝাঁকাল স্যাণ্ডার্স।

উত্তেজনায় স্থির থাকতে না পেরে ডেপুটি ম্যাকমিলান আর মাইকেল টেবিলের দিকে এগোতে লাগল, দুর্বৃত্তদের নিরস্ত্র করার জন্য।

নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি হঠাৎ করেই লাগামছাড়া হলো শেরিফের।

গিবস নামের আউট-ল কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেঝেতে ঝাঁপ দিল, একইসাথে বেপরোয়াভাবে ওর সিক্সগান ড্র করল। বাকিরাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে

ভুল করল না।

তীব্র গোলাগুলি শুরু হলো।

অভিজ্ঞ ল-ম্যানরাও সক্রিয় হলো।

ডেপুটি জন ম্যাকমিলান পাইনের খুঁটির আড়াল নিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলির জবাব দিল।

শেরিফ ডেভিড নিজের ভারী দেহটা আড়াল করার মত কোন জায়গা খুঁজে না পেয়ে বার কাউন্টারের দিকে এগোল। এরপর হাড় ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল কাউন্টারের পেছনে। মেঝেতে নিজের দেহটা পড়ার ধপাস শব্দটা শোনার জন্য প্রস্তুত হলো শেরিফ। কিন্তু কুঁই করে একটা শব্দ হওয়ায় নিজেই চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল আগেই লুকিয়ে থাকা আরেক মাংসের ডিপো বারটেণ্ডারের উপর পড়েছে ও।

বেচারা বারটেণ্ডার ওর ভরবেগ সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে সমান তালে গোলাগুলি চলছে। সেই সাথে ঝনঝন করে ভাঙছে কাঁচ।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বারটেণ্ডারের ডাবল ব্যারেল শটগানটা খুঁজে নিল শেরিফ।

ওদিকে পাইনের খুঁটির আড়াল থেকে সমানে দুর্বৃত্তদের গুলির জবাব দিচ্ছে ম্যাকমিলান। ওর ছোঁড়া একটা গুলি আঘাত করল গালকাটা ওয়েন মার্টিনকে।

নরকের টিকেট পাওয়া প্রথম দুর্ভাগ্যবান হলো ওয়েন মার্টিন।

পাগলের মত গুলি চালাচ্ছে গিবস। ওর একটা গুলি ডেপুটির কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল। আরেকটু পাশ দিয়ে গেলে এতক্ষণে যিশুর বাবার কাছে পৌঁছে যেত জন ম্যাকমিলান।

খিস্তি করল ম্যাকমিলান। ওর পিস্তল নীরব দেখে

boighar.com

কাভারিং ফায়ার করতে লাগল শ্যন মাইকেল।

গোলাগুলির মাঝে হঠাৎ ছেদ পড়ল।

যে যার গান রিলোড করায় ব্যস্ত। সুযোগটা চিনতে ভুল করল না টিম স্যাণ্ডার্স। গুলি করে একটা জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল, ওর কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে জানালাটা।

ভাঙা জানালা দেখে পালানোর ইচ্ছে চাগিয়ে উঠল রোস্টারের মনেও। আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আগেই। মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

জানালা ভাঙার আওয়াজ শুনেই সতর্ক হয়েছিল শ্যন মাইকেল। রোস্টারকে লাফিয়ে উঠতে দেখে সাথে-সাথেই ওকে পেড়ে ফেলল।

ঘাঘু মাল টিম স্যাণ্ডার্স। ও নিশ্চিত, এখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও জানালা থেকে মনোযোগ সরে যাবে সবার। নিজের জীবন দিয়ে ওকে পালানোর সুযোগ করে দেয়ায় রোস্টারকে ধন্যবাদ দিল টিম স্যাণ্ডার্স। এরপর এক লাফে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল।

এদিকে গিবস পড়েছে বেকায়দায়। ওয়েন আর রোস্টারকে নরকের টিকেট পেতে দেখেছে। স্যাণ্ডার্সের ভেগে যাওয়াও দৃষ্টি এড়ায়নি ওর। অথচ কিছুই করার নেই। দরজা-জানালা সবই ওর কাছ থেকে দূরে।

শেরিফ হাতে ডাবল ব্যারেল শটগান নিয়ে একটা ফায়ার করল। কামান দাগার শব্দ হলো। আবার আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাল শেরিফ।

মড়াকে আর মরার ভয় দেখানোর কোন দরকার ছিল না। চিৎকার করে আত্মসমর্পণ করল গিবস।

ডেপুটি শেরিফ জন ম্যাকমিলান বন্দির পিঠে পিস্তলের ব্যারেল ঠেসে ধরল। এরপর সবাই মিলে বন্দিকে নিয়ে রওনা হলো জেলখানার দিকে।

ডেপুটি জন ম্যাকের আহত হওয়ার বিষয়টা ঝুনো শ্যন মাইকেলের চোখেই প্রথম ধরা পড়ল।

'তুমি তো দেখছি আহত হয়েছ, জন?' বলল মাইকেল, 'ডাক্তার দেখাও আগে।'

'আগে কাজটা শেষ করে নিই, তারপর ডাক্তার দেখানো যাবে,' বলল ম্যাকমিলান।

নড করল শেরিফ। নিজের সাগরেদের দায়িত্ববোধ দেখে ওর চওড়া বুক আরও চওড়া হয়ে শার্ট ছেঁড়ার উপক্রম করল।

দুর্বৃত্তকে জেলে আটকে, ওরা তিনজন দ্রুত এগোল মেডিলিনের রঙমহলের দিকে।

শেরিফ ডেভিড হলকম্ব পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশনা দিল।

'জন, তুমি পেছন দিকটা কাভার করো, যাতে পেছনের দরজা দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। শ্যন আর আমি সামনের দিকটা কাভার করব।'

'ধরে নাও আমি জায়গামত পৌঁছে গেছি, শেরিফ,' জবাব দিয়ে সরু প্যাসেজে ঘুরে মেডিলিনের রঙমহলের পেছন দিকে চলে গেল ডেপুটি।

'শ্যন, বোকামি করার তুলনায় অনেক বেশি ঝুনো হয়ে গেছি আমরা,' বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল শেরিফ, 'সুতরাং আগে গুলি করব, পরে দেখতে যাব, কোন্ হারামজাদা মরল।'

'একদম আমার মনের কথা,' বন্ধুর কথার জবাব দিল আরেক ঝুনো।

নিজেদের সিক্সগান হাতে নিয়ে রঙ্গশালার সামনে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল সাবেক ও বর্তমান দুই ল-ম্যান।

আইনকে পতিতালয়ের ভেতর ঢুকতে দেখে অনেক খদ্দেরেরই উত্তেজিত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দ্রুত আইনের

boighar.com

নাগালের বাইরে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

সারা সপ্তাহ পশুর মত খাটে ও। বিনোদন বলতে সপ্তাহের একটা দিন এখানে আসা। মেডিলিনের রঙমহলে আজই ছিল কামার রিকি লি-র সাপ্তাহিক ভিজিটের দিন।

ঢোকার মুখে ওকে পাকড়াও করল শেরিফ। সাপ্তাহিক বিনোদন মাথায় উঠল ওর দুইজনের হাতে উদ্যত অস্ত্র দেখে।

সংক্ষেপে ঘটনা বলে নিজের অতিরিক্ত অস্ত্রটা কামারের হাতে ধরিয়ে দিল শেরিফ।

'যে-ই বন্দুক ওঠাবে কিংবা পালাতে চেষ্টা করবে, নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।'

চওড়া হাসি ফুটল কামারের চেহারায়। বিনে পয়সায় এরকম উত্তেজনাকর বিনোদন মিলবে ভাবতেই পারেনি।

কোল্টটা হাতে নিয়ে ওদের অনুসরণ করল ও।

নেতৃত্ব দিয়ে আগে-আগে চলেছে শেরিফ। সরু সিঁড়ি বেয়ে পেছন-পেছন চলেছে বাকি দু'জন। অবশেষে চিলেকোঠার ল্যাণ্ডিং-এ পৌঁছল ওরা।

ওদেরকে দেখেই গুলি চালানো শুরু করেছে ডনোভান লি।

শেরিফের ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তাড়াহুড়ো করে ছোঁড়া গুলিটা।

পাল্টা গুলি ছুঁড়ল শেরিফ, কোনরকম দয়া-মায়া দেখানোর ধার দিয়েও গেল না।

বুকে সীসা হজম করে চিলেকোঠার মেঝেতে ধপাস করে পড়ল দুর্বৃত্ত। পড়েই থাকল। সতর্কতায় কোন ঢিল দিল না শেরিফ। দেয়াল ঘেঁষে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, আরও কেউ যদি থাকে।

কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে বাকি দু'জনকে উপরে উঠতে বলল।

নিজের ওজনের সমান লাথি হাঁকাল বন্ধ দরজায়। সহ্য করতে পারল না দরজাটা শেরিফের কড়া লাথি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

তিনজনেই পিস্তল ড্র করে একযোগে ঢুকল ভেতরে। মাইকেল ওর পিস্তল উঁচু করে ইতিউতি তাকাচ্ছে, আরও কোন আউট-লকে গুলি করার আশায়।

বাথরুমেও একবার উঁকি দিল। কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পিস্তলদুটো গুঁজে রাখল হোলস্টারে।

নরক গুলজার অবস্থা ভেতরে।

ক্ষতবিক্ষত দুই মেয়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বিছানায়। শব্দ যাতে করতে না পারে সেজন্য মুখের ভেতর নোংরা রুমাল গুঁজে দেয়া হয়েছে।

ওদেরকে মুক্ত করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল শেরিফ। সেই সঙ্গে ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করল।

গভীর কৃতজ্ঞতায় তিন মুক্তিদাতাকে ধন্যবাদ জানাল দুই তরুণী।

মেয়েদের মুক্ত করে ডনোভান লি-র লাশ টপকে বাইরে এল ওরা।

পথে একজনকে ডেকে ডাক্তারকে খবর দিতে বলল শেরিফ। মেয়েদুটো, সেই সঙ্গে ওর ডেপুটিরও চিকিৎসা দরকার।

'তুমি মেয়েদের নিয়ে সিলভিয়ার বোর্ডিং-এ চলে যাও। মেয়েদের পাশাপাশি তোমার ক্ষতটাও পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে বাসায় চলে যেয়ো,' বলল শেরিফ। 'আর সিলভিয়াকে আমার কথা বোলো, যাতে মেয়েদের দিকে খেয়াল রাখে। আমি ডেনভার আর রাইফেল স্টকের শেরিফের কাছে টেলিগ্রাম করছি। ওদের জানিয়ে দিচ্ছি, মেয়েরা নিরাপদে উদ্ধার হয়েছে। আর হ্যাঁ, তুমি, বাছা, খুবই চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।'

boighar.com

'রাইট, দারুণ দেখিয়েছ, জন,' বলল মাইকেল।

দুই অভিজ্ঞ ল-ম্যানের কাছ থেকে এত বড় স্বীকৃতি পেয়ে অভিভূত ম্যাকমিলান। ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে গেল, সিলভিয়ার বোর্ডিং-এ রেখে আসতে।

শেরিফ আর মাইকেল হাঁটা দিল শেরিফ অফিসের দিকে।

'শ্যন,' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল শেরিফ, 'এই মুহূর্তে তোমাকে হুইস্কি অফার করলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খাপছাড়া দেখাবে না। কারণ, এরকম একটা দুর্দান্ত ফাইট থেকে প্রায় অক্ষত ফিরতে পারাটা অবশ্যই উদ্‌যাপন করা উচিত।'

'সে আর বলতে,' সমর্থন দিল মাইকেল, 'এই মুহূর্তে ডাক্তার দেখালেও, প্রেসক্রিপশনে ওষুধের বদলে হুইস্কি লিখত।'

শেরিফ আগেই নিজের দেহটা চেয়ারে আছড়ে ফেলেছে। এবার মাইকেলও ডেপুটির চেয়ারটা টেনে নিয়ে জুত হয়ে বসল ফাইটটা উদ্‌যাপন করার জন্য।

ইতোমধ্যে শহরের ডাক্তার দেখে গেছে ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টিকে। আঘাতগুলো পরিচর্যা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্রও দিয়ে গেছে।

হোটেলের মালিক সিলভিয়া ওদের যত্ন-আত্তিরও কোন ত্রুটি রাখেনি। ওদের জন্য আলাদা-আলাদা রুমের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু মেয়েরা যে ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেটা কাটাতে ওরা একই রুম শেয়ার করতে চেয়েছে।

সিলভিয়াও ওদের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন দিয়েছে। দু'জন কাছাকাছি থাকলে মানসিক আঘাতটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

বইঘর.কম

ওদের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। সেই সঙ্গে ওদের জীর্ণ পোশাক বদলানোর জন্য নতুন পোশাক কিনে এনেছে।

'শাওয়ার শেষে এই গাউনগুলো পরতে পারবে,' মেয়েদের সামনে পোশাকগুলো রেখে বলল সিলভিয়া। 'আর এরপর এই জিন্সের শার্ট-প্যান্ট আর আরামদায়ক জুতো থাকল, বাইরে যাওয়ার জন্য। তোমাদের মাপ মতই কিনেছি।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' বলল ক্যারোলিনা, 'তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ। তোমাকে শুধু ধন্যবাদ দিলে আসলে কম বলা হয়।'

কথা না বলে মৃদু হাসল দয়ালু মহিলা। এরপর মেয়েদের প্রাইভেসি দেয়ার জন্য দরজার দিকে এগোল।

'ম্যা'ম?'

দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সিলভিয়া, ক্যারোলিনার ডাক শুনে থামল। ঘুরল ওদের দিকে।

'ইয়েস, ডিয়ার,' বলল সিলভিয়া।

'তোমরা, বিশেষ করে শেরিফ এবং তুমি, আমাদের জন্য যা করেছ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না,' একটু ইতস্তত করে বলল ক্যারোলিনা, 'কিন্তু আমাদের পরিবার প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের সাথে মিলিত হতে চাই। তুমি কি জানো, এখানকার শেরিফ রাইফেল স্টক-এর শেরিফের কাছে টেলিগ্রাম করেছে কি না?'

'অবশ্যই, মিস,' বলল সিলভিয়া, 'শেরিফ ডেভিড তোমাদের উদ্ধার করার পর-পরই তোমাদের সার্বিক অবস্থা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছে। সরি, ডিয়ার। আমি তোমাদেরকে ব্যাপারটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

'ওখান থেকে শেরিফকে জানানো হয়েছে, তোমার ভাই

boighar.com

এবং সাথে আরেক ভদ্রলোক, নাম সম্ভবত মি. ম্যাক্সওয়েল, রওনা হয়েছে তোমাদেরকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আজই বিকেল চারটার ট্রেনে ওদের পৌঁছার কথা।'

বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ-ক'টা দিন পার করতে হয়েছে ওদের। অনেকদিন পর এ-রকম সুসংবাদ শুনে ওদের আবেগের বাঁধ ভেঙে গেল। শুধু যে দুঃখের দিনের অবসান হয়েছে তা-ই নয়, ওদের প্রিয়তম মানুষেরা আসছে ওদেরকে রিসিভ করার জন্য। আর সেটাও সামান্য সময় পরেই।

অশ্রুসিক্ত নয়নে পরস্পরকে পাগলের মত আলিঙ্গন করতে লাগল মেয়েরা। বেচারা সিলভিয়াও এই উচ্ছ্বাস থেকে রেহাই পেল না। বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই কোনমতে পালিয়ে বাঁচল।

'চারটা কীভাবে বাজে, ক্যারল? এখন থেকে কত দেরি সেটা?' আবেগের বেগ একটু কমলে ক্যারোলিনার কাছে জানতে চাইল মৌসুমি বৃষ্টি।

ওর এই ইণ্ডিয়ান বন্ধুটি যে রিযার্ভেশন থেকে এসেছে, সেখানে টাইমপিস কিংবা দেয়াল-ঘড়ির কোন প্রচলন নেই। ওখানে চাঁদ-তারা-সূর্যই ভরসা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল ক্যারোলিনা, 'এখন থেকে দু'ঘণ্টা পরে।' হোটেলের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল ও। ওর ইণ্ডিয়ান বন্ধু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি লক্ষ করে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'এই ধরো, গোসল আর কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হতে-হতে সময় হয়ে যাবে।'

'অ! তা হলে তো আর বেশি দেরি নেই।' এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে ওর।

বাথরুমে ঢোকার আয়োজন করছে ক্যারোলিনা। মৌসুমি বৃষ্টির চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, বৃষ্টি, কোন সমস্যা?'

সমস্যা হাতে নিয়েই সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করছে মৌসুমি বৃষ্টিও। তাকিয়ে আছে হাতে ধরা জিন্সের জামাকাপড় আর আণ্ডারগার্মেন্টিসের দিকে।

'এগুলো কী?' বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে, মৃদু হাসি ফুটল ক্যারোলিনার মুখে। ওর এই ইণ্ডিয়ান বন্ধুটি বাকস্কিনের পোশাক ছাড়া আর কিছু পরতে অভ্যস্ত নয়। তাই এইসব পোশাক-আশাক দেখে অকূল পাথারে পড়েছে।

'ওগুলো খুবই চমৎকার পোশাক, পরলে তোমাকে খুব মানাবে,' আশ্বস্ত করল ক্যারোলিনা। 'দেখো না আমি পরি। আমাকে কি খুব খারাপ দেখায়?'

কিন্তু মৌসুমি বৃষ্টির ইতস্তত ভাব তাতেও কাটছে না দেখে আবার বলল, 'তুমি যে ধরনের পোশাক পরো সেটা আশপাশে কোথাও পাওয়া যাবে না, সুতরাং একটু কষ্ট হলেও মানিয়ে নাও।'

ও নিজেও বাস্তবতাটা অনুধাবন করতে পারছে। সুতরাং যতক্ষণ না বাকস্কিন পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এই জিনিসেই মানিয়ে নিতে হবে।

উনিশ

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা ঢুকল ওকলাহোমা রেল স্টেশনে।

শেরিফ হলকম্ব বন্ধু মাইকেলকে নিয়ে স্টেশনে হাজির হয়েছে। আগেই খবর পেয়েছে, দুই বাউণ্টি হান্টার আসছে

boighar.com

এই ট্রেনে, মেয়েদুটোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শেরিফরা হাজির হয়েছে ওদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য যে, মেয়েদুটো ইতোমধ্যে মুক্ত হয়েছে এবং সুস্থ ও নিরাপদ আছে।

পথিমধ্যে ঘটে যাওয়া ট্রেন ডাকাতির ঘটনা এবং ডাকাতদের নৃশংসভাবে দমন করার কাহিনিও চাউর হয়ে গেছে শহরে।

বিশাল জমায়েত করেছে জনতা, ঘটনার দুই হিরোকে অভিনন্দন জানানোর জন্য। জনতাকে নিরস্ত করতে হস্তক্ষেপ করতে হলো শেরিফকে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠাল ওদের। তবে কথা দিতে হলো দুই হিরোর সাথে পরে একসময় দেখা করিয়ে দেবে।

ট্রেন পুরোপুরি থেমে গেছে।

নেমে এল দুই উদ্বিগ্ন বাউন্টি হান্টার। এগোতে লাগল লাইভস্টক কার লক্ষ্য করে, সোলস আর বিস্কিটকে নামানোর জন্য।

ওদের দেখে এগোল শেরিফ আর মাইকেল।

'মি. ম্যাক্সওয়েল আর মি. ডেযার্ট স্টর্ম, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে,' বলল শেরিফ। বেনকে না চিনলেও ডেযার্ট স্টর্মের লেবাস দেখে ওদের সনাক্ত করতে অসুবিধে হয়নি।

বেন আর ডেযার্ট স্টর্ম দু'জনেই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বেন, 'তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আমি শেরিফ হলকম্ব, ডেভিড হলকম্ব। সাথে আমার বন্ধু শ্যন মাইকেল,' উত্তর দিল শেরিফ। 'ডেনভারের শেরিফ থর্নটন পুরো ঘটনা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল। ওর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি, তোমরা এই ট্রেনে আসছ।'

নাটকীয় একটা আবহ তৈরি করার জন্য কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাব নেয়ার ইচ্ছে ছিল শেরিফের। ডেযার্ট স্টর্মের পিলে চমকানো শীতল ভ্রূকুটি দেখে তাড়াতাড়ি মুখ খুলল,

'যেহেতু ট্রেনে ছিলে, তাই শেষ খবরটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে পৌঁছেনি। ওই দুই লেডিকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। ওরা এখন হোটেল রুমে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

পরম কাঙ্ক্ষিত সংবাদটা শুনতে পেয়ে ডেযার্ট স্টর্মের দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল একটু শিথিল হলো। ফলে ঠোঁটদুটো একটু আলাদা হওয়ার সুযোগ পেল।

আলাদা হওয়া ঠোঁটদুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব আরও চওড়া হতে-হতে একসময় ঝলমলে হাসিতে পরিণত হলো। বদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বেনের পিঠ চাপড়ে দিল স্টর্ম। সেই সাথে শেরিফ ডেভিড হলকম্ব আর শ্যন মাইকেলকেও ধন্যবাদ জানাতে ভুল করল না। ওদের দু'জনের হাতদুটো আন্তরিকভাবে ঝাঁকিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন।

'বুঝলে, মি. স্টর্ম, সে এক বিরাট ইতিহাস,' হ্যাণ্ডশেক শেষ করে শুরু করল শেরিফ হলকম্ব, 'দুই লেডিকে যেভাবে আমরা উদ্ধার করলাম, প্রথমে...'

প্রমাদ গুনল ডেযার্ট স্টর্ম। শেরিফ যেভাবে তার সাফল্যের কাহিনি ফেঁদে বসার প্ল্যান করছে, সেটা শুনতে গেলে দিন কাবার হয়ে যাবে।

'দেখো, শেরিফ, আমরা ওই দুই লেডিকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব।' শেরিফের গল্পের রাশ টানল ডেযার্ট স্টর্ম। 'আমরা ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে হোটেলটায় যেতে চাই। ওদের সাথে দেখা করার পর যদি তোমার অফিসে বসে পুরো কাহিনিটা শুনি, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি কিছু মনে করবে না?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। তোমাদের মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, আমার অফিসে ড্রিংকের দাওয়াত থাকল। মেয়েদের সাথে দেখা করে অফিসে চলে এসো,' বলল শেরিফ। নিজের সাফল্যের কাহিনি বয়ান করতে না পেরে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন।

শেরিফের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দ্রুত লাইভস্টক কারের

boighar.com

দিকে এগোল ডেযার্ট স্টর্ম। ওকে অনুসরণ করল বেন। মেয়েদের সাথে দেখা করার জন্য দু'জনেই উদ্‌গ্রীব।

'বিশাল একটা পাষাণভার নেমে গেল বুকের উপর থেকে,' নিজের অনুভূতি প্রকাশ করল বেন।

'ঠিকই বলেছ, বেন। এ-ক'দিন মনে হচ্ছিল কলজেটা চেপে কেউ রস বের করে নিচ্ছে,' নিজের অনুভূতি প্রকাশ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

লাইভস্টক কার থেকে বিস্কিট আর সোলসকে নামানো হয়েছে। নিজ-নিজ মনিবকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হ্রেষা ছাড়ল ঘোড়াদুটো। পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওদের অনুভবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করল ওরা। এরপর সওয়ার হলো যার-যার ঘোড়ার পিঠে।

'চলো, তা হলে, যাওয়া যাক,' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'চলো,' হাসি আরও চওড়া করে বলল বেন।

হোটেলের নিচতলাতেই খাবারের ব্যবস্থা।

গরম শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেমে এল দুই তরুণী, খাবারের অর্ডার দিল। খাওয়ার মাঝেই শোনা গেল ট্রেনের হুইসেল।

খাওয়া-দাওয়া দ্রুত শেষ করে হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। লক্ষ্য রেলওয়ে স্টেশন।

ওরা যখন হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রেল স্টেশনের দিকে রওনা হবে, সেই একই সময়ে দুই বাউন্টি হান্টার হোটেলের ফ্রন্ট রেলিং-এ ঘোড়া বেঁধে এগোচ্ছে হোটেলের দিকে।

মৌসুমি বৃষ্টির কোমাঞ্চি চোখই প্রথমে স্পট করল ওর বিগ ব্রাদার ডেযার্ট স্টর্মকে। ক্যারোলিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে।

আশপাশের পরিবেশ বিস্মৃত হলো দুই তরুণী। যেন বাতাসে ভেসে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের প্রিয়জনদের বুকে।

ভাইকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল মৌসুমি বৃষ্টি। সেই সঙ্গে চুমো খেল ভাইয়ের গালে। গভীর মমতায় বোনের চোখের পানি মুছে দিল স্টর্ম। চুমো খেল ওর কপালে।

ক্যারোলিনা বেনের সাথে কোলাকুলি শেষ করে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে ফিরল, দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করল ওর বিগ ব্রাদারকে। সেই সঙ্গে চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল ভাইয়ের গাল।

এর আগে বেনকে কখনও দেখেনি মৌসুমি বৃষ্টি। তবে ক্যারোলিনার কাছে ওর এত গল্প শুনেছে যে মনেই হচ্ছে না অপরিচিত। ক্যারোলিনার কাছেই শুনেছে বেন ওর ভাইয়েরও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ওদেরকে উদ্ধার করতে ভাইকে সাহায্য করছে। ভাইকে ক্যারোলিনার জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে বেনকেও গভীরভাবে আলিঙ্গন করল মৌসুমি বৃষ্টি। ওদের উদ্ধার করতে আসায় ধন্যবাদ দিতেও ভুল হলো না।

আবেগ একটু থিতু হলে দু'জনেই ডেযার্ট স্টর্মকে বগলদাবা করে নিজেদের রুমের দিকে নিয়ে চলল।

নিরীহ ভেড়ার বাচ্চার মত ওদেরকে অনুসরণ করল বেন।

'রুমে গিয়ে তোমরা চটপট গোছগাছ করে নাও, বাড়ির পথ ধরতে হবে,' ওদেরকে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

ভাইকে ছেড়ে লবিতেই গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টি। বাধ্য হয়ে ওদেরকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

'কী হলো, হানি,' জিজ্ঞেস করল বাচ্চা ভেড়া, 'থামলে কেন?'

'তোমরা কি ওই বেজন্মা আউট-লদের পিছু ধাওয়া করতে যাবে না?' জানতে চাইল ক্যারোলিনা।

boighar.com

'অবশ্যই, ছোট পাখি,' উত্তর দিল ডেযার্ট স্টর্ম, 'সেই জন্যই তো তোমাদের ট্রেনে করে বাড়ির পথে রওনা করিয়ে দিতে চাই। এরপর আমরা ওদের ধাওয়া শুরু করব।'

দুই তরুণী এ-ব্যাপারে আগেই ঐক্যজোট গঠন করেছে। আর ওদের মুখপাত্রী হচ্ছে ক্যারোলিনা।

বেনের চোখে চোখ রাখল ক্যারোলিনা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওই চোখের তারায়। শীতল কণ্ঠে বেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'বেন ডেভিড ম্যাক্সওয়েল, স্বয়ং শয়তানেরও সাধ্য নেই আমাদের যেতে বাধা দেয়। তোমাদের কেউ যদি আমাদের সাথে নিতে রাজি না হও, আমরা নিজেরাই ওদের পিছু নেব।'

সম্বোধনের নমুনা শুনেই ওর প্রতিজ্ঞার মাত্রা বুঝতে পেরেছে বেন। সুতরাং ওর মুখে আর কোন কথা জোগাল না।

'তোমরা বাড়ির পথে রওনা হলে, আমরা ওদের নিশ্চিন্তে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারতাম,' যুক্তি দেখাল ডেযার্ট স্টর্ম।

'চলো, ক্যারল,' মুখ খুলল মৌসুমি বৃষ্টি, 'এরা আমাদের কথা মানবে না। সুতরাং আমরা নিজেরাই রাইড করব।'

ওদের সিদ্ধান্তের গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরে আর কথা বাড়াল না ডেযার্ট স্টর্ম।

'ঠিক আছে, তোমরা রাইডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গোছগাছ করো। আমরা ভারী বোঝা নিয়ে রাইড করব না। বাঁধাছাঁদার সময় এই কথাটা মাথায় রেখো। আমরা এর মধ্যে শেরিফ অফিস থেকে একটু ঢুঁ মেরে আসি।'

দুই তরুণী দৃঢ় পদক্ষেপে লবি পেরিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

বেন ওর আইরিশ জ্যাকসের ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে। তার আগে নিজেও লম্বা একটা চুমুক দিয়ে নিয়েছে।

'দুটো মেয়েকে সাথে নিয়ে আউট-লদের ধাওয়া করা। ব্যাপারটা বেশ জমজমাট হবে মনে হচ্ছে,' মনে-মনে বলল বেন। সেই সাথে এগিয়ে চলল শেরিফ অফিসের দিকে।

সিলভার ডলার স্যালুনের ভয়াবহ গানফাইটের বিরাট ইতিহাস বাধ্য হয়ে শুনতে হলো দুই বাউন্টি হান্টারকে। ওদের মনোযোগে যাতে চিড় না ধরে, সেজন্য কিছুক্ষণ পর-পর ওদের ড্রিংকের গ্লাস পূর্ণ করে দিল শেরিফ।

ডেনভারের শেরিফ যে ক'জন আউট-লর বর্ণনা দিয়েছিল, তাদের ওয়ান্টেড পোস্টার দুই বাউন্টি হান্টারের সামনে রাখল।

বেন শেরিফকে আবারও ধন্যবাদ জানাল ওর অসামান্য বীরত্বের জন্য। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মেয়েদুটোর বিশেষ যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা করায়।

নিজের সাফল্যগাথার এত তাড়াতাড়ি পরিসমাপ্তি টানতে রাজি নয় শেরিফ।

'তোমাদের তো আরেকটা কথা বলাই হয়নি,' বলল শেরিফ, 'সিলভার ডলার স্যালুন থেকে এক আউট-লকে আটক করেছি আমি।'

'তাই? কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

শ্রোতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে, মনে-মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল শেরিফ।

'ওকে জেলখানায় আটকে রেখেছি,' গর্ব প্রকাশ পেল শেরিফের কথায়।

'গিবস নামে নিজের পরিচয় দিলেও ওর আসল নাম স্টিভেন কগবার্ন,' গর্বে যদি সত্যিকার অর্থে বুক ফুলে উঠত, তবে শেরিফের আঁটসাঁট জামাটা এতক্ষণে বাঙ্গি-ফাটা হয়ে যেত।

'ওর সাথে একটু কথা বলতে পারব, শেরিফ?' বলল

boighar.com

ডেযার্ট স্টর্ম, 'যদি কোন তথ্য পাওয়া যায়?'

'কোন লাভ হবে না। আমার ডেপুটি কথা আদায় করতে গিয়ে ওর নকশা পালটে দিয়েছে। সামান্য পুঁটিমাছ ও। তেমন কিছুই জানা নেই,' তাড়াতাড়ি বলল শেরিফ। চায় না এই ছোট পুঁটিমাছটা ডেযার্ট স্টর্মের হাতে পড়ে ভাজামাছ হয়ে যাক।

গিবসের পোস্টারটা ভালভাবে দেখল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। 'রাঘব বোয়ালদের পিছু নিতে হবে, পুঁটিমাছ ঘেঁটে লাভ নেই।'

'কোন্ পথে ওরা শহর ছেড়ে ভেগেছে, বলতে পারবে, শেরিফ?' জানতে চাইল বেন।

'সোজা পশ্চিম দিকে,' কোনরকম চিন্তা ছাড়াই জবাব দিল শেরিফ।

বেন এবার ওর পার্টনারের দিকে তাকাল।

'ওরা কোথায় যাচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, স্টর্ম, তাই না?' বলল বেন। এরপর নিজেই উত্তর দিল, 'ওরা যাচ্ছে ওদের আসল আস্তানায়—উল্‌ফ ক্যানিয়ন ব্লাফে। জানে না, ওটার অবস্থান জানা হয়ে গেছে আমাদের। এর চেয়ে চমৎকার আর কিছুই হতে পারে না।'

'আমরা ট্রেনে করে সরাসরি ওদের আগে হাজির হব। লুকিয়ে থাকব ওখানে। ওরা পৌঁছলে পাকড়াও করব সবক'টা হারামজাদাকে।'

কিন্তু বলা যতটা সহজ, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। এটা বেনও জানে। ওকলাহোমা থেকে ডেনভার পর্যন্ত বহু ছোটখাট শহর আর হাইড আউট ছড়িয়ে আছে। আউট-লরা ওদের মূল আস্তানায় না গিয়ে এর যে-কোন একটায় আস্তানা গাড়তে পারে।

সেক্ষেত্রে ট্রেনে গেলে ওদের হারিয়ে ফেরার সমূহ সম্ভাবনা। আর এই শয়তানদের একবার হারিয়ে ফেললে,

দ্বিতীয়বার ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে।

অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো বেন। এই সব অনিশ্চয়তা দূর করার একটাই উপায়, ট্রেইল রাইড। মুখ তুলে চাইল পার্টনারের দিকে। দেখল, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ডেযার্ট স্টর্ম।

'ট্রেইল রাইড,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল বেন।

নড করল ডেযার্ট স্টর্ম।

ওদের গ্লাসটা আবার ভরে দিল শেরিফ।

'এই ড্রিংকটা, তুমি, তোমার বন্ধু এবং বিশেষ করে তোমার আহত ডেপুটির সুস্থতা কামনা করে পান করছি,' টোস্ট করল বেন।

টোস্ট করল ওরাও।

এরপর আরেক দফা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেরিফ অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুই বাউন্টি হান্টার।

রওনা দিল হোটেলের দিকে।

ফ্রন্ট ডোর দিয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। দরজা খুলে দিল সিলভিয়া।

'শুনলাম তোমরা চলে যাচ্ছ,' বলল সিলভিয়া, 'তোমাদের সাথে দু'মিনিট কথা বলতে পারি?'

নারী জাতির প্রতি অত্যন্ত সদয় স্টর্ম। সুতরাং সম্মতি দিতে দেরি হলো না।

সিলভিয়াকে অনুসরণ করে অফিস ঘরের একটা কক্ষে প্রবেশ করল ওরা। সিলভিয়া বসার পর নিজেরাও বসল।

শেরিফ হলকম্ব আগেই সিলভিয়ার ব্যাপারে জানিয়েছে। সেই সাথে মেয়েদের প্রতি ওর দয়ালু ব্যবহারও অজানা নেই ওদের।

ক্যারোলিনা জানিয়েছে ওদের কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়ার পুরো বন্দোবস্ত করেছে সিলভিয়া।

boighar.com

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল বেন, বিল মেটানোর জন্য।

বাধা পেল সিলভিয়ার তরফ থেকে।

'মি. ম্যাক্সওয়েল, তোমাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছি ব্যক্তিগত কারণে, পেমেন্টের জন্য না। শেরিফ ডেভিড আমাকেও এরকম একদল নরপশুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিল। এই মেয়েদুটোর তো তবু তোমাদের মত অভিভাবক আছে, আমার কেউই ছিল না। ডেভিড আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভদ্রমেয়েদের মত বাঁচার একটা পথ করে দিয়েছে।

'ও যখন কাউকে আমার কাছে পাঠায়, সেটার সাথে টাকা-পয়সার কোন সম্পর্ক থাকে না।'

সিলভিয়ার বলা কথাগুলো ওদের মন ছুঁয়ে গেছে। সুড়ুৎ করে মানিব্যাগটা জায়গামত চালান করে দিল বেন। মনোযোগ দিল সিলভিয়ার কথায়।

'আমি আশা করব, তোমরা যেন মেয়েদুটোর উপর সদয় আচরণ করো। ওদের মত নারকীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমাকেও হতে হয়েছিল। প্রতিটা নরপশু ওদেরকে দৈহিক আর মানসিক নির্যাতন করেছে। অথচ ওদের কোন দোষ ছিল না।

'তোমরা দু'জনেই বুদ্ধিমান আর অভিজ্ঞ। আশা করি কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছ?'

নড করল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর গভীর আন্তরিকতার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল দয়ালু মহিলার সাথে। সেই সাথে জানাল কৃতজ্ঞতা।

মাথায় আগুন জ্বলছে ডেযার্ট স্টর্মের। দুর্বৃত্তরা ওর বোনদুটোকে অসম্মান করেছে, ভাবতেই ওর নৃশংস রাগ বিস্ফোরিত হতে চাইছে।

একই রকম অনুভূতি হলেও, ডেযার্ট স্টর্মের রাগের

তুলনায় ওরটা নিষ্পাপ শিশু। বন্ধুর রাগকে হুইস্কি দিয়ে কিছুটা প্রশমিত করার জন্য স্যালুনে নিয়ে গেল ওকে বেন।

'বারকিপ, এটা রিফিল করে দাও,' সিলভার ফ্লাস্কটা বারটেণ্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল বেন, 'তার আগে আমাদের দু'জনের জন্য দুটো করে আইরিশ জ্যাকস।'

প্রথম ড্রিংকটা শেষ করেছে ডেযার্ট স্টর্ম। এসময় বিপত্তিটা ঘটল।

বাকস্কিন পরা ইণ্ডিয়ান দেখে এক আধ-মাতাল ইচ্ছে করে ধাক্কা দিল ওকে। সেই সাথে হাতের বিয়ার ফেলে দিল ওর পোশাকে।

অনুশোচনা তো দূর, নির্বিকারভাবে কাউন্টারে গিয়ে আরেকটা ড্রিংকের অর্ডার দিল। সেই সাথে ওর অবস্থা দেখে বিটকেল একটা হাসি দিল।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্ম। এগোল কাউন্টারের দিকে।

কোন কথা না বলে মাতালের ঘাড় ধরল। এরপর ওর কপাল আর নাক ঠুকতে লাগল চকচকে কাউন্টারে। যখন দেখল হুঁশ হারিয়েছে, কলার আর কোমরের বেল্ট ধরে মাথার উপর তুলল মাতালকে। এরপর দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে।

রাস্তার উপর পড়ল মাতাল। আওয়াজ হলো ধপাস। আর সেই শব্দে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়াল পথচারীরা।

ফিরে এসে নিজের দ্বিতীয় ড্রিংকটা তুলে নিল স্টর্ম।

একটাও কথা না বলে নিজের গ্লাসে মনোযোগ দিল বেন। মাতালের জন্য মনে-মনে আফসোস করছে। বেচারা রুটি সেঁকার জন্য উনুনের বদলে বেছে নিয়েছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

ড্রিংকের দাম চুকিয়ে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

মাতালকে আছাড় মেরে, সেই সঙ্গে দু'পেগ হুইস্কি গিলে

boighar.com

কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম।

'মেয়েদের গোঁ ধরার কারণটা এবার বুঝতে পারছি,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'আমার মনে হয়, অসম্মানের ব্যাপারটা যে আমরা জানি সেটা ওদেরকে বুঝতে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি কী বলো, বেন?'

'তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, স্টর্ম। এটা একটা দুর্ঘটনা। সুতরাং এটা নিয়ে আর কচলাকচলি না করে মাটি চাপা দিয়ে দিই।'

হোটেলের লবিতে ঢুকল ওরা। দেখল, ওদের অপেক্ষায় বসে আছে দুই তরুণী, রাইডের জন্য একদম রেডি।

'তোমাদের দু'জনের দুটো ঘোড়া লাগবে। চলো, আস্তাবলে গিয়ে নিজেদের জন্য ঘোড়া পছন্দ করবে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

মেয়েরা ওদের সাথে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল। এগোল স্টেবলের দিকে।

ওদের দেখে এগিয়ে এল হসল্যার। জানতে চাইল ঘোড়া লাগবে কি না।

নিজেদের প্রয়োজন জানাল বেন।

'ওখানে ঘোড়া রাখা আছে,' বড় একটা শেডের দিকে নির্দেশ করে বলল হসল্যার, 'সময় নিয়ে পরখ করে পছন্দ করে নাও। আমার কাছে ব্যবহৃত কিংবা নতুন–দু'রকম স্যাডলই পাবে। ঘোড়া পছন্দ হলেই যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি ঘোড়া পেয়ে যাবে।'

মেয়েরা দ্রুত এগোল শেডের দিকে, নিজেদের জন্য ঘোড়া বাছাই করতে।

পোড়া ধূসর আর সাদার মিশেলে চকচক করছে অল্পবয়স্ক একটা ঘোড়া। সেই সাথে প্রচণ্ড শক্তিশালী। মৌসুমি বৃষ্টি ঘোড়াটার দিকে বিগ ব্রাদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঘোড়াটা দেখে হাসল ডেযার্ট স্টর্ম। ওর জানাই ছিল এ

বইঘর.কম

ঘোড়াটাই ওর বোন পছন্দ করবে। ছোট বেলায় ওদের বাবা ব্ল্যাক ঈগল ওদেরকে এ-রকম ঘোড়ায় চড়তে দিত। সেই থেকে এ-ধরনের ঘোড়াই মৌসুমি বৃষ্টির একমাত্র পছন্দ। ওর নিজের ঘোড়াটাও অনেকটা এ-রকম দেখতে।

দামাদামি করে ঘোড়া, স্যাডল আর আনুষঙ্গিক জিনিস কিনে ঘোড়াটাকে তৈরি করতে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

তখনও নিজের জন্য ঘোড়া বাছাই করে চলেছে ক্যারোলিনা। বাবা ওকে ঘোড়া চেনার একজন বিশেষজ্ঞ বানিয়েছে। পনেরো মিনিট পর কোরাল থেকে পছন্দের ঘোড়াটাকে বের করে আনল ক্যারোলিনা।

'এটাকে সাজ পরিয়ে দাও, বিগ ব্রাদার,' বলল ক্যারোলিনা।

ঘোড়ার লাগামটা ডেযার্ট স্টর্মের হাতে দিল ও। আঁধার রাতের মত নিকষ কালো একটা মেয়ার ওটা।

নতুন কেনা ঘোড়াগুলো তৈরি হলে সবাই ঘোড়ার পিঠে চড়ল। রাইড শুরু করবে।

'এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা দিনের আলো থাকবে। যাত্রা শুরু করলে বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারব। ভাল একটা ক্যাম্প তৈরির জায়গাও খুঁজে নিতে পারব। আর গতকালের মত যদি চাঁদের আলো থাকে, তা হলে তো আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারব।'

কথা শেষ করে পার্টনারের দিকে তাকাল বেন।

'একদম ঠিক বলেছ,' একমত পোষণ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমার মনে হয় দুই ইয়ং লেডিরও এতে কোন আপত্তি নেই। শয়তানদের ট্রেইলের নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বেশিরভাগ সময় চলার উপরেই থাকব।'

'আমাদের জন্য চিন্তা করতে হবে না, বিগ ব্রাদার,' বলল

boighar.com

ক্যারোলিনা, 'আমরা তোমাদের সাথে সমান তালেই রাইড করব।'

মৌসুমি বৃষ্টিও নড করে ওর সম্মতি জানিয়ে দিল।

অমানুষ শিকারের অভিযানে বের হলো দলটা।

রওনা হওয়ার আগে জেনারেল স্টোরের সামনে একবার থামতে হলো ওদের, জরুরি কিছু সাপ্লাই সংগ্রহ করতে হবে।

বিশ

বাউন্টি হান্টার হিসেবে ডেযার্ট স্টর্ম জীবন্ত কিংবদন্তী। বেন ম্যাক্সওয়েলও কম যায় না। অতীতে এই দুই বাউন্টি হান্টারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, অথচ ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে, এমন কোন শিকার মাটির উপরে নেই।

দুর্বৃত্তরা জানে, প্রয়োজনে নরকের শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে এই দুই বাউন্টি হান্টার। আর এই দুই মহারথী একজোট হলে খোদ শয়তানও দু'বার ভাববে এদের মুখোমুখি হতে।

ওদের দু'জনের বোঝাপড়াটা এতই চমৎকার, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনায় বসার প্রয়োজন হয় না। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই যে যার দায়িত্বটুকু পালন করতে লেগে পড়ে।

তবে এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধুরন্ধর ও বেপরোয়া এক শিকারকে ধাওয়া করছে ওরা।

বইঘর.কম

এটাকে কোনভাবেই বাউন্টি হান্টিং বলা যাবে না।

এর সাথে ডেযার্ট স্টর্মের ব্যক্তিগত সম্মান জড়িত। ওর পারিবারিক সম্মানে হাত দিয়েছে বেজন্মাটা। নির্মম, দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ও। আর এজন্য দরকার পিছুটানবিহীন একাগ্রতা।

এজন্যই কিছুটা অস্বস্তি কাজ করছে ওর মধ্যে। কারণ মেয়েদুটোর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যতই বলুক সমান তালে চলবে, সেটা আসলে অবাস্তব একটা কথা।

বেন আর ও চাইলে রাতেও চলার উপর থাকতে পারবে, বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প না করেই ঘুমিয়ে নিতে পারবে পালা করে। কিন্তু মেয়েদুটোর ন্যূনতম কিছু সুযোগের ব্যবস্থা তো ওকে করতেই হবে।

রাতে থাকার জন্য নিরাপদ একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে। খাওয়া-দাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেজন্য ব্যয় করতে হবে মূল্যবান কিছু সময়, আর সেটারই সবচেয়ে বড় অভাব ওর।

ট্র্যাকার হিসেবে ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু ও নিজে জানে, বেশি দেরি হয়ে গেলে দক্ষ ট্র্যাকারেরও কিছু করার থাকে না।

এর আগে মেয়েদের নিয়ে কখনও অমানুষ শিকারে বের হয়নি ওরা। অথচ ওদের রেখে আসাটা অযৌক্তিক ব্যাপার হত।

প্রায় একই ভাবনা চলছে বেনের মাথাতেও।

তবে এর বাইরে আরেকটি ভাবনাও খেলে যাচ্ছে ওখানে।

প্রেমের মড়া যেমন জলে ডোবে না, সেরকমভাবে প্রেয়ারির ভয়াবহতাও ওর গভীর প্রেমকে ডোবাতে পারেনি, ভেসে আছে চোখের তারায়। সুযোগ পেলেই পিছু ফিরে দেখে নিচ্ছে ক্যারল-ক্যারোলিনাকে।

boighar.com

বিস্কিটের পিঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে রাইড করছে ক্যারোলিনা, নতুন কেনা মেয়ারটায় রাইড করছে বেন।

মৌসুমি বৃষ্টি রাইড করছে সোলসের পিঠে। দুই বাউন্টি হান্টার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই এই ব্যবস্থা করেছে, যাতে নতুন কেনা ঘোড়াদুটো ট্রেইলে অভ্যস্ত হয়ে নিতে পারে।

প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সূর্যটা আস্তে-আস্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আর এই সুবিধেটুকু যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের কাজে লাগিয়ে নিতে চায় ওরা।

সূর্যের তেজ কমে আসার সাথে-সাথে প্রেয়ারির বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের শরীরে। ফলে আরও বেশি দম পাচ্ছে ঘোড়াগুলো। আরোহীদের নিয়ে কাঙ্ক্ষিত দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

ওদের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রেয়ারির বুক। গতি ধরে রাখার জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন। তাই নাকের পাটা আরও ফুলে উঠেছে। দ্রুত আর ছন্দোবদ্ধ গতিতে বয়ে নিয়ে চলেছে রাইডারদের।

পশ্চিমের ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। দৃঢ় সংকল্প সকলের চোখেমুখে। শিকার ধরার জন্য যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ইতোমধ্যে কয়েক ঘণ্টার পথ পেছনে ফেলে এসেছে ওরা।

সারাটা পথ ট্র্যাক করেছে ডেযার্ট স্টর্ম। এই মুহূর্তেও ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

আউট-লদের ট্র্যাক অনেকটাই হালকা হতে শুরু করেছে। সর্বশেষ যে রাইডার এখান থেকে গিয়েছে, সে তার গতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনেছে।

হয় সে অত্যন্ত আস্থাশীল, ভেবেছে অনুসরণকারীরা ওদের ট্র্যাক অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা ঘোড়াটাকে

সাধ্যের অতিরিক্ত খাটিয়েছে, ফলে মারা পড়েছে অবলা প্রাণীটা।

তা হলে দুই পায়ের উপরই ভরসা করতে হবে দুর্বৃত্তকে। সেক্ষেত্রে সামনেই পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে, যদি না বিকল্প ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

প্রেয়ারিতে রাত নেমেছে বেশ আগে। চাঁদের আলোয় পথ চলছিল ওরা। যদিও আগের দিনের তুলনায় আলো অনেকটাই ম্লান। সেই সাথে বিরক্তিকর আপদ হিসেবে জুটেছে মেঘ। সূর্যের সাথে না পেরে চাঁদের উপর বাহাদুরি ফলাচ্ছে। দুর্বল চাঁদটাকে ঢেকে দিয়ে দুনিয়াটাকে আঁধারে ঢেকে দেয়ার পাঁয়তারা করছে।

এই আলো-আঁধারিতে দলবল নিয়ে পথ চলা মোটেও সহজ নয়। বেনকে ক্যাম্প করার জন্য থামতে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। সেই সাথে নিজে আরও আধমাইলের মত এগোল ট্র্যাক করতে। যদি পদব্রজে চলা কোন নরাধমের দেখা মেলে।

ক্যাম্প তৈরিতে লেগে গেল বেন। আশপাশে অভিযান চালিয়ে শুকনো ডালপালা আর ভেঙে পড়া গাছের গুঁড়ি জোগাড় করে আনল ক্যাম্পফায়ারের জন্য।

সাপ্লাই নিয়ে মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল চারজনের জন্য সাপার তৈরি করতে।

ইচ্ছে থাকলেও আর বেশিদূর এগোতে পারল না ডেযার্ট স্টর্ম। এতক্ষণ চাঁদের সাথে ইঁদুর-বিড়াল খেলছিল মেঘ। আলো-আঁধারিতে এগোতে পারছিল ও। কিন্তু এবার ঘন মেঘ চাঁদের গলা টিপে ধরল। কালিগোলা অন্ধকার গ্রাস করল প্রেয়ারির বুক। ট্র্যাকিং তো দূর, পথ চলাই কষ্টকর।

রাজপথ না হলেও পথের রাজা ডেযার্ট স্টর্ম। পথই ওর ঘর, সংসার, সব। পাথেয় তাই ঝোলায় পুরেই পথ চলে ও।

স্যাডল ব্যাগ থেকে মোটা কাপড়ের কয়েকটা ফালি বের

boighar.com

করল। এরপর পথে পড়ে থাকা একটা ডালের সাথে যত্ন করে পেঁচাল ফালিগুলোকে। হাতে তৈরি মশালের আলোয় ফিরে চলল ক্যাম্পের উদ্দেশে।

জ্বলন্ত ক্যাম্পফায়ারের শিখা নেচে বেড়াচ্ছে প্রেয়ারির মৃদুমন্দ বাতাসে, সেই সাথে আলোকিত করে রেখেছে ক্যাম্পটা। চাঁদের অনুপস্থিতিতে নিজেই দায়িত্ব পালন করছে রাতের আঁধার ঘোচাবার।

সবক'টা বেডরোল পেতে রাখা হয়েছে। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে পরিচর্যা করে পানি আর খাবারের ব্যবস্থা করেছে বেন।

ভাজা আলু আর বেকনের সুবাস দূর থেকেই ঝাপটা দিল ডেযার্ট স্টর্মের নাকে।

দূরে একটা নড়াচড়া দেখে সতর্ক হলো বেন। .৪৫-টা কক করল, এরপর উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডেযার্ট স্টর্ম?'

'বেন ম্যাক্সওয়েল?' অন্ধকার থেকে ডেযার্ট স্টর্মের জবাব এল।

সিক্সগানটা নামিয়ে রাখল বেন। সোলসকে নিয়ে আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল ডেযার্ট স্টর্ম। নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে। লাগামটা ধরিয়ে দিল এগিয়ে আসা মৌসুমি বৃষ্টির হাতে। সোলসকে কয়েকটা বিস্কুট খেতে দিল ও। এরপর অস্থায়ী কোরালে চলল, অন্য ঘোড়াগুলোর সাথে রেখে আসতে।

হাতমুখে পানি ছিটিয়ে বেডরোলের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল ডেযার্ট স্টর্ম। সেই সাথে নিজের ব্যর্থতারও বিবরণ দিল। ঘোষণা করল, কাল ভোরে আবার ট্র্যাক খোঁজা শুরু করতে হবে।

বেশ দ্রুত খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলল ওরা। এরপর যার-যার বেডরোলে বসল। ক্যাম্পফায়ারের আলো আঁধারকে

পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। নার্ভাস ভঙ্গিতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে ছায়াগুলো। মেয়েদুটোর মানসিক অবস্থাও অনেকটা ওরকমই, ভাবল ডেযার্ট স্টর্ম। ইচ্ছে হচ্ছে ওদেরকে কিছু আশ্বাসবাণী শোনায়।

কিন্তু চাইলেও সেটা করা উচিত হবে না। ওদের লাঞ্ছনার ঘটনা ওদের জানা আছে, মেয়েদের এটা কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা নষ্ট হবে। নিস্তব্ধ পরিবেশটা হালকা করার জন্য নতুন একটা প্রসঙ্গ তুলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ছোট পাখি,' ক্যারোলিনাকে লক্ষ্য করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'বেনের কাছে শুনলাম তোমার মেয়ারটা নাকি দুর্দান্ত?'

'ঠিকই শুনেছ, বিগ ব্রাদার,' জবাব দিল ক্যারোলিনা।

'ওর জন্য কোন নাম ঠিক করেছ?'

'সত্যি বলতে কী, এ ব্যাপারে এখনও কোন ভাবনাচিন্তা করিনি,' বলল ক্যারোলিনা, 'তবে নাম তো একটা অবশ্যই রাখব।'

'তোমার কী অবস্থা, লিটল সিস্টার?' মৌসুমি বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমি অবশ্য আমার ঘোড়ার নাম ঠিক করে ফেলেছি,' ঘোড়াটার দিকে দীর্ঘক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল ও।

'চমৎকার, বৃষ্টি,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ক্যারোলিনা, 'সেটা কি আমাদের জানাবে, নাকি গোপন রাখবে?'

'ওর নাম হচ্ছে ডেযার্ট ঈগল,' বলল মৌসুমি বৃষ্টি। 'আমার সবচেয়ে প্রিয় দু'জন মানুষের সাথে মিলিয়ে ওর নাম রেখেছি।'

'দারুণ!' নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল ক্যারোলিনা, 'নামটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।'

'আমারও,' বলল বেন।

boighar.com

তিনজনই তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে, ওর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য।

'খুবই সুন্দর নাম রেখেছ, বাবা শুনলে খুবই খুশি হবে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'কেন, পার্টনার, তুমি খুশি হওনি?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'অবশ্যই হয়েছি। লিটল সিস্টার বুদ্ধি করে এমন চমৎকার একটা নাম রেখেছে, আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কে হবে?'

মৌসুমি বৃষ্টির মুখ ঝলমল করে উঠল হাসিতে। ভাইয়ের এই মন্তব্য ওর কাছে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি।

কথার রেশ আস্তে-আস্তে কমে এল।

ক্যাম্পফায়ারের কাঠ পোড়ার পটপট শব্দ আরও জোরাল হচ্ছে। গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে রাতের নিজস্ব শব্দ।

বেডরোল ছেড়ে উঠল ডেযার্ট স্টর্ম। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। চোখ রাখবে যাতে আচমকা কোন বিপদ হাজির হতে না পারে।

যদিও প্রেয়ারির বুকে রয়েছে, তারপরও মেয়েদের সাথে রয়েছে পরম নির্ভরযোগ্য দুই প্রিয়জন। চরম ক্লান্ত দেহ বেডরোলে রাখতেই ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েরা।

চোখ বন্ধ করল বেনও। জানে, ওর পালা এলে, জাগিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমাতে যাবে ওর পার্টনার। দূর থেকে ভেসে আসছে নিঃসঙ্গ নেকড়ের ডাক। ঘুমিয়ে পড়ল বেন।

শেষ পালার দায়িত্ব পড়েছিল বেনের। সুতরাং ঘুম ভাঙানোর দায়িত্বটাও পালন করতে হলো ওকে। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল সবাই।

গতকাল শেষের দিকে ট্র্যাক করতে পারেনি ওরা। একে তো অন্ধকার, সেই সাথে অস্পষ্ট ট্র্যাক। সুতরাং সকালের আলো ফোটা মাত্রই নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়ল সবাই।

'চলো, সবাই ছড়িয়ে পড়ে ট্র্যাক খুঁজি। এতে কম সময়ে

বইঘর.কম

বেশি এলাকা কভার করতে পারব,' বলল বেন। আজ দলটাকে ও-ই লিড করছে। সেই সঙ্গে মাটির দিকে কড়া নজর রাখছে, যাতে কোন কিছু দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

গতকাল যেখানে শেষ করেছিল, আজ সেখান থেকেই শুরু হলো ট্র্যাকিং।

'এই যে, এখানে, বিগ ব্রাদার!' চিৎকার করে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মৌসুমি বৃষ্টি।

ডেযার্ট স্টর্ম সোলসের লাগাম টানল। হালকাভাবে ডানদিকে ঘোরাল ঘোড়াটার মুখ। এরপর ডেযার্ট ঈগলের পাশে থামাল সোলসকে, যেখানে ট্র্যাক আবিষ্কার করেছে মৌসুমি বৃষ্টি।

একে-একে সবাই উপস্থিত হলো সেখানে। যার-যার বাহন থেকে নেমে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল ট্র্যাকগুলো।

'নিশ্চিত এই রাস্তা দিয়ে গেছে শয়তানের দল,' বলল মৌসুমি বৃষ্টি, 'ধরে ফেলাটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকাল বেন।

ভাল লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও নারীর সক্ষমতায় খুব একটা আস্থা নেই ওর।

'তোমার কী ধারণা, স্টর্ম?' বলল বেন।

মৌসুমি বৃষ্টির দক্ষতার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই ডেযার্ট স্টর্মের।

'লিটল সিস্টার ঠিকই বলেছে। এখন একমাত্র কাজ ওদের পশ্চাদ্ধাবন করা।'

'তা হলে চলো, সময় নষ্ট না করে এগোতে থাকি,' বলল বেন।

boighar.com

একুশ

দম বন্ধ করা দৃশ্যটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ডেযার্ট স্টর্মের। তাকিয়েই থাকল ঈশ্বরের সৃষ্ট বিস্ময়কর ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে।

মাইলের পর মাইল পাহাড়সারির মাঝে দিগন্তবিস্তৃত উর্বর উপত্যকা। যতদূর চোখ যায়, লম্বা, সবুজ আর ঘন ঘাসের সমুদ্র।

মেস্কিট, ওক, স্প্রুস সহ নাম না জানা অসংখ্য গাছ, ডালপালা মেলে নিজেদের সাধ্যমত আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

শশব্যস্ত শশকেরা ভুট্টার দানা নিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সাদা লেজের হরিণ ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আগ্রহ হারাল। আবারও মন দিল খাওয়ার দিকে।

বাতাসের সমুদ্রে লাল রঙের বিশাল ডানা মেলে রাজসিক ভঙ্গিমায় ভেসে বেড়াচ্ছে বাজ।

অথচ এর সব কিছুরই অর্থ এক-একজনের কাছে এক-এক রকম, ওর কাছে, ওর সঙ্গী রাইডারদের কাছে। এমন কী হারামজাদা টিম স্যাণ্ডার্সের কাছেও।

'বিশ্বাস করো, স্টর্ম, যদি পিছুটান না থাকত, বিশেষ করে ওই হারামজাদাদের ঝামেলা না থাকত, তা হলে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে এখানেই থিতু হতাম,' বিস্কিটের গতি একটু কমিয়ে বলল বেন।

'মজার ব্যাপার কি জানো, বেন,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম।'

'আমিও,' বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

'আমিও!' শেষ সদস্য ক্যারোলিনাও যোগ দিল।

নির্মল প্রকৃতি সমানভাবে আলোড়িত করেছে ওদেরকে। একই সাথে হেসে উঠল সবাই।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল বেন। কারণ দলের অঘোষিত মুখপাত্র ও। 'হয়তো অন্য কোন সময়ে।'

ওদের সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেল কথাটা–হয়তো অন্য কোন সময়ে।

সেই সকাল থেকে রাইড করছে ওরা। চোখেমুখে আগামী দিনের স্বপ্ন খেলা করলেও কেউই ঘুমিয়ে পড়েনি ঘোড়ার পিঠে। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য থেমেছিল দুপুরের খাবার আর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য। রাতের জন্য তড়িঘড়ি করে ক্যাম্প করল।

সূর্য কমলা রঙের আলো ছড়ানোর আগেই ক্যাম্প গোটানোর কাজ শুরু করে দিল দুই বাউন্টি হান্টার। মেয়েরা দ্রুত নাস্তা তৈরি করল। সকলেই উদ্‌গ্রীব ট্রেইলে রওনা হওয়ার জন্য, যত দ্রুত সম্ভব শিকারকে ধরতে চায়।

এগিয়ে চলেছে দলটা।

অনেকক্ষণ ধরেই কানে আসছে বয়ে চলা পানির কুলকুল শব্দ।

ধীরে-ধীরে বাড়ছে শব্দটা।

হঠাৎ করেই ট্রেইল আগলে দাঁড়াল প্রমত্তা কানাডিয়ান নদী।

ট্রেইলের রুক্ষতাকে রুখে দিয়েছে তীরের কালো কাদামাটি।

চারজনের দলটা নদীর যে অংশে এসে থেমেছে, সেটাই

boighar.com

কানাডিয়ান নদীর সবচেয়ে কম চওড়া জায়গা। সেই সঙ্গে চরম পিচ্ছিল। এর কারণ কাদামাটির সাথে বয়ে চলা নুড়ি পাথরের মিছিল।

প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে কানাডিয়ান রিভার। এই তীব্রগতিতে ছুটে চলা পানিতে কোন মানুষ বা প্রাণী বেকায়দায় পড়লে মুহূর্তেই ভেসে যাবে বহু দূরে। তবে ডুবে যাওয়ার আগে নিশ্চিতভাবে হাড়গোড় ভাঙবে বেশ কয়েকটা। এরপরও শান্তিতে মরতে পারবে না বেচারা। বড়-বড় বোল্ডার ধাক্কাতে-ধাক্কাতে নিয়ে যাবে আরও সামনের দিকে।

বিষয়টা মাথায় রেখে, স্যাডল থেকে দড়ির বাণ্ডিলটা নামাল ডেযার্ট স্টর্ম। এক প্রান্তে নট বাঁধল। এরপর মৌসুমি বৃষ্টির মাথার উপর দিয়ে নিয়ে এসে কোমরে জড়িয়ে দিল লাইফ লাইন। ডেযার্ট স্টর্মের দেখাদেখি, ক্যারোলিনাকেও একইভাবে দড়ির প্রান্তে আটকে নিল বেন।

কানাডিয়ান রিভার পারাপারের নেতৃত্ব দিতে এগোল সোলস। ডেযার্ট স্টর্ম মৌসুমি বৃষ্টির নিরাপত্তা দড়ির একটা প্রান্ত নিজের বাহুতে জড়িয়ে নিল। সেই সঙ্গে স্টিরাপের মধ্যে পা ভালভাবে ঢুকিয়ে নিল, শরীরটা মিশিয়ে দিল সোলসের পিঠের সাথে। ধীরে-ধীরে নদীর কিনারে এগোচ্ছে সোলস।

নদীর কিনারে একমুহূর্তের জন্য থামল ঘোড়াটা।

সামনের পা একটু ভাঁজ করল। এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কানাডিয়ান রিভারের বুকে। শরীরের সাথে লেপ্টে রয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম। ধীরে-ধীরে শরীর সোজা করল সোলস। অত্যন্ত সাবধানে এগোতে লাগল তীব্র স্রোতের বিপক্ষে। সেই সাথে ডেযার্ট ঈগলকেও টো করছে।

কথায় বলে, একিনে দরিয়া পার। ওস্তাদ সোলসের পদাঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে কানাডিয়ান দরিয়া পেরিয়ে গেল ডেযার্ট ঈগল।

ওদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিস্কিটও ঝাঁপিয়ে পড়ল

বইঘর.কম

পানিতে। পূর্বসুরিদের দেখানো পথ অনুসরণ করে খরস্রোতা নদী পেরিয়ে গেল বেন আর ক্যারোলিনা।

নিরাপদে নদী পেরিয়ে চারজনই ওদের ঘোড়া থেকে নামল। ঘাড়-গলা আদর করে চুলকে দিল বাহনের। সেই সঙ্গে অভিনন্দন জানাল ঘোড়াগুলোকে, সফলভাবে নদী পার হওয়ার জন্য। দানা খেতে দিল পুরস্কার হিসেবে।

কাদাতে ডেবে যাওয়ায় ঘন চটচটে কাদা লেগে ছিল ঘোড়াগুলোর খুরে। আটকে থাকা কাদা পরিষ্কার করে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল ওরা।

আবার শুরু করবে পথ চলা।

নড়াচড়াটা ডেযার্ট স্টর্মের চোখেই প্রথম ধরা পড়ল, ওদের প্রায় একশ' গজ সামনে গাছগুলোর পেছনে।

এগোতে হলে ওই জায়গাটা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। অন্যথায় ঘুরপথে রওনা হতে হবে। সেক্ষেত্রে খরস্রোতা নদীটাকে আবার পার হতে হবে। যেটাকে কোন বিচারেই স্বাস্থ্যকর বলা যাবে না।

নদীতে নামলেও সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে ওরা। যে-কেউ তখন পাখি শিকার করার মত ওদের ঝোলায় পুরতে পারবে।

বেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'বেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজন জুটেছে, উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য।'

'শ্বশুরবাড়িটা কার, তোমার না আমার?' পাল্টা রসিকতা করল বেন। তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের নির্দেশিত জায়গাটার দিকে।

'সম্ভবত পাঁচজন,' বলল বেন। কথা বলার ফাঁকে স্যাডল থেকে নিজের উইনচেস্টারটা বের করে নিল। কক করল, লোডেড আছে কি না নিশ্চিত হয়ে নিল।

'অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ান, সুতরাং ইণ্ডিয়ান হিসেবে আমারই

boighar.com

হওয়ার কথা,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। কথার সাথে হাতও চলছে ওর।

স্ক্যাবার্ড থেকে চামড়ায় মোড়ানো লম্বা ব্যারেলের রাইফেলটা বের করে হাতে নিল।

ভীতিকর 'অ্যাপাচি' শব্দটা শুনে মৌসুমি বৃষ্টি এবং ক্যারোলিনা দু'জনেই তাকাল ওদের বিগ ব্রাদারের দিকে। ওদের চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ভয় আর উৎকণ্ঠা।

ব্যাপারটা লক্ষ করে ওদের আশ্বস্ত করার প্রয়াস চালাল ডেযার্ট স্টর্ম।

'দেখো, সিস্টার্স, উদ্বেগের কিছু নেই। আমরা দু'জন ওদেরকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। তোমরা এই ঝোপের আড়ালে অবস্থান নাও। ঘটনা যা-ই ঘটুক এখান থেকে বেরোবে না। তোমাদের গানগুলো হাতের কাছে রেখো। কিন্তু আবারও বলছি একদম শেষ অবস্থা ছাড়া ব্যবহার কোরো না, সেম সাইড হতে পারে। বুঝেছ?'

দুই তরুণীই মাথা নাড়ল।

ইতোমধ্যে লুকোচুরি ছেড়ে নিজেদের প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে অ্যাপাচি দলটা। ঘোড়ার পিঠে গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে। সংখ্যার আধিক্যে নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আস্থাশীল। চকচকে বল্লম আর ঝকঝকে ফলার টোমাহকে (নেটিভ আমেরিকানদের ব্যবহৃত হালকা কুঠার) আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে হাল আমলের পিস্তল।

ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন .৪৫-এর ফিতেটা ঢিলে করে রাখল, যাতে মুহূর্তের নোটিশে নরক নামিয়ে আনতে পারে।

'রেডি, পার্টনার?' বেনের দিকে তাকিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

নড করল বেন।

'তা হলে চলো, দুলাভাই কী চিয, দেখিয়ে দিই

বইঘর.কম

শালাদের,' বলল কোমাঞ্চি ওয়ারিয়র।

পিলে চমকানো রণহুঙ্কার ছেড়ে আক্রমণে গেল ডেযার্ট স্টর্ম। একই কায়দায় ওকে অনুসরণ করল বেন।

অ্যাপাচি ওয়ার পার্টিও সহজ শিকার ভেবে তেড়ে এল ওদের দিকে।

বাম হাতে সোলসের লাগাম ধরে রেখেছে ডেযার্ট স্টর্ম। ডান হাতে ধরা লম্বা ব্যারেলের রাইফেলটা। ওটাকে কোমরের লেভেলে নিয়ে এসে বাঁটটাকে কনুই দিয়ে চেপে ধরল শরীরের সাথে, একই সঙ্গে টেনে দিল ট্রিগার।

লম্বা ব্যারেল অগ্নি উদ্‌গীরণ করল, সেই সঙ্গে প্রেয়ারির বুক বিদীর্ণ করে দিল বজ্রপাতের শব্দ। যাকে লক্ষ্য করে দাগা হলো পঞ্চাশ গেজি কামান, সে ততক্ষণে অ্যাপাচিদের পূর্বপুরুষে পরিণত হয়েছে। পড়ার ধপাস শব্দটা মধুবর্ষণ করল ডেযার্ট স্টর্মের কানে।

এদিকে বিস্কিটের লাগাম ধরার জন্য কোন হাত খুঁজে না পেয়ে অজুহাত খুঁজতে যায়নি বেন। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে লাগাম।

ওর এক হাতে .৪৫, অন্য হাতে উইনচেস্টার।

বদ্ধ উন্মাদের মত এগোল দুই অ্যাপাচির দিকে। একই সাথে গর্জে উঠল ওর দুই হাতের দুই অস্ত্র।

এক অ্যাপাচি যোদ্ধার বক্ষপিঞ্জর ভেদ করে হৃদয়টা অচল করে দিল .৪৫-এর সীসা। বুকভাঙা আর্তনাদ করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল সে।

উইনচেস্টারের সীসায় তৈরি হওয়া তৃতীয় নয়ন নিয়ে শয়তানের সাথে দেখা করতে চলল আরেকজন।

প্রথম অ্যাপাচিকে ঘায়েল করে, তখনও স্থির হয়নি ডেযার্ট স্টর্ম, পেছন থেকে ওর দিকে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল আরেক অ্যাপাচি। হাতে ধরা বল্লমটা সজোরে ছুঁড়ে মারল ওর

boighar.com

দিকে। চোখের পলকে সোলসের মুখ ঘোরাল স্টর্ম অ্যাপাচির দিকে। চকচকে, তীক্ষ্ণ ধাতব ফলাটা সামান্য দূর দিয়ে ওকে অতিক্রম করল।

গতিজড়তার কারণে কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে কোমাঞ্চি আর অ্যাপাচি পরস্পরকে অতিক্রম করল।

আবারও ঘোড়া ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো দুই যোদ্ধা। তবে ডেযার্ট স্টর্মের তুলনায় অ্যাপাচির গতি খুবই ধীর।

এটাই জয়-পরাজয়ের নিয়ামক হয়ে উঠল। লং ব্যারেল রাইফেলটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা গরম সীসা আবারও হয়ে উঠল মৃত্যুর প্রতিনিধি। বেরিয়ে গেল অ্যাপাচির ফুসফুস ভেদ করে। বাতাসের জন্য খাবি খেতে-খেতে শেষ আশ্রয় নিল লোকটা প্রেয়ারির বুকে।

শেষ অ্যাপাচি এই ভয়াবহ সংঘর্ষ আর গুলিবৃষ্টির মাঝেও অক্ষত অবস্থায় ওদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন ছুটছে ছোট ঝোপটা লক্ষ্য করে, যেখানে ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টি লুকানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে।

বোনদুটো মারাত্মক বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেখে মাথায় খুন চেপে গেল ডেযার্ট স্টর্মের। নির্দয়ের মত লাগাম টেনে ধরল সোলসের। তাল সামলাতে দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল ট্রেইণ্ড অ্যাপালুসা।

দক্ষ অ্যাথলেটের মত দু'পায়ের উপর ভর রেখেই শরীর ঘুরিয়ে নিল। প্রভুর নির্দেশিত দিকে ধাবিত হলো।

ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে চলেছে অ্যাপাচি। ওর লক্ষ্য মৌসুমি বৃষ্টি।

ডেযার্ট স্টর্ম বেশ খানিকটা পেছনে। মেয়েদের গায়ে লাগতে পারে, সেজন্য গুলি চালাতে পারছে না।

সোলসের পেটে স্পার দাবাল ডেযার্ট স্টর্ম। উদ্দেশ্য, অ্যাপাচির আগে মৌসুমি বৃষ্টির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো।

বেনও বিপদের প্রকৃতি বুঝতে পারছে। ওর ঘোড়াও

অ্যাপাচির দিকে ধাওয়া করল। সেই সাথে তাক করল .৪৫-টা।

অ্যাপাচি যোদ্ধাও সেয়ানা কম না। গুলির হাত থেকে বাঁচতে ওর বিপরীত দিকে, ঘোড়ার পেটের সাথে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ট্রিগার টিপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে .৪৫-এর নল আকাশের দিকে তুলে ফেলল বেন। এখন গুলি চালালে নিশ্চিত আঘাত পাবে মেয়েদুটো।

প্রভুকে এতটা নির্দয় ব্যবহার কখনও করতে দেখেনি সোলস। সুতরাং মরণপণ সমস্যাটা ওরও বুঝতে অসুবিধে হলো না। দমের শেষ বিন্দুটুকু ব্যবহার করল সর্বোচ্চ গতি তোলার জন্য।

অ্যাপাচি যোদ্ধার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে দিল প্রভুকে। কিন্তু ব্যর্থ হলো প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে।

মৌসুমি বৃষ্টির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো আর সম্ভব হলো না ডেযার্ট স্টর্মের।

চরম আতঙ্ক নিয়ে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে বেন।

দেখল, ঘোড়া থেকে লাফ দিচ্ছে অ্যাপাচি যোদ্ধা, আর ব্রেভের লক্ষ্য মৌসুমি বৃষ্টি।

হঠাৎ বিপদের মুখে পড়ে নড়তে-চড়তে ভুলে গেছে মৌসুমি বৃষ্টি।

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে লাফিয়ে ওঠা ব্রেভের দিকে।

শেষ পর্যন্ত সামান্য এক অ্যাপাচির কাছে হার স্বীকার করতে হবে? ন'বছর বয়স থেকে ব্ল্যাক ঈগলের কাছে তালিম নেয়া সব শিক্ষা আজ ব্যর্থ হয়ে যাবে? সামান্য এক অ্যাপাচি ব্রেভ হারিয়ে দেবে ডেযার্ট স্টর্মকে?

ভাবনাগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে গেল ওর অহমিকায়।

খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চি

boighar.com

ওয়ারিয়র–জেরাল্ড 'ডেযার্ট স্টর্ম' মিডলটন।

হাত থেকে ফেলে দিল লং ব্যারেল রাইফেল, সেই সাথে ছেড়ে দিল সোলসের লাগাম। লাফিয়ে উঠল শূন্যে। নিজের গতির সাথে যোগ হলো সোলসের গতি। মৌসুমি বৃষ্টির সামনে প্রতিরক্ষা ঢাল হয়ে দাঁড়ানো হলো না ওর।

উড়ে চলে এল মৌসুমি বৃষ্টির পেছনে। ওর আগেই মৌসুমি বৃষ্টিকে স্পর্শ করল ব্রেভ।

তীব্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মৌসুমি বৃষ্টির গলা চিরে।

বেন ম্যাক্সওয়েলের মত দুর্ধর্ষ বাউন্টি হান্টারও আঁতকে উঠল রক্ত হিম করা দৃশ্যটা দেখে।

দুটো দেহ প্রায় একই সাথে ঘোড়া থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। তবে গতির কারণে ডেযার্ট স্টর্ম উঠে পড়ল অ্যাপাচির উপরে। উড়ন্ত অবস্থাতেই হিপ পকেটে হাত দিল ডেযার্ট স্টর্ম। হাতে উঠে এল 'মৃত্যুর ছায়া', চোদ্দ ইঞ্চি ফলার বাউই ছুরিটা।

রোদ লেগে ঝিক করে উঠল ছুরিটা। ফাঁক হয়ে গেল ব্রেভের গলা। লাল ফোয়ারা ভিজিয়ে দিল মৌসুমি বৃষ্টির নিটোল পা-দুটো।

মুণ্ডটা ছিটকে পড়ল ঘাসবনের ভেতরে।

ক্যারোলিনাই আগে নিজেকে সামলে নিল। বান্ধবীর অবস্থা দেখে দ্রুত ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল একটা গাছের আড়ালে। ক্যান্টিন থেকে পানি বের করে খেতে দিল। পরিষ্কার করে দিল রক্তের দাগ। সেই সাথে সান্ত্বনা দিল বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ায়।

ইতোমধ্যে বেনও চলে এসেছে ডেযার্ট স্টর্মের পাশে। গানগুলো রিলোড করে নিচ্ছে।

'পার্টনার, একেবারে নরক দেখিয়ে ছেড়েছ তোমার শ্যালকদের,' পরিবেশ হালকা করার জন্য কৌতুক করল বেন।

বইঘর.কম

কিন্তু আশপাশের কোন বিষয়ের উপর খেয়াল নেই ডেযার্ট স্টর্মের।

দুই হাত উপরে তুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বিড়বিড় করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে মহান আত্মাদের প্রতি, যারা প্রতিটি মুহূর্তে ওকে অনুসরণ করে চলেছে, ওদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছে।

প্রার্থনা শেষ করে ডেযার্ট স্টর্ম যখন ওদের কাছে এল, বেন আর ক্যারোলিনা–দু'জনে মিলে মৌসুমি বৃষ্টিকে তখন অনেকটাই স্বাভাবিক করে এনেছে। ডেযার্ট স্টর্ম এসে ওর পাশে বসে পড়ল।

তাকাল ছোট বোনের দিকে। বুঝতে পারছে বেচারির মনে কী ভয়ানক তোলপাড় চলছে। এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ও মৌসুমি বৃষ্টিকে, অন্যহাত দিয়ে চিরুনির মত করে এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিল, যেগুলো ওর চেহারাটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

বিগ ব্রাদারের বুকে মাথা রেখে বসে আছে মৌসুমি বৃষ্টি।

কারও মুখেই কথা নেই।

দু'জনেই নীরব। কিন্তু এই নীরবতাই কোটি শব্দের চেয়েও বেশি আশ্বস্ত করছে মৌসুমি বৃষ্টিকে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'লি'ল সিস্টার,' নরম সুরে বলল সে, 'আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহের আত্মাদের আশীর্বাদ প্রতিনিয়ত অনুসরণ করে চলেছে আমাদের। এই বিপদ থেকেও তারাই আমাদের রক্ষা করেছে। পদ্ধতিটা যেরকমই হোক, আরেকটা দিন বাঁচতে পারছি, সেজন্য তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। শুধু-শুধু পুরানো ঘটনা মনে পুষে রেখে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না।'

মৌসুমি বৃষ্টির মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে রাখল ডেযার্ট স্টর্ম, যতক্ষণ না ও নিজ থেকে ছাড়িয়ে নিল।

boighar.com

উঠে দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্ম। নড করল বাকিদের উদ্দেশে।

'ও এখন ঠিক আছে, আর সমস্যা হবে না।'

প্রিয়জনদের সদয় আচরণে নিজেকে সামলে নিয়েছে মৌসুমি বৃষ্টি। শিকারকে অনুসরণ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ও এখন।

ক্যারোলিনা যখন ওর বান্ধবীর দিকে খেয়াল রাখছে, বেন তখন ওদের ক্যান্টিনগুলো নিয়ে নদী থেকে পানি ভরছে।

মাথার উপর থাকা সূর্যের দিকে তাকাল বেন। এরপর ফিরল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে।

ও তখন ক্যান্টিন থেকে চোখেমুখে পানি ঢেলে রুমাল দিয়ে মুছতে ব্যস্ত।

'এখন একটার মত বাজে,' পার্টনারকে লক্ষ্য করে বলল বেন, 'টেক্সাস ক্রসিং পার হওয়ার জন্য শাটাক শহরটার সামান্য বাইরে দিয়ে যাওয়াটাই ভাল হবে। এবং অন্ধকার হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছতে পারলে ভাল হত। তুমি কী বলো, স্টর্ম?'

'তোমার ধারণা একদম ঠিক,' জবাব দিল স্টর্ম।

'সেক্ষেত্রে আমাদের চোখ-কান খোলা রাখা উচিত, যাতে...' বেন ওর কথা শেষ করতে পারল না। মাঝপথে থামিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমাদের মধ্যে কানা, বধির টাইপের কোন প্রতিবন্ধী আছে নাকি?'

পার্টনারের রসিকতা আমলে না নিয়ে বলে যেতে লাগল বেন।

'...যাতে একটা হরিণ কিংবা বুনো শুয়োর শিকার করতে পারি। সেই সাথে বেশ কিছু কাঠ জোগাড় করতে হবে যাতে শাটাকের বাইরে ক্যাম্প করে তাজা মাংসের স্টেক তৈরি করা যায়। এরপর বেডরোল বিছিয়ে পঞ্চম আইরিশ জ্যাকসের বোতলটা সাবাড় করা, যেটা আমার স্যাডলব্যাগের গোপন

কুঠুরিতে লুকিয়ে রেখেছি।'

পিকনিক পার্টির বর্ণনা শেষ করে বন্ধুর দিকে চাইল বেন।

ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওর পার্টনার। সরু চোখে ওর মুখে কী যেন খুঁজছে, যে দৃষ্টিতে পাগলাগারদের ডাক্তার তাকায় রোগীর দিকে।

'হে, মহান আত্মারা, এক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, আরেক পাগলের হাত থেকেও রক্ষা করো আমাদের।'

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না বেনের। কারণ কথাগুলো ওর কানে ঢোকেনি। কথাগুলো মনে-মনে বলেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

'কে জানে, কখন শেষ হবে এই উত্তপ্ত অনুসরণ? আগামীকালের সূর্যটা কার জন্য কী বার্তা নিয়ে আসবে কেউই বলতে পারে না। তাই যতক্ষণ সুযোগ আছে, জীবনটাকে উপভোগ করা উচিত সবার,' বলল দার্শনিক বেন।

ডেযার্ট স্টর্মের সরু চোখ স্বাভাবিক হলো। চওড়া হলো হাসি। নড করে সম্মতি দিল দার্শনিকের পরিকল্পনায়।

সবাই যে যার ঘোড়ায় আরোহণ করল। যাত্রার শুরুতে নিজেদের মধ্যে হওয়া আলোচনার বিষয়বস্তু মেয়েদের জানানোর দায়িত্ব নিল বেন।

'আমরা চিন্তা করেছি, শাটাক শহরের বাইরে আজকের মত ক্যাম্প করব। সেখানে সাপারের মেনুতে থাকবে হরিণের তাজা মাংস।'

সুগৃহিণীর কাছে নতুন রেসিপি সব সময় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাজা মাংসের পদ তৈরি করতে পারবে ভেবে দুই তরুণীই উচ্ছ্বসিত।

নিজের পঞ্চাশ ক্যালিবারের লং ব্যারেল রাইফেলটা চেক করে স্ক্যাবার্ডে রেখে দিল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর রওনা হতে উদ্যত হলো।

'তা হলে, বেন, ট্রেইলেই তোমার সাথে আমাদের দেখা

boighar.com

হবে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'কেন!' আকাশ থেকে পড়ল বেন।

'কারণ হরিণটা তুমিই শিকার করতে যাচ্ছ কি না, তাই।'

ডেযার্ট স্টর্মের কথায় উৎসাহ মিইয়ে গেল দুই তরুণীর।

উচ্চস্বরে নিজের মতামত জানাল ক্যারোলিনা।

'বেন শিকার করবে হরিণ, আর সেটা দিয়ে হবে সাপার! তবেই হয়েছে, সারা রাত আর ক্যাম্পফায়ারের দরকার হবে না। পেটের আগুনেই পুরো ক্যাম্প গরম থাকবে।'

তীব্র প্রতিবাদ এল বেনের তরফ থেকে। এভাবে ইজ্জত পাংচার হবে ভাবতে পারেনি ও। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল ইজ্জত পুনরুদ্ধারের।

'দেখো, ডার্লিং,' বলল বেন। 'ম্যাজিক বেনের নাম শুনলে মাটিতে হেঁটে বেড়ায় এমন কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না।'

'সেটা তোমার আউট-লদের বেলায় ঘটতে পারে,' মুখ ঝামটা দিল ক্যারোলিনা। 'শেরিফ অফিসে হরিণদের নামে তো আর কোন ওয়ান্টেড পোস্টার নেই।'

কথাটা বেন নিজেও জানে। বন্য পশু শিকারে ভাগ্য ওকে কখনওই সহায়তা করে না। আর শয়তান পশুগুলো ওকে দেখলেই পালাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত মৌসুমি বৃষ্টিই সমস্যার সমাধান দিল।

প্রথম রাউণ্ডে শিকারে যাবে ডেযার্ট স্টর্ম। ও ব্যর্থ হলে, বেনের উপর দায়িত্ব পড়বে হরিণ শিকারের।

মনে-মনে মৌসুমি বৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিল বেন। ও হস্তক্ষেপ না করলে এতক্ষণে ওর প্রেসটিজ পুরোপুরি পাংচার হয়ে যেত।

নিজের ট্রেডমার্ক রাইফেলটা হাতে নিয়ে বনের পথে হারিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্ম। ওরাও ট্রেইলে চলার জন্য ঘোড়ার পিঠে চাপড় দিল।

'যাক, বাবা, ক্যাম্পফায়ারের আগুন তা হলে শেষ পর্যন্ত জ্বলছে,' বেনের দিকে তাকিয়ে গা জ্বালানো হাসি দিল ক্যারোলিনা।

কাউবয় হ্যাটটা দ্রুত আরেকটু নিচে নামিয়ে আনল বেন। হঠাৎই রোদটা খুব কড়া মনে হচ্ছে ওর কাছে।

ঘণ্টা খানেক হলো ট্রেইলে রাইড করছে তিনজনের দলটা। গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ধীর।

ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া প্রায় সুনসান প্রেয়ারি।

দূর থেকে ভেসে আসা রাইফেলের শব্দ শুনে সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেন।

'যাক, বাবা, বাঁচলাম,' বলল বেন, 'সাপারের মেনুতে হরিণের মাংস জোগাড় হয়ে গেল।'

'কীভাবে জানলে?' জিজ্ঞেস করল ক্যারোলিনা।

'কারণ ওই কামানের আওয়াজ একমাত্র ওর রাইফেল থেকেই বের হয়,' জবাব দিল বেন।

'বুঝলাম, ওটা বিগ ব্রাদারের রাইফেলের আওয়াজ। কিন্তু নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে, মাংসের জোগাড় হয়ে গেছে? মিস হতে পারে না?'

জবাব না দিয়ে এবার পাল্টা বিটকেল হাসি দিল বেন। ফলে আরও রেগে গেল ক্যারোলিনা। 'কী ব্যাপার, জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'কারণ ডেযার্ট স্টর্ম কখনও মিস করে না। নিশ্চিত না হয়ে ও কখনও শিকারকে গুলি করে না,' বলল বেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওদের সাথে যোগ দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ছাল ছাড়ানো হৃষ্টপুষ্ট হরিণটা বাঁধা রয়েছে ঘোড়ার পিঠে।

boighar.com

বাইশ

টেক্সাসের সীমানা ঘেঁষেই শাটাক শহরটার অবস্থান। শহরের একটু বাইরে রাতের জন্য ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

তবে ক্যাম্প করার আগে শহরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল বেন।

'বুঝলে, স্টর্ম, বরফঠাণ্ডা একটা ড্রিংকের জন্য প্রাণটা আনচান করছে। চলো, স্যালুন থেকে একটু ঢুঁ মেরে আসি।'

'তুমিই বরং যাও, এখানে অনেক কাজ। বিশেষ করে এই হরিণের বাচ্চাটাকে চুলোয় দিয়ে "মানুষ" বানাতে হবে। তা ছাড়া একটু বিশ্রামও দরকার। স্যালুনে সবার কথাবার্তা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল কোরো, হয়তো কোন সূত্র মিলতে পারে।'

মৌসুমি বৃষ্টিও আগ্রহ দেখাল না। ভাইয়ের সাথে ছাড়া শহরে গেলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না ও।

তবে শহরে যাওয়ার কথা শুনে উৎসাহের কমতি নেই ক্যারোলিনার।

'আমিও শহরে যাব,' বলল ক্যারোলিনা, 'বরফশীতল ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।

রওনা হলো ওরা।

'শহর থেকে বেরুলেই আমাদের ক্যাম্পের অবস্থান বুঝতে পারবে,' চিৎকার করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, যাতে ওরা শুনতে পায়, 'আরও খানিকটা এগিয়ে ক্যাম্প করব। বড়

করে আগুন জ্বালব।'

'ঠিক আছে, সেখানেই দেখা হবে,' চিৎকার করে পাল্টা জবাব দিল বেন।

বিস্কিটের পিঠ থেকে নামল বেন। ক্যারোলিনাকেও নামতে সাহায্য করল।

চার টেক্কা স্যালুনের রেলিং-এ বিস্কিটের লাগাম বাঁধল, ক্যারোলিনার মেয়ারটাকেও বেঁধে দিল।

'তুমি কি জানো,' ক্যারোলিনার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল বেন, 'এ-ধরনের জায়গায় তোমার মত সুন্দরী মেয়ের হাত ধরে ঢুকলে যে-কোন ঝামেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়?'

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি এ-রকম কোন উটকো ঝামেলা সৃষ্টি হবে না, মি. বেন,' আশ্বস্ত করল ক্যারোলিনা, 'আমি তোমাকে এমনভাবে ধরে রাখব, সবাই বুঝতে পারবে, তোমার গায়ে আমি আমার ব্র্যাণ্ড বসিয়ে দিয়েছি।'

ক্যারোলিনার কথা শুনে আরেকটু হলেই হোঁচট খাচ্ছিল বেন। 'কী বিচ্ছু মেয়ে রে, বাবা!' ভাবল ও। 'নামকরা আউট-লরা যার নাম শুনলে পালাতে পথ পায় না, তার গায়ে মার্কা বসাতে চায়।'

বেনের হাত বগলদাবা করে স্যালুনের দরজার দিকে এগোল ক্যারোলিনা। ওদের ঢুকতে দেখে এক তরুণ কাউবয় ব্যাটউইং দরজা মেলে ধরল, যাতে ওরা সহজে প্রবেশ করতে পারে। টুপি খুলে সৌজন্য দেখাল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' বলল বেন। সেই সাথে টুপি খুলে পাল্টা সৌজন্য দেখাল।

স্যালুনে ঢুকে অভ্যাসবশত দ্রুত চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল বেন। নিশ্চিত হতে চায় কোন উটকো ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে কি না। এরপর ক্যারোলিনাকে

boighar.com

নিয়ে বার কাউন্টারের দিকে এগোল।

'আমাদের জন্য তোমার সবচেয়ে ঠাণ্ডা দুটো ড্রিংক, বারকিপ,' বলল বেন। সেই সাথে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল স্যালুনে উপস্থিত খদ্দেরদের। বিশেষ করে, ওকলাহোমা সিটির শেরিফ, ডেভিড হলকম্বের কাছে দেখা ওয়ান্টেড পোস্টারের সাথে কারও চেহারার বর্ণনা মেলে কি না।

বারটেণ্ডার দু'মগ ঠাণ্ডা বিয়ার এগিয়ে দিল ওদের দিকে।

'চার বিট দাম পড়বে, মিস্টার,' বলল বারটেণ্ডার।

মানিব্যাগ থেকে কয়েন বের করে কাউন্টারে ছুঁড়ে দিল বেন। এরপর ঘুরল ক্যারোলিনার দিকে।

চমকে উঠল বেন।

বারের বিশাল আয়নাটার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে ক্যারোলিনা, চেহারা থেকে সব রক্ত সরে গেছে, কেউ যেন ওর মুখ থেকে জীবনের সব লক্ষণ শুষে নিয়েছে।

'কী হলো, ডার্লিং, কোন সমস্যা? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেন।

বারের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যারোলিনা। নিজের অজান্তেই ওর হাত থরথর করে কাঁপছে। ঘোর লাগা মানুষের মত ফিসফিস করে বলল, 'পিয়ানোর ঠিক পরের ডান দিকের টেবিলটায় যে লোকটা বসে আছে, ও...ও ছিল ওই শয়তানগুলোর সাথে, আমাকে আর মৌসুমি বৃষ্টিকে নির্যাতন করেছিল।'

দেখল বেন।

'নীল শার্ট পরা লোকটা, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা,' বলল ক্যারোলিনা।

'আজ রাতের তাজা মাংসের স্টেক আর আইরিশ হুইস্কির পার্টিটা জমজমাট হবে মনে হচ্ছে,' মনে-মনে বলল বেন।

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ওর একটা হাত ক্যারোলিনার পিঠে

রাখল। মেয়েটার উপর পূর্ণ আস্থা আছে বেনের। তারপরও একটা জীবন নেয়ার আগে আরেকবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য পকেটে রাখা ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো দেখাল ওকে।

'এই লোকটা,' একটা পোস্টারের দিকে আঙুল রেখে বলল ক্যারোলিনা।

আর কোন দ্বিধা নেই বেনের।

'তুমি এখানেই থাকো,' ক্যারোলিনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি ব্যাপারটা সমাধান করছি।' ওর হাতে আলতো চুমু খেয়ে পুনরায় আশ্বস্ত করল, 'অল্প সময়ের মধ্যেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, হানি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যারোলিনা। 'এই লেডিকে তোমার বারের সবচেয়ে দামি হুইস্কি দাও, বারকিপ,' ক্যারোলিনাকে দেখিয়ে আদেশ দিল বেন।

কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল বারকিপ। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে প্রায় বের হওয়া কথাটা জোর করে গিলে ফেলল। কারণ ততক্ষণে যমদূত আছর করেছে বেনের উপর।

দৃঢ় পায়ে এগোল ও টেবিলটা লক্ষ্য করে। আগেই স্ট্র্যাপের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে .৪৫-টা উঠে এসেছে হাতে। সরাসরি আউট-লর মুখোমুখি হলো বেন।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, ডার্লিং,' উচ্চস্বরে বলল বেন। আউট-লর দিকে .৪৫-টা তাক করে বলল, 'এটাই সেই বেজন্মা।' ওর আরেক হাতে ধরা ওয়ান্টেড পোস্টারটা।

টেবিলে বসা বাকিরা যখন বুঝল .৪৫-এর নল ওদের বুকের দিকে তাকিয়ে নেই, মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের জেতা টাকা কুড়িয়ে নিয়ে স্যালুন ছেড়ে উধাও হলো।

এক লহমায় বন্ধুহীন এতিমে পরিণত হলো আউট-ল। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে স্যালুনের অন্যান্য খদ্দেররাও লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে দাঁড়াল।

boighar.com

'দেখো, মিস্টার,' আমতা-আমতা করে বলল দুর্বৃত্ত, 'তোমার সম্ভবত ভুল হচ্ছে। তুমি কী বলছ আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না।' সাহস সঞ্চয়ের জন্য টেবিলে রাখা অবশিষ্ট বিয়ারটা এক চুমুকে গিলে ফেলল।

'কোন ভুলই হচ্ছে না,' শীতল গলায় বলল বেন, 'এই পোস্টারের বর্ণনার সাথে তোমার চেহারা-নকশা সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। তোমার নাম লেখা আছে—রেক্স ফার্গুসন। তা ছাড়া আমার প্রেমিকা তোমাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পেরেছে।'

'কে তোমার প্রেমিকা?' ধূর্ত কণ্ঠে বলল রেক্স, 'আমি কারও বউ বা গার্লফ্রেণ্ডকে কখনও চিট করিনি।' অবশিষ্ট ড্রিংকটা শেষ করে টেবিলের উপর রাখল রেক্স। সেই সাথে মুখে ফুটল শয়তানি হাসি।

প্রায় একই সময়ে বেন ম্যাক্সওয়েলের চওড়া কাঁধের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্যারোলিনা। এতক্ষণ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওদের বাতচিত শুনছিল, এগোল আউট-লর দিকে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই চড়াৎ করে বাজ পড়ল।

ক্যারোলিনার ডান হাত সজোরে চড় কষাল রেক্স ফার্গুসনের গালে।

দুর্বৃত্তের একটা হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে গেল গালটাকে সহানুভূতি জানাতে। চেহারায় একই সাথে ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর নগ্ন ভীতি।

'শুয়োরের বাচ্চা! ন্যাকামি করছিস? চিনতে পারছিস না?' হিসহিস করে বলল ক্যারোলিনা। ওর চেহারা হয়েছে নরকের দেবীর মত।

চড় খেয়েই লোকটার স্মৃতিশক্তির মারাত্মক উন্নতি হলো। নরকের দেবীকে এখানে দেখে অবিশ্বাসে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। বুঝতে পারল, নরকের দরজা থেকে একচুল দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও।

মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। ওর মত একটা আপদকে

বইঘর.কম

দুনিয়ায় নিয়ে আসায় আফসোস আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

'দেখবি, কোন মেয়েই একদিন তোকে নরকের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।'

নিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে বেপরোয়া সাহস দেখাতে গেল আউট-ল।

'হ্যাঁ, এখন চিনতে পেরেছি, তোমার সাথে আরেকটা ছোটখাট ইণ্ডিয়ান স্কুঅ ছিল। খুবই ভাল সময় কাটিয়েছি, তাই না?'

বেনের হোলস্টারে ঝোলানো দ্বিতীয় .৪৫-টা হাতে নিল ক্যারোলিনা।

ওর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে বাধা দিল না বেন। তা ছাড়া ওর অবদমিত ক্ষোভ প্রশমন করাটাও প্রয়োজন।

'তোর মত নরপিশাচ মানুষের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছে, তার জন্য তোর একটাই শাস্তি প্রাপ্য, মৃত্যু।'

ক্যারোলিনার গলায় কোন রাগ, ক্ষোভ বা হতাশার ছাপ নেই।

ওর হাতে ধরা .৪৫-টার দিকে তাকিয়ে আছে আউট-ল। অপেক্ষা করছে, কখন ওখান থেকে মৃত্যুদূত হাজির হবে, খুলে যাবে নরকের দরজা।

কিন্তু মৃত্যুদূতের আসতে দেরি হলো, তার আগেই খুলে গেল নরকের দরজা।

হ্যারি রকফেলার, একমাত্র সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি অস্ত্র চালানো শেখাতেও গাফিলতি করেনি। ক্যারোলিনাও বাবার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষায় ঈর্ষণীয় দক্ষতা অর্জন করেছে।

গুলি করে গুঁড়িয়ে দিল আউট-লর দুই হাঁটুর মালাই চাকি, এরপর পুরো পিস্তলটা খালি করল ওর পেটে।

দুর্বৃত্তের আর্তনাদ ছাড়া পুরো স্যালুনে বিরাজ করছে

boighar.com

কবরের নিস্তব্ধতা। সবাই জানে মেরামতের অযোগ্য একটা বস্তুতে পরিণত হয়েছে আউট-ল রেক্স ফার্গুসন।

মরণ নিশ্চিত ওর, তবে সেজন্য সময় লাগবে। তার আগে সইতে হবে দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা।

আলতোভাবে ক্যারোলিনাকে জড়িয়ে ধরল বেন। কাউন্টার থেকে একটা ড্রিংক নিয়ে ক্যারোলিনার দিকে বাড়িয়ে দিল, এরপর নিজের জন্য একটা নিল।

এক চুমুকে ড্রিংকটা শেষ করল ক্যারোলিনা। ধীরে-ধীরে মুখের স্বাভাবিক রং ফিরতে শুরু করেছে ওর।

'শেরিফকে বলবে,' বারটেণ্ডারকে লক্ষ্য করে বলল বেন, 'ওর বাউন্টি রিওয়ার্ডটা যেন রেডি করে রাখে। আমি আগামীকাল সকালে ওটা নিতে আসব। আর আমার খোঁজ করলে, শহরের বাইরের ক্যাম্পে পাবে।'

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

বাঁধনমুক্ত করল যার-যার ঘোড়া। ক্যারোলিনাকে চড়তে সাহায্য করল বেন। হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটা তুলল ক্যারোলিনা। 'ওখানে তুমি আমাকে প্রেমিকা বলেছিলে, তাই না?'

'ওরকম পরিস্থিতিতে পাগল-ছাগলের মত কতরকম আচরণই করে মানুষ,' জবাব দিল বেন।

'ছাগল জিনিসটা আমি একদমই পছন্দ করি না। চিৎকার-চেঁচামেচি করে, বড় বেশি জ্বালাতন করে। তবে পাগলের ব্যাপারে আমার খুব একটা আপত্তি নেই। বেঁধে রাখলেই হলো।' কথা শেষ করে তীব্রবেগে শহরের বাইরের দিকে ঘোড়া ছোটাল ও।

অনুসরণ করল বেন।

ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল বেন। ওর দেখাদেখি ক্যারোলিনাও রাশ টানল ওর মেয়ারটার।

'ডেযার্ট স্টর্ম!' চিৎকার করে ডাকল বেন।

বইঘর.কম

বুনো পশ্চিমের স্বাভাবিক রেওয়াজ এটা। কারও ক্যাম্পে প্রবেশ করার আগে, নিজের উপস্থিতি জানান দেয়া। নইলে, মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

'বেন ম্যাক্সওয়েল!' চিৎকার করে পাল্টা জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

নিজেদের ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে ক্যাম্পের আলোয় ঢুকল ওরা।

'একদম ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ,' ওদেরকে লক্ষ্য করে বলল মৌসুমি বৃষ্টি। 'স্টেকগুলো প্রায় হয়ে এসেছে। এখনই ফ্রাইপ্যান থেকে নামাব।'

'দারুণ স্বাদ হবে মনে হচ্ছে। মাংসের গন্ধে এখনই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।' কথা বলতে-বলতে ঘোড়া থেকে নামল বেন।

নামতে সাহায্য করল ক্যারোলিনাকে।

এরপর ডেযার্ট স্টর্মের পাশে এসে দাঁড়াল।

ওর দেয়া আইরিশ জ্যাকসের বোতলটা শোভা পাচ্ছে ডেযার্ট স্টর্মের হাতে। রাতের পার্টির অনুষঙ্গ হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

খাওয়ার পর্ব শুরু হলো। চুপচাপ রসাল স্টেকের সদ্ব্যবহার করছে সবাই।

বেনের খিদের মাত্রাটা একটু বেশি। প্লেট ভর্তি করে স্টেক নিয়েছে, সাথে কয়েকটা বিস্কুট। খিদের মাত্রাটা একটু কমলে, খাবার প্লেট থেকে চোখ সরিয়ে আশপাশে তাকাল।

'ওয়েল, ডার্লিং,' ক্যারোলিনার দিকে তাকিয়ে বলল বেন। 'ঘটনাটা তুমি বলবে, নাকি আমাকে বলতে বলছ?'

ক্যারোলিনা ওর ক্যাম্পমেটদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল। এরপর ওর দৃষ্টি স্থির হলো ওর বান্ধবী মৌসুমি বৃষ্টির দিকে।

boighar.com

'রেক্স ফার্গুসন নামের যে দুর্বৃত্তটা আউট-লদের সাথে ছিল, ও এখন শাটাক স্যালুনে মরে পড়ে আছে,' বলল ক্যারোলিনা।

ওদেরকে বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্তই নির্যাতন করেছে। রেক্স নামের হারামজাদাকে ঠিকমত নির্দিষ্ট করতে না পেরে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বান্ধবীর দিকে তাকাল মৌসুমি বৃষ্টি।

বান্ধবীর দিকে আরেকটু এগোল ক্যারোলিনা। 'নোংরা ব্লণ্ড চুলের বেজন্মাটা,' ফিসফিস করে বলল ক্যারোলিনা। 'চোখের নিচে লম্বা একটা কাটা দাগ ছিল।'

চিনতে পেরে চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠল ওর। বেনের হাত থেকে আইরিশ জ্যাকসের বোতলটা নিয়ে টোস্ট করল বান্ধবীর উদ্দেশে। এরপর এগিয়ে দিল বান্ধবীর হাতে। আইরিশ জ্যাকসের সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করল না ক্যারোলিনা।

হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল বেচারা আইরিশ জ্যাকস। আর পুরো ঘটনার ধারা বিবরণী দিল বেন আর ক্যারোলিনা।

'চমৎকার দেখিয়েছ,' সব শুনে মন্তব্য করল ডেযার্ট স্টর্ম। 'আরেকটা আপদ বিদায় হলো দুনিয়া থেকে। ওদের দলের আরও দুটো এখনও হেঁটে বেড়াচ্ছে মাটির উপর, উইলিয়াম রাসেল আর টিম স্যাণ্ডার্স। ওদের কোন হদিস বের করতে পেরেছিলে রেক্সের কাছ থেকে?'

'আসলে পরিস্থিতিটাই এমন ছিল, জিজ্ঞাসাবাদের কোন সুযোগই ছিল না,' বলল বেন।

'তারপরও,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'সব মিলে ভালই হয়েছে বলতে হবে। এখন শেষটাও যেন ভালমত করতে পারি।'

মনোলোভা খাবার, উদ্‌যাপন করার মত সাফল্য আর আইরিশ জ্যাকসের আন্তরিক সহযোগিতায় দ্রুত পেরিয়ে গেল সময়।

বইঘর.কম

সবাই এখন বেডরোলের সাথে খাতির করতে ব্যস্ত। শোয়ার আগমুহূর্তে নিজের আরেকটা সাফল্যের কথা ওদেরকে জানাল ক্যারোলিনা। 'আমার মেয়ারটার নাম ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী...কী নাম রেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মৌসুমি বৃষ্টি।

'মৌসুমি রাত,' বলল ক্যারোলিনা।

'মৌসুমি না হয় বুঝলাম,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'কিন্তু রাতের ব্যাপারটা বুঝলাম না, ছোট পাখি।'

'রাত রেখেছি, কারণ ওটার রং রাতের মত কালো,' ব্যাখ্যা দিল ক্যারোলিনা।

বাচ্চাদের মত হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল বেন।

'দারুণ নাম রেখেছ, ক্যারল, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।'

'তোমার পছন্দের কথা কে শুনতে চেয়েছে?' মুখ ঝামটা দিল ক্যারোলিনা।

প্রেমিকার হাতে নাজেহাল হয়ে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে মনোযোগ দিল বেন।

পার্টনারের দুরবস্থা দেখে সহানুভূতির হাসি ফুটল ডেযার্ট স্টর্মের ঠোঁটে।

মেয়েদুটো কিছুটা হলেও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভাবনাটা একটু হলেও শান্তির পরশ দিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্মের মনে।

'আচ্ছা, পার্টনার, নাম নিয়ে তো অনেক বাতচিত হলো, তোমার নামটা কীভাবে এল, বলবে? অনেকদিন ভেবেছি জিজ্ঞেস করব, কিন্তু সময় আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

মৌসুমি বৃষ্টি আর ক্যারোলিনার কাছে এটা পুরানো কাহিনি। সুতরাং ওরা আকর্ষণ হারিয়ে ঘুমানোর তোড়জোড় করতে লাগল।

মেয়েরা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছে, জানে দুর্ধর্ষ দুই প্রিয়জন

boighar.com

ওদেরকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখবে।

গ্রীষ্মের রাতকে মাঝে-মাঝে তারকাশূন্য করে দিচ্ছে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের দল। চারদিকে বিরাজ করছে রাতের স্বাভাবিক শব্দ। আইরিশ জ্যাকসের বোতলটা ঘোরাঘুরি করছে দুই বাউণ্টি হাণ্টারের হাতে-হাতে। বেনের কথায় অনেক, অনেক চাঁদ পেছনে চলে গেল ডেযার্ট স্টর্ম।

তেইশ

নয় বছরের বালক তখন ডেযার্ট স্টর্ম।

ব্ল্যাক ঈগলের ইচ্ছে, তার পালক-পুত্র একজন সত্যিকারের কোমাঞ্চি যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠুক। তাই আর দশটা কোমাঞ্চি বাবার মত ওকেও নিয়ে এসেছে বসন্ত উৎসবে।

এই সময় বুনো ঘোড়ার পাল ঘুরে বেড়ায় প্রেয়ারির বুকে। সারা বছর শেখানো কৌশল হাতে-কলমে যাচাই করতে, কোমাঞ্চি বাবারা তাদের ছেলেদের নিয়ে আসে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য।

বুনো ঘোড়া ধরার পরীক্ষা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোমাঞ্চি যোদ্ধারা মহা উৎসাহের সাথে লেগে পড়ে ঘোড়া ধরার অভিযানে।

উৎসব শেষে দেখা যায় বেশিরভাগ কোমাঞ্চিই নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, নিজের জন্য নতুন একটা ঘোড়া নিজেই জোগাড় করতে পেরেছে।

বইঘর.কম

মহান কোমাঞ্চি যোদ্ধা ব্ল্যাক ঈগল ছেলেকে সব কলা-কৌশল শেখালেও অন্যান্য বালকদের মত পটু হতে পারেনি ও। তারপরও ছেলেকে উৎসাহ আর সাহস জোগানোর জন্য উৎসবে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় ফেল মারল ও। ওর সঙ্গী বালকেরা যার-যার নতুন ঘোড়া জোগাড় করে ফেলল।

ওকে তখনও বাবার দেয়া ঘোড়াতেই চড়তে হচ্ছে।

এজন্য বালক সমাজে মারাত্মক অপমানের স্বীকার হতে হলো ওকে। কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কিছুই করার নেই। কারণ এ সমাজে শুধু-কথার কোন দাম নেই, কাজ দিয়ে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়।

এক-একটা করে নতুন মৌসুম আসে, আবার চলেও যায়। নতুন ঘোড়া আর জোগাড় হয় না ওর।

কিন্তু পুত্রের উপর অবিচল আস্থায় চিড় ধরেনি ব্ল্যাক ঈগলের। মহাসমারোহে প্রতিবারই নিয়ে আসে পুত্রকে, উৎসাহ জোগায়। খালি হাতে ফেরার পথে উপদেশ দেয় ধৈর্যহারা না হওয়ার জন্য। পরের বার যাতে আরও ভালভাবে চেষ্টা করে।

আরেকটা স্প্রিং রাউণ্ড আপের সময় এল।

ডেযার্ট স্টর্মের বয়স তখন বারো। পুত্রকে নিয়ে আবারও এসেছে ব্ল্যাক ঈগল।

ল্যারিয়েট ছোঁড়া, দ্রুত ঘোড়া চালানোর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে ও। এবার পালে বুনো ঘোড়ার সংখ্যাও প্রচুর। একটা ঘোড়ার উপর ছেলে-বুড়ো সবারই নজর পড়েছে। বিশাল পালের মধ্যে একটা গ্রে অ্যাপালুসা। যেমন দেখতে, তেমনি টগবগে।

যেহেতু বাচ্চাদের উৎসব, সুতরাং ওদেরকে আপাতত বিরত থাকতে হবে চেষ্টা করা থেকে।

চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত কোমাঞ্চি বালকেরা। যার-যার

boighar.com

দক্ষতা দেখাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনুসরণ করতে লাগল ঘোড়ার পালকে।

এবারও শিকে ছিঁড়ল না ওর ভাগ্যের। খালি হাতে ফিরল বাবার কাছে। ব্ল্যাক ঈগল আবারও ধৈর্য ধরার উপদেশ দিল। আগামীবারের জন্য চেষ্টা করতে বলল।

কিন্তু জেদ চেপে গেছে ওর। সিদ্ধান্ত নিল একাই ক্যানিয়নে ফিরবে। নতুন ঘোড়া না নিয়ে কিছুতেই গ্রামে ফিরবে না।

পুত্রের জেদে গর্বিত ব্ল্যাক ঈগল। ওকে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়ে ফিরে গেল গ্রামে।

পুত্রের সাফল্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর। নিজের সবটুকু উজাড় করে শিখিয়েছে ওকে। হয়তো ভাগ্য ছেলেটাকে সহায়তা করছে না, কিন্তু মহান আত্মারা একবার ওর পুত্রের দিকে মুখ তুলে চাইলে, কোন কিছুই আটকে রাখতে পারবে না ওকে।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ক্যানিয়নের দিকে ফিরে চলল স্টর্ম।

বেশিরভাগ ঘোড়াই উধাও হয়েছে। তবে এখনও বেশ কয়েক ডজন বুনো ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে ক্যানিয়নে। আর ওদের ঠিক মাঝে সেই অপূর্ব গ্রে অ্যাপালুসাটা।

মূলত এটার জন্যই ফিরে এসেছে ও। যে করেই হোক নিজের জন্য ওটাকে ওর পেতেই হবে।

নিজের ঘোড়া নিয়ে চার্জ করল না ডেযার্ট স্টর্ম, ল্যারিয়েটও ছুঁড়ল না। গত কয়েকটি বছর ওগুলোর উপর আস্থা রেখে ব্যর্থ হতে হয়েছে ওকে।

বাবার কথাটা মনে পড়ল।

'বাছা, একটা কথা সব সময় মনে রেখো, যত কিছুই তোমাকে সাহায্য করুক, নিজের ক্ষমতাই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।'

ঘোড়া থেকে নেমে রোপ হার্নেস আর স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটটা

তুলে নিল। প্রার্থনা করল মহান আত্মাদের উদ্দেশে।

বাবা শিখিয়েছে, অস্থির হৃদয়কে শান্ত করার জন্য প্রার্থনার চেয়ে বড় কোন ওষুধ নেই। ধীরপায়ে এগিয়ে চলল ও গ্রে অ্যাপালুসাটাকে লক্ষ্য করে।

কোন ইতস্তত ভাব নেই ওর, নেই কোন তাড়াহুড়ো।

কোনরকম বিরক্ত না করে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বুনো ঘোড়ার পালটার মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছে ও।

ঘাস খাওয়া ছেড়ে, ওর দিকে তাকাল কয়েকটা ঘোড়া।

নাদান বাচ্চার কাছ থেকে কোনরকম হুমকির আশঙ্কা দেখতে না পেয়ে, আবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল।

গ্রে অ্যাপালুসাটার কয়েক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও। বুনো ঘোড়াটা মুখ তুলে চাইল ওর দিকে। চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। নার্ভাস ভঙ্গিতে রোপ হার্নেসটা পরিয়ে দিল ওটার গলায়। এরপর রাইডিং ব্ল্যাঙ্কেটটা নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল ওটার পিঠে।

মানব সমাজের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কোনই ধারণা নেই সদ্য শৈশব পেরুনো অ্যাপালুসাটার। নিদারুণ কৌতূহলে দেখছে কোমাঞ্চি বালকের কাণ্ড-কারখানা।

প্রকৃত ঘটনা যখন বুঝতে পারল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অ্যাপালুসার পিঠে উঠে বসেছে ও।

তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল গ্রে অ্যাপালুসা, তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকল হ্রেষা করে।

আপদটাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল পিঠ থেকে। কয়েক চক্কর পাক খাওয়াল ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায়। ক্যানিয়নের দেয়ালে পিষে ফেলার চেষ্টা করল ওকে।

রোখ চেপে গেছে ওর। প্রয়োজনে জান কোরবান করবে, কিন্তু ঘোড়াটাকে ছাড়বে না।

তিন বছরে শেখা সমস্ত দক্ষতা প্রয়োগ করে অ্যাপালুসার পিঠে লটকে রইল ও।

boighar.com

নাছোড়বান্দা আপদটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে, ধীরে-ধীরে হাল ছেড়ে দিল অ্যাপালুসা।

ব্ল্যাক ঈগলের কাছে শেখা কৌশলগুলো এবার কাজে লাগাতে আরম্ভ করল ও। ঘোড়াটাকে আশ্বস্ত করতে বিড়বিড় করে একটানা কথা বলে যেতে লাগল, কেশর চুলকে দিল।

একসময় বশ মানল দুরন্ত প্রাণীটা।

মহান আত্মাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল ডেযার্ট স্টর্ম। সেই সাথে তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওর ঘোড়াটার নামকরণ করল সোলস।

নতুন সঙ্গীর পিঠে সওয়ার হয়ে রওনা দিল গ্রামের পথে। আগের ঘোড়াটাও ওর পিছু নিল।

ওকে গ্রে অ্যাপালুসাটার পিঠে দেখে গ্রামবাসীর চোখ ছানাবড়া। নতুন দৃষ্টি নিয়ে ওরা দেখতে লাগল ওকে।

খবর পেয়ে ছুটে এল পুত্রগর্বে গর্বিত ব্ল্যাক ঈগল। নিয়ে গেল চিফ সেভেন বিয়ার্সের কাছে।

সোলসের পিঠে ওকে দেখে নিজেই ওর দিকে অগ্রসর হলো চিফ, ওর বিশ্বস্ত সঙ্গী ডেযার্ট স্টর্মের পিঠে চেপে।

নিজ-নিজ ঘোড়া থেকে নামল সবাই। শুনতে চাইল ওর সাফল্যের কাহিনি।

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল ও।

পুরো কাহিনি মনোযোগ দিয়ে শুনল চিফ সেভেন বিয়ার্স। আশীর্বাদ করল ভবিষ্যতের কোমাঞ্চি যোদ্ধাকে। নিজের বিশ্বস্ত রাইডিং পার্টনারের নামে নামকরণ করল ওর।

সেই থেকে জেরাল্ড মিডলটন পরিণত হলো কোমাঞ্চি ওয়ারিয়র 'ডেযার্ট স্টর্ম'-এ।

কাহিনির সমাপ্তি টানল ও। তাকাল পার্টনারের দিকে।

কিন্তু বেন তখন আর প্রেয়ারিতে নেই। আইরিশ জ্যাকসের পাল্লায় পড়ে আয়ারল্যাণ্ডের পথে-ঘাটে মেরি

বইঘর.কম

মার্গারেটদের পেছন-পেছন ঘুরঘুর করছে।

মৃদু হেসে বেডরোল ছাড়ল ডেযার্ট স্টর্ম। শুতে যাওয়ার আগে আশপাশটা আরেকবার দেখে আসবে।

একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল ডেযার্ট স্টর্মের। সূর্য কেবল ওর ডিমের কুসুমের মত চেহারাটা বের করে উঁকি দিচ্ছে।

ক্যাম্পফায়ারের আগুন প্রায় নিভু-নিভু হয়ে এসেছে। জ্বলন্ত কয়লায় আরও কিছু কাঠ যোগ করে আগুনটাকে উসকে দিল ও।

এরপর লোহার পুরানো ফ্রাইপ্যানটার মধ্যে গতরাতের বেঁচে যাওয়া হরিণের মাংসের সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো যোগ করে স্টেক বানাতে বসল।

খাবারের সুগন্ধ বেডরোল-ছাড়া করল নিদ্রাদেবীকে। সবাই গোছগাছ হয়ে এল ব্রেকফাস্ট করার জন্য।

বাউই ছুরিটা দিয়ে মাংস স্লাইস করে প্রত্যেকের প্লেটে সরবরাহ করল স্টর্ম, সঙ্গে আগের দিনের বেঁচে যাওয়া বিস্কুট।

'যতদূর মনে পড়ে,' মাংস চিবুতে-চিবুতে বলল বেন, 'তোমার নাম কীভাবে ডেযার্ট স্টর্ম হলো, সেই গল্প বলছিলে তুমি।'

'আমারও সেরকমই মনে পড়ছে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'তবে কথা শেষ করে যখন তোমার বেডরোলের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তুমি প্রেয়ারিতেই নেই।'

'মানে!' পার্টনারের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল বেন।

নিজের প্রেমিককে বিব্রতকর অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এল ক্যারোলিনা।

'ট্রেইলে চলার সময় পুরো গল্পটা আমি তোমাকে শুনিয়ে দেব, বেন,' বলল ও। 'এখন রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নাও।'

নাশ্‌তা সেরে, ক্যাম্প গোটানোর কাজে লেগে পড়ল

boighar.com

ওরা। মালসামান ঘোড়ার পিঠে লোড করতে লাগল।

ডালপালা ভাঙার মৃদু শব্দটা একই সাথে কানে ঢুকল দুই বাউন্টি হাণ্টারের।

সহজাত প্রতিক্রিয়ায় পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল দু'জনের। তাক করল সামনে, যেদিক থেকে শব্দটা আসছে।

স্বাভাবিকভাবেই ওদের দিকে হেঁটে আসছিল আগন্তুক।

বারো টুকরো সীসার লক্ষ্য ওর একমাত্র বুকটা, খেয়াল করে থমকে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে নিজের বুক আগলে রেখে হাহাকার করে উঠল।

'ইজি, বয়েজ! আমি শেরিফ মিশেল অসবর্ন, শাটাক শহরের শেরিফ। শহর থেকে শুনলাম তোমাদের এখানে পাওয়া যাবে। আমি এসেছি ওই স্কাউণ্ড্রেলটার বাউন্টি রিওয়ার্ড দেয়ার জন্য। তোমাদের মধ্যে বেন ম্যাক্সওয়েল কে?'

পরিচয় পেয়ে পিস্তলের নল নামিয়ে ফেলেছে দু'জন।

'গুড মর্নিং, শেরিফ,' বলল বেন। 'তোমার লোককে পেয়ে গেছ।'

ভয়-ভয় চেহারা নিয়ে ক্যারোলিনাকে দেখছে শেরিফ। নিশ্চয়ই কেউ পুরো কাহিনিটা রসিয়ে-রসিয়ে শুনিয়েছে শেরিফকে।

'ওর নামে আড়াই হাজার ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ফাণ্ডে আপাতত সতেরোশ' ডলার আছে। এটা এখন নাও। বাকিটা ফাণ্ড এলে তখন দিতে পারব।'

'ঠিক আছে, শেরিফ। তোমার বিব্রত হওয়ার দরকার নেই। ওটাই আপাতত রেখে যাও,' বলল বেন।

ক্যারোলিনার দিকে আরেকবার ভয়ার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্যাম্প ত্যাগ করল শেরিফ।

রিওয়ার্ড মানির অর্ধেকটা ডেযার্ট স্টর্মের হাতে দিল বেন।

বইঘর.কম

ওদের অলিখিত নিয়ম, একসাথে যখন থাকে, কাজটা যে-ই করুক, বাউন্টি মানি সমান ভাগে ভাগ করে নেয় ওরা।

ক্যাম্প গোটানো শেষ হয়েছে ওদের। মালসামান সব ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিয়েছে।

সোলসের পেটে হাঁটু দিয়ে খোঁচা দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'চল্, সোলস, নতুন দিনটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি।'

চব্বিশ

আগের বার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে টেক্সাসে প্রবেশ করেছিল ওরা। মাইল পঁচিশেক চলার পর আবার নিজেদেরকে আবিষ্কার করল ওকলাহোমার প্যান হ্যাণ্ডলের মধ্যে।

পুনরায় টেক্সাস সীমান্তে ঢুকতে এবং পার হতে প্রায় সারাদিন লেগে গেল। যাত্রাপথে আবার সামনে পড়েছিল কানাডিয়ান নদী। তবে আগের সেই দুরন্ত যৌবন এখানে নেই। পার হতে কোন বেগ পেতে হয়নি।

আরেকটা রাত নামল প্রেয়ারিতে। চাঁদবিহীন–অন্ধকার।

ক্যাম্প করল চারজনের দলটা। আগুন জ্বালানো হলো। লেট সাপার তৈরি করে ভোজন পর্ব সারল ওরা। ফেলে আসা ট্রেইলের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে টুকটাক কথা চলল কিছুক্ষণ। এরপর শুভ রাত্রি জানিয়ে, যার-যার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বেডরোলের নিবিড় সান্নিধ্যে।

যথা নিয়মে প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠল দলটা। নিয়মমত ঝটপট নাস্তা সারল। আবার শুরু হলো বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে

boighar.com

ট্রেইল যাত্রা।

সোলসের গতি একটু কমিয়ে ট্রেইল পার্টনারদের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম।

'বুঝলে, বেন, যে গতিতে এগুচ্ছি, তাতে রাত নামার আগেই গিমন শহরে পৌঁছে যাব।'

'যাক, পার্টনার, ভাল একটা খবর শোনালে,' ডেযার্ট স্টর্মের কথায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল বেন।

শহরের কথা মনে এলেই ওর চোখে ভেসে ওঠে জমজমাট স্যালুন, বরফশীতল বিয়ার আর আইরিশ হুইস্কি।

মেয়েরাও খুশি। এই ভেবে যে, অন্তত এই বিরান প্রান্তরের বদলে একটা শহরের দেখা পাওয়া যাবে। ছোটখাট হাস্য-কৌতুক, সামনের শহরটা সম্পর্কে আগ্রহ আর ধারণা করতে-করতে রুক্ষ বুনো প্রান্তর পাড়ি দিল ওরা।

ঘটনাবিহীন আর দশটা দিনের মতই পার হলো দিনটা। পৌঁছে গেল শহরের মাইল খানেকের মধ্যে।

'আজ রাতটা আমরা শহরেই কাটাব,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'গোসলের জন্য গরম পানি, জিভে জল আনা সুস্বাদু খাবার, সেই সঙ্গে ঘুমানোর জন্য হোটেলের নিরাপদ আশ্রয়। কী রকম মনে হচ্ছে?' প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য, সবার উপর একবার করে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি।

'আর বোলো না, বিগ ব্রাদার!' গুঙিয়ে উঠল ক্যারোলিনা। 'আমার আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছে।'

মনে-প্রাণে টমবয় হলেও, আসলে তো একটা মেয়ে ও। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, একজন পরিপূর্ণ লেডি। প্রেমিকের সামনে নিজেকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি হয়ে উপস্থাপন করার লোভ সংবরণ করা ওর পক্ষে আসলেই অসম্ভব।

গোসলের জন্য গরম পানি পাওয়া যাবে, সাথে গরম-

গরম সুস্বাদু খাবার, ব্যাপারটা মৌসুমি বৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তবে হোটেলে থাকা নিয়ে ওর বিশেষ কোন উচ্ছ্বাস নেই। হোটেলের চারদেয়াল নিয়ে খুব একটা আপত্তি না থাকলেও, নিশ্ছিদ্র ছাদটাকে ও কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কারণ কোন ফুটো-ফাটা না থাকায় না পারে আকাশ দেখতে, না পারে আকাশের তারা গুনতে-গুনতে ঘুমিয়ে পড়তে। নিজেকে অনেকটা খাঁচায় বন্দি প্রাণীর মত মনে হয়।

প্রেয়ারিতে ঝুপ করেই নেমে এল রাত।

বাকি আধ মাইল পথ হাতে তৈরি মশাল জ্বেলে এগিয়ে চলল ওরা।

শহরের উপকণ্ঠে এসে যার-যার অস্ত্রগুলো বের করল দুই বাউন্টি হান্টার। জানে প্রতিটা চেম্বার লোড করা আছে, তারপরও চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিল।

পশ্চিমে অচেনা শহর মানেই অজানা বিপদের আড্ডাখানা। ন্যাংটো পিস্তল নিয়ে ওই জমজমাট আড্ডায় ঢোকার কোন খায়েশ নেই দুই বাউন্টি হান্টারের। চেক করা শেষ হলে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল অস্ত্রগুলোকে।

শহরের প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করল ওরা।

কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েছে বেন।

সুস্বাদু গরম খাবার দিয়ে রাজসিক ডিনার সারবে, শুনবে মনকাড়া পিয়ানোর বাজনা। সঙ্গে থাকবে বরফশীতল ড্রিংক, গলায় জমে থাকা প্রেয়ারির ধুলো-বালি নিমেষেই হাওয়া।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিশাল স্যালুনটা। উইপ স্যালুন, বেনের চোখেই প্রথম ধরা পড়ল।

'মনে হচ্ছে, মনের মত একটা জায়গা পেয়ে গেছি,' স্যালুনটাকে নির্দেশ করে বলল ও। 'তুমি কি আমার সাথে আসছ, ক্যারল?'

boighar.com

'এই মুহূর্তে না,' ওর আগ্রহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল ক্যারোলিনা। 'গরম-গরম একটা গোসল ছাড়া, এখন আর কোন কিছুই ভাবতে রাজি নই আমি।'

'তোমারও নিশ্চয়ই একই ভাবনা?' মৌসুমি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল বেন।

'হ্যাঁ, আমিও একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে চাই,' বলল মৌসুমি বৃষ্টি। 'যতক্ষণ পানি গরম থাকবে, কেউ আমাকে ওখান থেকে সরাতে পারবে না।'

হতাশ বেন এবার ফিরল ওর পার্টনারের দিকে। কিন্তু বেনের দিকে খেয়াল নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ও তখন ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। সোলসকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে হোটেলের স্টেবলের দিকে।

ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টিও অনুসরণ করল ওদের বিগ ব্রাদারকে।

'তোমরা হোটেলে চলে যাও,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'আমি তোমাদের ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে রেখে আসছি। ফ্রেশ হয়ে ক্যাফেতে চলে এসো, একসাথে ডিনার করব। বুঝতে পেরেছ, সিস্টার্স?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল দুই তরুণী। তারপর একছুটে ঢুকে পড়ল হোটেলের লবিতে। ওদের চোখে ভাসছে হটবাথ, সুন্দর পোশাক আর সাজগোজ।

'আমি তা হলে স্যালুনেই গেলাম।'

পার্টনারের কাছ থেকেও কোন উৎসাহ না পেয়ে হতাশা ফুটল বেনের কণ্ঠে।

'বলা যায় না ভাল মাল পেলে, ডিনারটাও মিস হতে পারে।'

মৃদু হাসি ফুটল ডেযার্ট স্টর্মের ঠোঁটে। ডিনার টেবিলে জুলিয়েট থাকবে জানলে, ভেজাল রোমিও-ও টুঁ মারতে কার্পণ্য করবে না।

বইঘর.কম

আর বেন তো সাচ্চা আশিক।

নিজেও হোটেলের লবিতে ঢুকে পড়ল ডেযার্ট স্টর্ম। রুম ভাড়াটা দিতে হবে। সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, একটু গোছগাছ হয়ে নিলেই বা সমস্যা কী?

বেন যখন প্রবেশ করল, স্যালুনের পেছন দিকে তৈরি করা অস্থায়ী মঞ্চে অস্থির-নৃত্য পরিবেশন করছে দুই ব্লণ্ড শোগার্ল।

হঠাৎ করেই ক্যারোলিনার অভাব বোধ করতে লাগল বেন। এক পলকের জন্য মনে খেলে গেল শাটাক শহরের স্যালুনের কথা। ক্যারোলিনার নির্মম হয়ে ওঠা, রেক্স ফার্গুসনকে গুলি। খুবই নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে। সেই সাথে কিছুটা অপরাধবোধও ত্যক্ত করতে লাগল ওকে। একটু অপেক্ষা করে ক্যারোলিনাকে সাথে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

মনে-মনে শপথ নিল বেন। শুধু চেয়ে দেখা ছাড়া স্যালুনের কোন মেয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাবে না। কিন্তু নিজের চোখের উপর খুব বেশি আস্থা রাখতে না পেরে ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে রাখল।

অর্ধেক বিয়ার তখনও শেষ করতে পারেনি বেন, ওর দিকে এগিয়ে এল অস্থির ব্লণ্ডদের একজন। স্থির হলো ওর টেবিলের সামনে।

সামনে কয়েকটা চেয়ার খালি থাকা সত্ত্বেও, কেন যেন পছন্দ হলো না ব্লণ্ড সুন্দরীর। নিজের আকর্ষণীয় নিতম্বটা রাখার জন্য বেনের কোলটাই আদর্শ মনে হলো ওর কাছে। নিজের সহায়-সম্পদ নিয়ে ওখানটাতেই ধপ করে বসে পড়ল নিজের জায়গা মনে করে।

'হাই, কাউবয়,' পুলক জাগানো কণ্ঠে বলল শোগার্ল। 'নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ বোধ করছ?'

boighar.com

'ঠিকই ধরেছ সুন্দরী,' বলল বেন।

মেয়েদের প্রতি ওর ব্যবহার বরাবরই নরম। আর সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। আরও নরম হয়ে, ভেজা এঁটেল মাটি হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়।

তবে, আগের সেই অবস্থা এখন আর নেই ওর। ক্যারোলিনার প্রেমে পড়ার পর থেকে বিশাল একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মনোজগতে।

নিজের মধ্যে একটা সন্ত-সন্ত ভাব চলে এসেছে। জগতের উচ্ছৃঙ্খলতা আর অশ্লীলতাকে এখন যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

'আর তোমাকে দেখে মাথাও ঘুরছে,' বলল বেন।

বেনের কথায় আমোদ পেল ব্লণ্ড। আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইল। অবস্থা বেগতিক দেখে আবারও মুখ খুলতে হলো বেনের।

'আমার প্রেমিকা এখান থেকে পাথর ছোঁড়া দূরত্বে আছে, ওই বড় হোটেলটায়। এ অবস্থায় দেখলে, আমার ঘোরা মাথাটার প্যাঁচ আরও ঘুরিয়ে, ঘাড় থেকে খুলে নেবে। এরপর স্যাডলব্যাগে ঝুলিয়ে নিয়ে, ট্রেইলে রওনা হবে।

'তবে তার আগে তোমার সহায়-সম্পদেও একটু দাগ রেখে যাবে, ভবিষ্যৎ পুরুষদের জন্য প্রমাণ হিসেবে।'

আগুনে পোড়ানো টকটকে লাল ব্র্যাণ্ড আয়রন দিয়ে বাছুরের পাছায় মার্কা বসানোর পর ছেড়ে দিলে যেভাবে লাফিয়ে উঠে দৌড় দেয়, বেনের কথা শুনে ব্লণ্ড সুন্দরীও একইভাবে লাপাত্তা হলো।

আপদমুক্ত হয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সশব্দে ত্যাগ করল বেন। মনোযোগ দিল বিয়ারের গ্লাসে।

স্যালুনের যতটা সম্ভব পেছনে বসেছে বেন। যাতে স্যালুনে যারা আসছে কিংবা যাচ্ছে, তাদের উপর নজর রাখতে পারে, বিশেষ করে যারা আসছে। এতে করে নিজের

বইঘর.কম

পেছনটা সুরক্ষিত থাকে।

জ্যাকেটের পকেটে রাখা ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো বের করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বেন। স্যালুনে থাকা কারও সাথে যদি চেহারার বর্ণনা মেলে।

মিল খুঁজে না পেয়ে সশব্দে টেবিলে আছড়ে ফেলল পোস্টারগুলো। ওর দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে উইলিয়াম রাসেল আর টিম স্যাণ্ডার্স, খোলা পোস্টারগুলোর ভেতর থেকে।

আরেক স্যালুন গার্ল কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল ওর টেবিল লক্ষ্য করে।

'হাই, হ্যাণ্ডসাম,' আবেদনময় কণ্ঠে বলল নতুন আপদ।

আগের ব্লণ্ডির কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, সেটা এখনও মনে আছে বেনের। দ্রুত নিজের চেয়ারটা একটু পেছনে টেনে নিল, যাতে কোলে বসে পড়তে না পারে মেয়েটা।

ভবিষ্যৎ দুর্ভোগের আশঙ্কায়, মনে-মনে অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে কয়েকটা গালি ঝাড়ল।

কাঙ্ক্ষিত জায়গাটা বেহাত হয়ে যাওয়ায় মন খারাপ হলো সুন্দরীর। বাধ্য হয়ে বসতে হলো সামনে থাকা খালি চেয়ারটায়।

'তুমি কি আমার জন্য একটা ড্রিংক কিনবে, লাভার?'

'দেখো, গার্ল, আমি দৌড়ের উপরে আছি...' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতে-করতে বলল বেন।

'কেন?' মায়াবী চোখে মধুর কটাক্ষ হেনে বলল মেয়েটা। 'তোমার গার্লফ্রেণ্ডের হাজব্যাণ্ড কি তোমাকে পিস্তল হাতে তাড়া করেছে? দেখো, লাভ, ডলির কাছে এলে তোমার কোন বিপদ ঘটবে না, এটুকু গ্যারাণ্টি আমি তোমাকে দিতে পারি।'

নিজের কথায় আটকে গিয়ে মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল বেনের। সামান্য এক স্যালুন গার্ল কথার মারপ্যাঁচে ওকে

boighar.com

আটকে ফেলেছে, ভাবতেই মাথা গরম হলো বাউন্টি হান্টারের।

আবারও অজ্ঞাতনামাদের উদ্দেশে মনে-মনে গাল বকল। এবার আরও কড়া গালি।

মেয়েটাকেও কড়া কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, ডেযার্ট স্টর্মের কথা মনে পড়তে মুখ বন্ধ করে ফেলল।

'বুঝলে, বেন,' বলেছিল ডেযার্ট স্টর্ম। 'বেয়ারা ঘোড়া আর ত্যাঁদড় মেয়েদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে নেই। এতে দুটোই বিগড়ে যায়।'

'তুমি কি আমাকে একটু ফেভার করতে পারো, বিউটিফুল?' বলল বেন ম্যাক্সওয়েল।

'অবশ্যই, হানি। একবার বলেই দেখো,' বলল ডলি।

পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা ডাবল ঈগল বের করে টেবিলের উপর রাখল বেন।

'কাউন্টার থেকে আমার জন্য দম আটকানো একটা আইরিশ জ্যাকস এনে দাও, বাকিটা তোমার। তবে একটা শর্ত...'

'কী শর্ত?'

'অন্য কোন মেয়ে যেন আমাকে আর বিরক্ত না করে,' বলল বেন।

শ্রাগ করল ডলি। এরপর হাত বাড়াল ডাবল ঈগলটার দিকে।

বেনের হাত থেকে ঈগলটা নিতে গিয়ে থমকে গেল সুন্দরী, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। তাকিয়ে আছে টেবিলে পড়ে থাকা পোস্টারের দিকে।

বেনের চোখেও ধরা পড়েছে ব্যাপারটা।

'এই ছবি তোমার হাতে কেন?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ডলি। তাকিয়ে আছে টিম স্যাণ্ডার্সের পোস্টারটার দিকে।

'তুমি এদেরকে চেনো?' বলল বেন। উত্তেজনায় নড়েচড়ে

বসল।

'এই লোকটা,' টিম স্যাণ্ডার্সের ছবিটা দেখিয়ে বলল ডলি, 'ভীতিকর চেহারা, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বদ, তিন দিন আগেও এখানে ছিল। আর এই লালচুলো কাউবয় গতরাতেও ছিল এখানে।'

'তুমি নিশ্চিত?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'শতভাগ নিশ্চিত। নাম জিজ্ঞেস করায় আমাকে প্রচণ্ড জোরে চড় মেরেছিল, সেই সঙ্গে অকথ্য গালাগালি। আমার জীবনে এরকম খাঁটি শুয়োরের বাচ্চা আর চোখে পড়েনি। তবে লালচুলোটা ওর তুলনায় অনেক ভাল ছিল। দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছিল, ঠিক ক্যাটল ব্যারনদের মত। কিন্তু তুমি এদেরকে কেন খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল ডলি।

'সেটা তোমার না জানাই ভাল হবে,' বলল বেন।

পোস্টারগুলো ভাঁজ করে আবার জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল ও।

বেনের হাত থেকে ডাবল ঈগলটা নিয়ে চেয়ার ছাড়ল ডলি। মুখ না খোলা একটা আইরিশ জ্যাকসের বোতল নিয়ে এসে বেনের টেবিলে রাখল, সেই সঙ্গে অবশিষ্ট টাকাগুলোও।

'তোমাকে না এগুলো রাখতে বললাম,' বলল বেন।

'হ্যাঁ, বলেছ,' বলল ডলি। 'যে কাজের জন্য দিয়েছ, সেটা ইতোমধ্যে করে দিয়েছি। আমার বান্ধবীরা তোমাকে আর বিরক্ত করবে না। সুতরাং এটা এখন আমার মজুরির টাকা।'

'তা হলে নিচ্ছ না কেন?' আশ্চর্য হয়ে বলল বেন।

'দেখো, কাউবয়, বুঝতে পেরেছি, তুমি একজন বাউন্টি হাণ্টার। ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। ধরতে পারলে রিওয়ার্ড মানি পাবে। সেখানে আমারও যেন সামান্য একটু অংশগ্রহণ থাকে, তাই এই টাকাটা তোমাকে দিলাম। পেটের ধান্দায় রূপ বিক্রি করে খাই। মানুষ হিসেবে সম্মান না দিক, পশুর

boighar.com

মত ব্যবহার কেন করবে!' আবেগে কণ্ঠ ভারী হয়ে এল ডলির।

আসলেই তো ব্যাপারটা ঠিক, ভাবল বেন। অন্য কোন উপায় নেই বলে এই পেশায় আসতে হয়েছে ওদের, তাই বলে একেবারে পশুর মত আচরণ করাটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

'দেখো, ডলি, এই দুই বেজন্মাকে খুঁজছি, কারণ ওরা আমার খুব প্রিয় দুই লেডিকে অপমান করেছে। ওদেরকে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব ঠিকই, তবে তার সাথে টাকা-পয়সার কোন সম্পর্ক নেই।

'তোমার সাথেও ওরা খারাপ ব্যবহার করেছে। ধরে নাও সব কিছুর শাস্তি ওরা এক রেটেই পেয়ে যাবে।'

প্রায় জোর করেই ডলিকে খুচরো টাকাগুলো ফেরত দিল বেন।

আইরিশ জ্যাকসের বোতল থেকে সরাসরি এক ঢোক গলায় ঢালল।

আউট-লদের ব্যাপারে ওদের ভাবনাচিন্তা তা হলে ঠিকই ছিল। মনে-মনে বলল বেন। ওরা ফিরে চলেছে ওদের মূল আস্তানায়। ওদেরকে যে অনুসরণ করা হবে, সে ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল, যার জন্য কোন শহরেই বেশি দিনের জন্য থামছে না। বিষয়টা ডেযার্ট স্টর্মকে জানাতে হবে।

পথের প্রায় শেষ মাথায় চলে এসেছে, আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই অবসান হবে এই সুদীর্ঘ অনুসরণের। ভাবনাটা আরও পরিষ্কার করার জন্য আইরিশ জ্যাকসের বোতলে আরেকটা লম্বা চুমুক দিল বেন।

বইঘর.কম

পঁচিশ

সকালের সূর্য অকৃপণ হাতে উদ্ভাসিত করে চলেছে প্রকৃতিকে। তার রক্তিম আভা প্রধান সড়কে উড়তে থাকা মিহি ধুলোর সাথে মিলে বিমূর্ত ছবি তৈরির চেষ্টা করছে।

স্টেবলের দিকে যাচ্ছে দুই বাউণ্টি হান্টার, ঘোড়াগুলোকে আনতে।

আরেকটা শহর পেছনে ফেলতে যাচ্ছে ওরা। সেই সঙ্গে আরও নিকটবর্তী হচ্ছে টিম স্যাণ্ডার্সের।

গতরাতে স্যালুনের ঘটনাটা ডেযার্ট স্টর্মের সাথে শেয়ার করেছে বেন। দু'জনেই একমত হয়েছে, এখান থেকে ডেনভার পর্যন্ত যতগুলো শহর আছে, প্রত্যেকটাতে ঢুঁ মারবে ওরা। তা সে যত ছোটই হোক না কেন।

এগিয়ে চলেছে দলটা ডেনভারের উদ্দেশে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ডেযার্ট স্টর্ম। একবার পেছন ফিরে রাইডিং পার্টনারদের অবস্থান দেখল।

'আগামীকাল দুপুরের মধ্যে আমরা থ্রি কর্নার শহরে পৌঁছে যাব,' চিৎকার করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'একদম সঠিক হিসেবই করেছ, পার্টনার, আমার ধারণাও একই,' বলল বেন। মেয়েদের তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না পেয়ে দু'জনেই ঘুরে তাকাল ওদের দিকে।

একটু দূরত্ব বজায় রেখে পেছন-পেছন আসছে ওরা। সেই সাথে সমানে মুখ চলছে। সম্ভবত মেয়েলি আলাপ,

boighar.com

ভাবল ডেযার্ট স্টর্ম। সময় নষ্ট না করে আবার ট্রেইলে মনোযোগ দিল।

তবে বেনের ব্যাপারটা আলাদা।

মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল ক্যারোলিনাকে। ওর চোখের চকচকে ভাব আর দুষ্টুমির ঝিলিক দেখে যা বোঝার বুঝে নিল।

ওকে নিয়েই আলাপ করছে দুই তরুণী।

ক্যারোলিনার দিকে তাকিয়ে নড করল ও। পাল্টা নড করল ক্যারোলিনাও।

বিস্কিটের পেটে স্পার দাবাল বেন। গতি বাড়িয়ে ডেযার্ট স্টর্মের পাশে চলে এল।

একে-একে পেরিয়ে যাচ্ছে ঘণ্টাগুলো।

কষ্টকর, একঘেয়ে আর বিরক্তিকর। কারও মুখেই কথা নেই। বকবক করা অনেক আগেই থামিয়ে দিয়েছে দুই তরুণী।

এই দম আটকানো নীরবতা ভেঙে গেল বেনের তীক্ষ্ণ চিৎকারে।

'হাইয়া...' আচমকা বিস্কিটের পেটে স্পার দাবাল বেন। তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল সামনের একটা অবস্থান লক্ষ্য করে।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাকিরাও অনুসরণ করল ওকে।

ট্রেইলের উপর পড়ে আছে ওয়াগনটা। পুড়ে প্রায় কয়লায় পরিণত হয়েছে।

একটু দূরেই পড়ে আছে দুই হতভাগ্য সওয়ারি, নেকড়ে আর বাজার্ডদের ভোজে পরিণত হওয়ার জন্য।

বিস্কিটের পিঠ থেকে নামল বেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভালমত লক্ষ্য করল পড়ে থাকা দেহদুটো।

'মারা গেছে,' বলল ও।

অন্যরাও বাহন থেকে নেমে এসেছে। আশপাশটা লক্ষ করছে, বোঝার চেষ্টা করছে খুনের কারণ।

'অ্যাপাচি!' অস্ফুট স্বরে বলল ক্যারোলিনা। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

'না,' এক কথায় ক্যারোলিনার ধারণাটা নাকচ করে দিল ডেযার্ট স্টর্ম। 'অ্যাপাচিদের হামলার ধরন এরকম না। এটা সাদা চামড়ার জানোয়ারদের কাজ।'

জানে, পাবে না, তারপরও জীবনের অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করল। মৃতদেহের গলায় হাত রাখল।

'যারাই করুক খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল,' বলল বেন। দাঁড়াল মৃতদেহটার পাশে।

'কীভাবে বুঝলে?' জানতে চাইল ক্যারোলিনা। ইতোমধ্যে অনেকটাই সামলে নিয়েছে।

'কারণ, ওদের সাপ্লাই আর অস্ত্রগুলো এখনও রয়ে গেছে এখানে, নিয়ে যায়নি,' জবাবটা এল বেনের কাছ থেকে।

'সম্ভবত বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য খুনগুলো করেছে। অথবা, এমন কোন কারণ, যেটা এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে না।'

ওদের ছেড়ে একটু পিছিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্ম। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল, যা খুঁজছিল।

'এই যে, তোমার প্রশ্নের উত্তর, খুন করার কারণ। ঘোড়ার দরকার ছিল খুনিদের।'

ডেযার্ট স্টর্মের দিকে এগোল বেন আর ক্যারোলিনা। স্টর্মের চোখ অনুসরণ করে মৃত ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল। এখনও ঘামে ভেজা রয়েছে শরীর।

প্রচণ্ড তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল ওরা। অতিরিক্ত খাটিয়ে মেরে ফেলেছে নিজেদের ঘোড়া। এরপর ওয়াগন আরোহীদের ঘোড়াগুলো নিয়ে গেছে ওদেরকে খুন করে।

'আমি এখানে একটা ছোট ছেলেকে পেয়েছি। মনে হয়

boighar.com

বেঁচে আছে,' চিৎকার করে বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

ছুটে গেল সবাই ওর দিকে।

ক্যারোলিনা হাঁটু গেড়ে বসল। হাত রাখল ছেলেটার বুকে, হৃৎস্পন্দন অনুভব করার জন্য। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বাকিরা।

'হ্যাঁ, বাচ্চাটা বেঁচে আছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ক্যারোলিনা।

ডেযার্ট স্টর্ম ছেলেটার শার্ট ছিঁড়ে আহত জায়গাটা দেখল। বুলেটটা এখনও আটকে আছে হাড়ে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ছেলেটা। সম্ভবত মৃত ভেবেই ফেলে রেখে গেছে।

ছেলেটাকে কোলে করে সামনের একটা ঝোপের ছায়ায় নিয়ে এল ডেযার্ট স্টর্ম।

বেনের কাছ থেকে পানির ক্যান্টিনটা চেয়ে নিল ও। মৌসুমি বৃষ্টিকে পাঠাল স্যাডল ব্যাগ থেকে পরিষ্কার কাপড় নিয়ে আসতে।

এরপর বের করল এল্কের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁটের বিখ্যাত ছুরিটা। তৈরি হলো অজ্ঞান বালকটার শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য।

একটু-একটু করে হাড়ের ফাঁকে প্রবেশ করছে ছুরিটা। মৌসুমি বৃষ্টি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে রক্ত। শেষ পর্যন্ত বুলেটটা বের করতে সক্ষম হলো ডেযার্ট স্টর্ম।

'বেন, তোমার স্যাডল ব্যাগে সেই পুলটিসের কিছুটা থাকার কথা, আছে?' বলল ও।

কথা না বলে স্যাডল ব্যাগ থেকে ওষুধ মেশানো দলাটা এনে ডেযার্ট স্টর্মের হাতে দিল বেন।

মৌসুমি বৃষ্টি ওটা নিয়ে ক্ষতস্থানটা আটকে দিল রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য। এরপর যত্ন করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল যাতে সুরক্ষিত থাকে ক্ষতস্থানটা।

'যাক, আপাতত এর চেয়ে বেশি আর করা সম্ভব না,'

বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

'ওকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না?' ক্যারোলিনা জানতে চাইল।

'সবচেয়ে কাছের শহরও এখান থেকে একদিনের পথ,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

'এখন তা হলে আমরা কী করব?' আবারও জিজ্ঞেস করল ক্যারোলিনা, ওর পাশে দাঁড়ানো বেনের উদ্দেশে।

'এখন করার মত একটাই কাজ আছে, এখানে ক্যাম্প করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা। বাচ্চাটা যতক্ষণ না একটু শক্তি সঞ্চয় করতে পারে,' বলল বেন।

'তা হলে টিম স্যাণ্ডার্সদের ধরার কী হবে?' বেনের দিকে তাকিয়ে বলল ক্যারোলিনা।

'দেখো, ক্যারল, এখন যদি চলা শুরু করি, তা হলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না,' জবাব দিল মৌসুমি বৃষ্টি।

'দু'একদিন অপেক্ষা করলে যদি একটা বাচ্চা বেঁচে যায়, সেটাই কি ভাল না? আর টিম স্যাণ্ডার্সদের কথা বলছ, যদি নরকে গিয়েও লুকায়, বিগ ব্রাদার ওখান থেকেও ওদের ধরে নিয়ে আসবে।'

ছেলেটাকে ওদের তত্ত্বাবধানে রেখে পুড়ে যাওয়া ওয়াগনটার দিকে এগোল দুই বাউণ্টি হাণ্টার।

হতভাগ্য দুই ওয়াগন আরোহীকে তো আর নেকড়ে-কয়োটির খাবার হওয়ার জন্য ফেলে রেখে যেতে পারে না। যদি কবর খোঁড়ার মত কিছু পাওয়া যায়...

আধপোড়া দুটো বেলচা পাওয়া গেল ওয়াগনটার পেছনে। ওগুলো দিয়েই দুই হতভাগ্যের শেষ বাসস্থানটুকু নিরাপদ করার জন্য গভীর করে মাটি খুঁড়তে লাগল দু'জন।

অপহরণের পর থেকে প্রতিনিয়ত বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে সময় পার করতে হয়েছে দুই তরুণীর। ফলে রুক্ষ কঠোর মনোভাব কিছুটা হলেও আত্মস্থ

boighar.com

করতে পেরেছে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখছে ওদের কাজ।

কবর দেয়া শেষ করে ওয়াগনটায় আরেক দফা তল্লাশি চালাল ওরা।

আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে, এরকম মালপত্র বের করে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগল। সাজানোর ধার ধারল না।

ব্যস্ত হাতে কাজ করছে সবাই, প্রেয়ারির বুকে আরেকটা রাত কাটানোর আয়োজন করতে।

ইচ্ছে না থাকলেও বড় করে আগুন জ্বালতে হয়েছে ওদের, আহত বাচ্চাটার জন্য আরামদায়ক একটা পরিবেশের ব্যবস্থা করতে।

আগুন দেখে সত্যিকারের পশু দূরে থাকলেও, নরপশুরা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। সারা রাত তাই পালা করে পাহারা দিয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন।

মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। যমের হাত থেকে বাঁচাতে, সারা রাত পালাক্রমে নজর রেখেছে বাচ্চাটার দিকে। শেষ রাতের দিকে অবশ্য আর পালাবদল করতে পারেনি দুই তরুণী। চোখ লেগে এসেছে দু'জনেরই।

ছেলেটার দিকে চোখ পড়ল ডেযার্ট স্টর্মের। ঘুম ভেঙেছে, নড়াচড়া করছে, সেই সঙ্গে চেষ্টা করছে উঠে বসার জন্য। পাশেই ওর দু'বোন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

'আমি কোথায়?' ডেযার্ট স্টর্মকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল আহত বালক।

ওর কথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টির।

ছেলেটার জ্ঞান ফিরেছে দেখে দু'জনেই খুশি। যথাসম্ভব কোমলভাবে ঘটনাটা শোনাল ছেলেটাকে। বাকিটুকু ওর কাছ থেকে শোনার আশায় তাকাল ছেলেটার দিকে।

ফুঁপিয়ে উঠল ছেলেটা। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল

বইঘর.কম

সবাই।

'দু'জন ছিল ওরা,' কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলল ছেলেটা। 'হঠাৎ করেই হাজির হলো ওয়াগনের সামনে। এরপর কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি চালানো শুরু করল। ওরা ড্যাডিকে খুন করল, মমকেও গুলি করল। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওই লম্বা লাল চুলের লোকটা আমাকে গুলি করে। এরপর আর কিছু স্মরণ নেই।'

'তোমার নাম কী, বাছা?' জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'কেলি, কেলি স্ট্যাফোর্ড,' জবাব দিল ও। এরপর নজর বোলাতে লাগল চারদিকে।

সদ্য তৈরি কবরদুটোর দিকে দৃষ্টি আটকে গেল কেলির।

'ওই দুটো কি আমার মা-বাবার?'

'হ্যাঁ, বাছা,' মাথা নেড়ে বলল বেন।

'আমার...আমার বোন কোথায়?' এখনও চোখ দিয়ে চারদিকে রেকি করছে কেলি। দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় একটা কবরের সন্ধান করছে।

প্রত্যেকে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুটা হতচকিত, দ্বিধান্বিত। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'তোমাদের সাথে তোমার বোন ছিল?' হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ক্যারোলিনাই প্রথম মুখ খুলল।

'হ্যাঁ। কেন, তোমরা ওকে খুঁজে পাওনি?' বলল কেলি। এখনও কেঁদে চলেছে। 'পওলা, আমার চেয়ে এক বছরের বড়।'

ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে এগিয়ে এল ডেযার্ট স্টর্ম।

'দুঃখিত, বাছা। আমরা শুধু তোমার মা-বাবা আর তোমাকে পেয়েছি।'

'তা হলে ওই শয়তানরা পওলাকে ধরে নিয়ে গেছে!' চিৎকার করে বলল কেলি।

সবচেয়ে খারাপটা ধারণা করে, জ্যাকেটের পকেট থেকে

boighar.com

ওয়ান্টেড পোস্টার বের করল বেন। মেলে ধরল কেলির সামনে। 'এদের কেউ কি ছিল?'

সময় নষ্ট হলো না বেনের। এক দেখাতেই টিম স্যাণ্ডার্স আর উইলিয়াম রাসেলকে সনাক্ত করল ছেলেটা।

বেন তাকাল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে। নরকের আগুন জ্বলছে ওর চোখে। 'আমাদের এখনই রাইড করতে হবে,' হিমশীতল কণ্ঠে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'তুমি কি রাইড করতে পারবে, বাছা?'

'পারব,' কোন দ্বিধা না করেই জবাব দিল কেরি।

'যতক্ষণ নতুন একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা না হয়, আমার সাথেই রাইড করবে কেলি,' বলল ক্যারোলিনা।

ক্যাম্প গোটানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

প্রয়োজনীয় মালসামান প্যাক করে নিল ঘোড়ার পিঠে। একই শিকারকে আবারও অনুসরণ করতে যাচ্ছে ওরা। তবে এখনকার যাত্রাটার গুরুত্ব আরও অনেকগুণ বেড়ে গেছে। শিকারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে থাকা একটা বাচ্চা মেয়েকে।

ছেলেটার সাহস দেখে চমৎকৃত হলো ডেযার্ট স্টর্ম। আহত হাতটা দিয়ে ক্যারোলিনাকে জড়িয়ে ধরেছে। আর ভাল হাতটা দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা চেপে ধরেছে, যাতে খুলে পড়ে যেতে না পারে।

কেলির মানসিক অবস্থা অনুভব করতে পারছে ও। দু'জনেরই লক্ষ্য অভিন্ন। বোনের অপহরণকারীদের শাস্তি দেয়া। আর সেজন্য সহ্য করছে সবরকম কষ্ট।

দুই বাউণ্টি হাণ্টারের সাথে সমান তালে চলার চেষ্টা করছে দলের বাকিরা। সেই সাথে প্রার্থনা করছে, যাতে বাচ্চা মেয়েটার ভাগ্যে খারাপ কিছু না ঘটে।

গজ চল্লিশেক এগিয়ে আছে ডেযার্ট স্টর্ম। ওর পেছনেই বেন। অমঙ্গলের আশঙ্কা খেলে যাচ্ছে সবার মনে। কিন্তু

বইঘর.কম

আশা ছাড়তে নারাজ।

তবে ডেযার্ট স্টর্ম ব্যতিক্রম। জাতে ইংরেজ হলেও, পুরোপুরি ইংরেজ হওয়ার আগেই কোমাঞ্চি পরিবেশে বেড়ে উঠেছে ও। মন-মানসিকতায় পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান। যুক্তির সাথে বিরোধিতা না থাকলেও অন্তরের ডাককে সব সময় প্রাধান্য দেয় ও।

কেন যেন ওর মনে হচ্ছে ঠিক সময়ে জায়গামত পৌঁছতে পারবে না ওরা। অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম। কালো মেঘে ঢাকা আকাশ ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল আরও অনেক, অনেক উপরে। কেমন একটা অভিমানবোধে ভারী হয়ে উঠল বুক।

উপরতলার তেনাদের অনেক ব্যাপারই মেনে নিতে পারে না ও। কেন শুধু-শুধু একটা নিরীহ শিশুকে এরকম অন্যায়ের শিকার হতে হবে? এই পঙ্কিল পৃথিবীর অংশীদার তো ও এখনও হয়ে ওঠেনি। তা-ও কেন সেটার ভাগ তাকে নিতে হবে?

ডেযার্ট স্টর্ম জানে, এর কোন উত্তর পাবে না। দুর্বল মানবের অক্ষম রাগ-অভিমানের কোন মূল্য নেই তেনাদের কাছে। থাকলেও ওর মত মূর্খের তা বোধগম্যের বাইরে।

ট্রেইলে চলেছে, তা-ও প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক হয়ে গেছে। আর কয়েক মাইল এগুলেই থ্রি কর্নার ক্রসিং।

কলোরাডো সীমান্তের প্রথম শহর।

হঠাৎ করেই সোলসের লাগাম টানল ডেযার্ট স্টর্ম।

নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

বিষয়টা নিশ্চয়ই গুরুতর। নইলে ট্রেইলের মাঝে এভাবে ঘোড়া থেকে নামত না ডেযার্ট স্টর্ম। সুতরাং বেনও ওর ঘোড়া থেকে নেমে পার্টনারের পাশে হাজির হলো।

দু'জন নিচু স্বরে আলাপ করছে। একটু আগে চোখে পড়া

boighar.com

জিনিসটা নিয়ে বেনের সাথে পরামর্শ করছে।

ইতোমধ্যে মেয়েরাও ওদের পাশে এসে ঘোড়া থামিয়েছে। ডেযার্ট স্টর্ম আর বেনকে পুনরায় ঘোড়ায় চড়তে দেখে কিছুটা অবাক ওরা।

'কী ব্যাপার, বিগ ব্রাদার?' জিজ্ঞেস করল ক্যারোলিনা। 'কোন সমস্যা?'

'ক্যারল,' বলল বেন, 'মৌসুমি বৃষ্টি আর তুমি ঘোড়া থেকে নেমে ওদেরকে একটু বিশ্রাম দাও। সেই সাথে কেলির জখমটারও একটু দেখভাল করো। আমরা পেছন দিকটা একটু রেকি করে আসি।'

এগিয়ে চলেছে ডেযার্ট স্টর্ম। কোন দ্বিধা নেই ওর চলায়। চলন্ত অবস্থায় যেটা ওর চোখে সামান্য সময়ের জন্য ধরা পড়েছিল, সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে অনুসরণ করছে বেন।

ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে লম্বা ঘাসের জঙ্গলে ঢুকল ডেযার্ট স্টর্ম। লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে খুঁজে বের করল নীল রঙের জামাটা। এটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওর।

ভালমত খেয়াল করল, কোন রক্তের দাগ নেই। গলার কাছ থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

আরও গভীরে তল্লাশি চালাল ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন।

বেনই দেখল প্রথমে। নীরবে ইশারা করল পার্টনারকে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে ও।

এ এমন এক দৃশ্য, ঘুমের মধ্যেও এরকম দুঃস্বপ্ন দেখতে চায় না কেউ।

দু'জনেই ওরা বাউন্টি হান্টার। মৃত্যুকে হাতে নিয়ে ওদের চলাফেরা। খুন-জখম দৈনন্দিন আর দশটা কাজের মতই স্বাভাবিক ওদের কাছে। কিন্তু সামনে যে পৈশাচিক দৃশ্যটা দেখছে, কল্পনাতেও এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

দ্রুত সোলসের কাছে ফিরে এল ডেযার্ট স্টর্ম। স্যাডল

বইঘর.কম

থেকে কম্বলটা বের করে নিয়ে এল। ঢেকে দিল গলাকাটা লাশটা।

'যে-কোন মৃত মানুষেরই এই অন্তিম সম্মানটুকু প্রাপ্য জীবিত মানুষদের কাছ থেকে।

কম্বলে জড়ানো ছোট্ট দেহটা কোলে করে নিয়ে এল ডেযার্ট স্টর্ম। ওকে নিয়েই রাইড করবে থ্রি কর্নার শহরে।

ভগ্নদূতের কাজটা বেনকেই করতে হলো। দুঃসংবাদটা জানাল বাকিদের।

শোকে পাথর হয়ে গেছে ক্যারোলিনা আর মৌসুমি বৃষ্টি।

আর কেলি...

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই কারও।

সে চেষ্টাও করল না কেউ।

বাচ্চা মেয়েটার শোকে আকাশেরও মন ভারী হয়ে গেছে কালো মেঘে। ওদের সমবেদনা জানানোর জন্যই যেন কেঁদে ফেলল। আস্তে-আস্তে বাড়তে লাগল কান্নার বেগ।

বাদলধারার জন্য পথ চলতে কিছুটা বেশি সময় লাগছে ওদের।

ঘণ্টা তিনেক চলার পর শহরে প্রবেশ করল ওরা।

ছাব্বিশ

আগেই পরিকল্পনা করা ছিল।

কেলি আর মেয়েদের সঙ্গে করে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে রওনা হলো বেন।

boighar.com

আর ডেযার্ট স্টর্ম সরাসরি আণ্ডারটেকারের উদ্দেশে।

ডাক্তারের চেম্বারে কেলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়ে শেরিফ অফিসের দিকে রওনা হলো বেন।

শেরিফ অফিসের পোর্চে উঠে একটু থামল ও।

হ্যাটটা মাথা থেকে খুলে হাঁটুতে বাড়ি দিল জমে থাকা বৃষ্টির পানি ঝাড়ার জন্য। ওটা পুনরায় মাথায় দিয়ে শেরিফ অফিসে ঢুকল।

শেরিফের কাছে পুরো ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে বেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে শেরিফ। ওদের দুর্ভোগের বর্ণনা শুনে গলা শুকিয়ে এল শেরিফের। ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢালল। একটা এগিয়ে দিল বেনের দিকে।

ড্রিংক শেষ করে জ্যাকেটের পকেটে হাত দিল বেন। বেরিয়ে এল ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো।

'এদের কাউকে দেখেছ তুমি, তোমাদের এখানে?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল বেন।

'না, স্যর,' জবাব দিল শেরিফ। 'আসলে আমি কয়েকদিন কলোরাডো স্প্রিংস-এ ছিলাম। গতকাল রাতে ফিরেছি। এ-ক'দিন আমার ডেপুটি একাই সব কিছু সামাল দিয়েছে। তাই আজ ওকে ছুটি দিয়েছি। আগামীকাল সকালে আসবে। ওর কাছ থেকে হয়তো কিছু জানতে পারবে।'

'ঠিক আছে, শেরিফ, তোমাকে তা হলে আর বিরক্ত করব না।' চেয়ার ছেড়ে উঠল বেন। 'ড্রিংকের জন্য ধন্যবাদ।'

শেরিফ অফিস থেকে বেরিয়ে এল বেন। এগোল ডাক্তারের চেম্বারের দিকে।

এদিকের সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে ডেযার্ট স্টর্ম। স্থানীয় সিমেট্রিতে সম্মানজনক ফিউনেরালের ব্যবস্থা করেছে পওলার জন্য। এজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ অগ্রিম পরিশোধ

করেছে।

সব কাজ সেরে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে এগোল ও। এখানেই একত্র হওয়ার কথা সবার।

চেম্বারে ঢোকার মুখেই দুই বাউন্টি হান্টার পরস্পরের মুখোমুখি হলো।

রেলিং-এর সাথে ঘোড়া বেঁধে চেম্বারের সামনের ত্রিপলের শেডের নিচে আশ্রয় নিল ওরা। বর্ষণ এখনও অব্যাহত আছে, তবে আগের মত দাপট নেই।

পকেট থেকে তামাক আর মেকিংস বের করে সিগারেট বানাল বেন। দেশলাই বের করে অগ্নিসংযোগ করল।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ছাউনির আরেকটু ভিতরে সেঁধিয়ে গেল ডেযার্ট স্টর্ম।

'ছেলেটার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ, ডেযার্ট স্টর্ম?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল বেন।

এ প্রশ্নটার মুখোমুখি হতেই হবে, সুতরাং আগে থেকেই একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'হ্যারির বাড়িটা তো বিশাল। অর্থ-বিত্তেরও কমতি নেই। সুতরাং একটা ছেলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়া ওর জন্য কঠিন কোন বিষয় না। কেলিও রানশের কাজে সাহায্য করতে পারবে। দু'পক্ষের জন্যই ভাল হবে ব্যবস্থাটা।'

'দারুণ সমাধান বের করেছ, পার্টনার। ক্যারোলিনাও ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেলেছে,' বলল বেন।

নতুন কোন কথা খুঁজে না পাওয়ায়, আবার নীরবতা গ্রাস করল ওদের। দু'জনেই ভাবছে সামনের ট্রেইলের কথা।

'সামনের দিনগুলোতে সত্যিকারের নরকের ট্রেইলে চলতে হবে,' আবারও কথা শুরু করল বেন।

'ঠিকই বলেছ, পার্টনার। পথের শেষে নরকের আগুনই অপেক্ষা করছে। আর ওটাকে নিভিয়েই জীবনের পথে ফিরতে হবে,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

boighar.com

বেন জানে, কঠিন বাস্তবতাকে কখনওই অস্বীকার করে না ওর পার্টনার। এবং সেটা মেনে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে দায়িত্ব পালন করতে।

ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে স্যালুনের হৈ-হল্লা শুনতে পাচ্ছে ওরা। সম্ভবত স্যালুন ফাইট শুরু হয়েছে।

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর মারামারি করে নাকমুখ ভাঙাই ওদের কাছে সবচেয়ে বড় বিনোদন।

দর্শকেরও অভাব নেই। বিনে পয়সায় বিনোদন উপভোগ করার জন্য অকাতরে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে বাকিরা।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোল দলটা—ক্যারোলিনা, মৌসুমি বৃষ্টি আর কেলি।

কেলির হাতে নতুন ব্যাণ্ডেজ। হাতটা স্লিং-এ ঝুলিয়ে দিয়েছে ডাক্তার।

'তোমাদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, মি. স্টর্ম,' ওদের দিকে তাকিয়ে বলল কেলি, 'তোমরা যা করেছ, সেটা সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না,' বড়দের মত নিজের ভাব প্রকাশ করল কেলি।

'ইয়ংম্যান, পশ্চিমে পরিশোধের আশায় কেউ কোন কাজ করে না। এখানে উপকারের বিনিময়ে উপকার করেই সম্পর্ককে দৃঢ় করতে হয়। আরও বড় হও, অনেক সুযোগ পাবে।'

একইভাবে ওর অনুভূতিকে সম্মান জানাল ডেযার্ট স্টর্ম।

কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছল করে উঠল ছেলেটার। সেটা লুকাতে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

এদিকে স্যালুন ফাইটের উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

এতক্ষণ ঢিমে তালে আলাপ চলছিল, এখন দ্রুত ত্রিতালের লহরী চলছে!

স্যালুনের চারদেয়াল সেই তাল সামলাতে না পেরে দরজা

বইঘর.কম

দিয়ে উগরে দিল দুই সংগ্রামীকে।

উৎসাহী দর্শকরাও হালকা বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এল।

এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত দুই বাউন্টি হাণ্টার। ওদের আলাপে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না ওই হট্টগোল।

তবে ক্যারোলিনার উৎসাহের কোন কমতি নেই।

'এত চেঁচামেচি কীসের?' আর থাকতে না পেরে মুখ ফুটে বলে ফেলল ও। এগিয়ে চলল গণ্ডগোলের দিকে, ঝামেলার স্বরূপ স্বচক্ষে দেখার জন্য।

বাধ্য হয়ে অন্যরাও অনুসরণ করল ওকে।

দুই গ্ল্যাডিয়েটরের মধ্যে উচ্চমার্গের বাক্য বিনিময় হচ্ছে। সত্যযুগ হলে ওদের মা-বোনেরা একজোট হয়ে দু'জনকেই শূলে চড়াত।

একজন দাঁড়িয়েছে রাস্তার বিপরীত দিকের শেষ মাথায়, অন্যজন এ প্রান্তে, বেনদের দিকে।

দূরপ্রান্তের কাউবয়ের দিকে চোখ পড়তেই আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেল ক্যারোলিনা।

খামচে ধরল বেনের হাত।

'ওই...ওই যে, লম্বা লাল চুলের বেজন্মা, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম,' তোতলাতে-তোতলাতে বলল ক্যারোলিনা।

বেনেরও নজর পড়েছে লম্বা চুলের দিকে। এই চেহারা ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না। এখনও ওর জ্যাকেটের পকেটে আটকে আছে উইলিয়াম রাসেল, ওয়ান্টেড পোস্টার হয়ে।

ডেযার্ট স্টর্মের কাছেও পুরো ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। বেনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। জানে ও-ই এগিয়ে যাবে আগে।

বেনও তাকিয়ে আছে পার্টনারের দিকে। ডেযার্ট স্টর্ম নড করলেই এগিয়ে যাবে উইলিয়ামের জন্য নরকের দরজা খুলে

boighar.com

দিতে।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধাটা এল মৌসুমি বৃষ্টির কাছ থেকে।

খপ করে ডেযার্ট স্টর্মের হাত ধরল ও। এরপর টানতে লাগল আউট-লর দিকে। মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি বহুবার ওকে চড়-চাপড় মেরেছে এই হারামজাদা। আজ সুদে-আসলে শোধ নেবে সব অত্যাচারের।

মৌসুমি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ডেযার্ট স্টর্ম। এমনিতে ওর বোনটা খুবই শান্তশিষ্ট আর ভীতু।

কিন্তু ওর চোখে এখন ভীত হরিণীর দৃষ্টি নেই, সেখানে জ্বলজ্বল করছে হিংস্র বাঘিনীর দৃষ্টি।

মনস্থির করে ফেলল ডেযার্ট স্টর্ম। বোনের সম্মানের জন্য এ লড়াইয়ে ওকে নামতেই হবে।

'পার্টনার,' বলল ও, 'তুমি তোমার দাবিটা একটু বিবেচনা করলে, ওর সাথে আমি একটু আলাপ করতে পারতাম।'

ডেযার্ট স্টর্মের কথা শুনে, এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল বেন। স্টর্মের কণ্ঠে কোন উত্থান-পতন নেই, সম্পূর্ণ শান্ত। বহুবার এই স্বরের সাথে পরিচিত হয়েছে ও। অনিবার্য এই আহ্বান। উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না।

নড করল বেন।

দ্রুত এগোল ডেযার্ট স্টর্ম। পকেট থেকে একশ' ডলারের একটা নোট বের করে এপাশের গ্ল্যাডিয়েটরের সামনে মেলে ধরল।

'বন্ধু, তোমার গলাটা মনে হয় মরুভূমি হয়ে এসেছে। কিছু মনে না করলে, স্যালুন থেকে গলাটা ভিজিয়ে আসা পর্যন্ত তোমার ফাইটটা আমি চালিয়ে নিতে চাই,' নোটটা ওর হাতে দিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

খুশিমনে নোটটা নিয়ে স্যালুনে ঢুকে পড়ল বুদ্ধিমান মাতাল, ওর ড্রামের মত শরীর কয়েক ব্যারেল হুইস্কি দিয়ে

বইঘর.কম

পূর্ণ করতে।

মাইনারের বদলে আধখেঁচড়া এক ইণ্ডিয়ানকে এগোতে দেখে আক্কেল গুড়ুম অন্য আউট-লর।

'এসব কী হচ্ছে এখানে? তুমি এসবের মধ্যে আসছ কীভাবে, ইনজুন?' বলল আউট-ল।

মঞ্চে প্রবেশ করল প্রেইরি কন্যা।

'বেজন্মা কুকুর!' চিৎকার করে বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

'তুই আমাদের অপহরণ করেছিলি, বাচ্চা একটা মেয়েকে নির্যাতন করে খুন করেছিস। এখনও বুঝতে পারছিস না কীসের জন্য?'

ক্যারোলিনাও যোগ দিল মৌসুমি বৃষ্টির সাথে।

অভিশাপের যদি ক্ষমতা থাকত, এতক্ষণে ভস্ম হয়ে যেত উইলিয়াম রাসেল।

ওদের দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল আউট-লর। নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য তোতলাতে লাগল।

তাকাল চারপাশে। ঘিরে থাকা জনতার দিকে।

বিধি বাম।

এতক্ষণ যাদের কাছ থেকে বীরোচিত উৎসাহ পেয়েছে, তারাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঘৃণায়।

এরই নাম পশ্চিম। হাজার রকম অনাচার থাকলেও মৌলিক কিছু বিষয়ে সবাই এক। নারী অপহরণকারীর কোন স্থান নেই এখানে। ধর্ষকের শাস্তি একটাই।

মৃত্যু।

আর অমোঘ নিয়তির মত মৃত্যুদূত হয়ে এগিয়ে আসছে আউট-লদের দুঃস্বপ্ন—ডেযার্ট স্টর্ম।

মৃত্যুকে আর ভয় পাচ্ছে না আউট-ল। বরং সৃষ্টিকর্তার কাছে দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছে। নিজের অপরাধ স্বীকার করে জনতার কাছেও আবেদন জানাচ্ছে ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য।

boighar.com

জনতা নির্বিকার, ভাবলেশহীন। অপহরণকারীর প্রতি কোন করুণা নেই ওদের চোখে।

দুর্বৃত্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্ম।

বাদলধারার টাপুর-টুপুর শব্দ ছাড়া চারদিকে সুনসান নীরবতা। শুধু এক নাগাড়ে দয়া ভিক্ষা করে চলেছে আউট-ল।

'টিম স্যাণ্ডার্স কোথায়?' হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেযার্ট স্টর্ম।

'আমি...আমি জানি না, কোথায়,' ভয়ে গলা আটকে গেল দুর্বৃত্তের।

'টিম স্যাণ্ডার্স কোথায়?' কোনরকম উত্তেজনা ছাড়াই আবার জিজ্ঞেস করল ও।

'উল্‌ফ ক্যানিয়ন, উল্‌ফ ক্যানিয়নে যাচ্ছে ও,' হড়বড় করে বলল উইলিয়াম।

ওদের ধারণাই সত্যি, হেডকোয়ার্টারের দিকেই যাচ্ছে স্যাণ্ডার্স। এর কাছে নতুন করে আর কিছু জানার নেই।

এল্কের হাড়ের হাতলওয়ালা কুখ্যাত ছুরিটা উদ্বাস্তু হলো ডেযার্ট স্টর্মের বাকস্কিনের আবাসস্থল থেকে। আশ্রয় পেল ওর ডান হাতের মুঠিতে।

'উইলিয়াম, মেয়েদের সাথে যে ব্যবহার করেছ, সহজ মৃত্যু তোমার কপালে জুটবে না। মরার আগে নরকের স্বাদ পেয়ে যাবে এখান থেকে। এটা আমার বোনের জন্য...'

ঝলসে উঠল ছুরির ফলা।

জনতা নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে। হতবাক হয়ে দেখছে এক পিশাচের উপর পৈশাচিক সাজার নিদর্শন।

আলতোভাবে এল্ক নাইফের ব্লেড চিরে দিল দুর্বৃত্তের তলপেট।

বেরিয়ে আসা নাড়ি-ভুঁড়ির প্রবাহ ঠেকাতে দুই হাত দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করল উইলিয়াম।

বইঘর.কম

আবার ঝলসে উঠল ছুরির ফলা। পাঁজরের নিচের দিকের একটা হাড় মাখন কাটার মত চিরে দিল।

আবারও চমকাল ডেযার্ট স্টর্মের বাউই ছুরি। গলাটা দু'ফাঁক করে দিল।

মৃত্যু নিশ্চিত। তবে সময় লাগবে।

তবে নরকের শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি ওর।

বেন মেয়েদেরকে আগেই আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিল, যাতে এই পৈশাচিকতা ওদের দেখতে না হয়।

কিন্তু বেনের আদেশ-উপদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল মৌসুমি বৃষ্টি। এমনিতে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট মেয়ে ও। কিন্তু দিনের পর দিন, স্যাণ্ডার্সের স্যাঙাতরা ওদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, আজ তার বিস্ফোরণ ঘটল।

পায়ে-পায়ে এগোল ও, দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্মের পাশে। ওর হাত থেকে ছুরিটা নিজের হাতে নিল। এরপর এগোল নরকের যাত্রীর সামনে।

বিস্মিত হওয়ারও সুযোগ পেল না ডেযার্ট স্টর্ম। আউট-লর গা শিউরানো চিৎকারে শিউরে উঠল প্রকৃতি।

ঘোরের মধ্যে আছে যেন প্রেইরি কন্যা। নির্বিকারভাবে তুলে আনা স্কাল্পটা গুঁজে রাখল ওর বাকস্কিনের বেল্টে। ফিরে চলল আগের অবস্থানে।

সংবিৎ ফিরতেই বোনকে সামলাতে ছুটল ডেযার্ট স্টর্ম।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে জনতা।

ডেযার্ট স্টর্মের টাকায় ভরপুর হুইস্কি গিলে বেরিয়ে এসেছিল গ্ল্যাডিয়েটর। ইচ্ছে ছিল মজমাটা উপভোগ করে নেশাটাকে আরেকটু জাঁকিয়ে তোলা।

কিন্তু জাঁকিয়ে তোলা তো দূর, শেষ দৃশ্যটা দেখে নেশাই ওকে ছেড়ে ভেগে গেল।

'এই দৃশ্য দেখার পর, কোন ন্যাংটো মেয়েছেলে সামনে

boighar.com

দিয়ে হেঁটে গেলেও, আমি অন্তত ফিরে তাকাব না,' বলল লোকটা।

ওর কথায় হেসে উঠল আরেক নেশা-উধাও-হওয়া-মাইনার।

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে, বাকি হাসিটুকু গপ করে গিলে ফেলল সে। এরপর হাঁটা ধরল অন্ধকারে।

বাকিরাও একই পথ ধরল।

মৃত আউট-লর কলার ধরে টেনে শেরিফ অফিসের সামনে নিয়ে এল বেন। দরজার সামনে লাশটা রেখে ভেতরে ঢুকল।

'তোমাকে আর ডেপুটির কাছ থেকে খবর নিতে হবে না, শেরিফ। ওই লোককে আমরা খুঁজে পেয়েছি, তোমার দরজায় শুয়ে আছে।' পোস্টারটা বের করে শেরিফের হাতে দিল বেন। 'বাউন্টি মানিটা দিয়ে দিলে, তোমাকে আর সকালে বিরক্ত করার প্রয়োজন হত না।'

'এক ঘণ্টা সময় দাও। ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলে তোমার টাকার ব্যবস্থা করছি। কোথায় পাওয়া যাবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'স্যালুনে কাজটা সারতে পারি আমরা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে,' বলল বেন।

'ঠিক আছে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছি,' বলল শেরিফ।

স্যালুনে ঢুকে ডেযার্ট স্টর্মদের টেবিলের দিকে এগোল বেন। ওর দিকে আইরিশ জ্যাকসের একটা বোতল এগিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনে বসল বেন। মৌসুমি বৃষ্টির গ্লাসটা খালি দেখে, পূর্ণ করে দিল।

ক্যারোলিনা গ্লাসটা খালি করে নিচে নামিয়ে রাখায়,

সেটাও পূর্ণ করে দিল ও। এরপর নিজের গ্লাসে আইরিশ জ্যাকস ঢেলে নিয়ে মৌসুমি বৃষ্টির দিকে তাকাল।

'মৌসুমি বৃষ্টি, তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে বলল মৌসুমি বৃষ্টি।

বেনের দেয়া গ্লাস থেকে হালকা চুমুক দিল।

ক্যারোলিনাও বান্ধবীর কথার সাথে একমত পোষণ করল। 'ও ঠিকই আছে।'

'টিম স্যাণ্ডার্স আমাদের চেয়ে তিন-চার ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে,' আসল কাজের কথায় এল ডেযার্ট স্টর্ম।

'হ্যাঁ, আমিও সে-রকমই শুনেছি,' জবাব দিল বেন।

'এই আবহাওয়ায় ওকে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'ও নিজেও এটা জানে। তাই ওর এই নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই।'

বেন ওর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকানোয় বিস্তারিত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল।

'আমার মনে হয় এই স্যালুনে বসে না থেকে আইরিশ জ্যাকসের মুখে ছিপি এঁটে কাজে নেমে পড়ি। কেলি আর আমি যাচ্ছি ট্রেডিং পোস্টে, ওর জন্য একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে। তুমি মেয়েদের নিয়ে জেনারেল স্টোরের দিকে যাও। দেখ কী-কী সাপ্লাই কিনতে হবে। সব জোগাড় হলে দেরি না করে ট্রেইলে নেমে পড়ি।'

পার্টনারের পরিকল্পনায় সম্মতি জানিয়ে নড করল বেন। এরপর হাতের গ্লাসটা তুলে ধরে টোস্ট করল, 'শেষ হারামজাদাকে ধরার সাফল্য কামনা করে।'

অন্যরাও ওর দেখাদেখি গ্লাস তুলে টোস্ট করল।

শেরিফ রিওয়ার্ড মানি পৌঁছে দিয়েছে বেনকে। জেনারেল স্টোর থেকে প্রয়োজনীয় সাপ্লাইও জোগাড় হয়েছে।

কেলির জন্য চমৎকার একটা ঘোড়া কিনেছে ডেযার্ট স্টর্ম।

boighar.com

নিজের ঘোড়ায় চড়ে জেনারেল স্টোরের সামনে এল কেলি, সাথে ডেযার্ট স্টর্ম।

সাতাশ

দুই বাউন্টি হান্টারের নেতৃত্বে আবার ট্রেইলে নামল দলটা, লক্ষ্য–ডেনভার। টিম স্যাণ্ডার্সের ট্র্যাক অনুসরণ করে চলতে লাগল ওরা। বৃষ্টির কারণে হালকা হতে-হতে একসময় মুছে গেল ট্র্যাকের ছাপ। যেহেতু জানা আছে উল্‌ফ ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছে টিম স্যাণ্ডার্স, তাই ট্র্যাক হারানো নিয়ে কারও কোন উদ্বেগ নেই।

তবে একটা ব্যাপার নিয়ে ডেযার্ট স্টর্ম খুব উদ্বিগ্ন। সেটা ওর বোন মৌসুমি বৃষ্টি। প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণে আউট-ল উইলিয়ামের স্কাল্প তুলে নিয়েছে ঠিকই, তবে ব্যাপারটা ওর মনোজগতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। কারণ, জীবনে প্রথমবার এই ঘটনা ঘটিয়েছে ও। ওকে আঘাতটা সামলে ওঠার জন্য সবার কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পেতে হবে। নইলে বাকি জীবন এই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে বেচারিকে।

ডেযার্ট স্টর্ম নিজেও অপরাধবোধে আক্রান্ত। ক্যারোলিনাকে এখানে বেড়াতে নিয়ে না এলে এই দুর্ঘটনাটা ঘটত না।

যতদিন মৌসুমি বৃষ্টি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হয়, পাহাড়ে ফিরবে না ও। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

বৃষ্টির কারণে পুরো পরিবেশটাই বিষণ্ন। ট্রেইলের একঘেয়েমি কাটাতে যে যার আপন-আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছে।

কেলির ভাবনা খুবই সাদামাটা। ও জানে ক্যারোলিনার রানশের সাথেই জড়িয়ে গেছে ওর ভবিষ্যৎ। তারপরও অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান ও। এরকম একটা দলের সাহায্য পেয়েছিল। নইলে বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে যেত।

বড় শহরে লেখাপড়া করেছে ক্যারোলিনা। জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে সহজভাবে নেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে ওর। আর এমনিতেও ওর মনোবল খুব দৃঢ়। জানে জীবনপথে চলতে গেলে কখনও-কখনও হোঁচট খেতে হয়, তাই বলে সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলে না। আবারও উঠে দাঁড়াতে হয়। এগিয়ে যেতে হয় সামনের দিকে।

ক্যারোলিনা অপহৃত হয়েছে শুনে আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিল বেন। ওকে ফিরে পেয়ে পুরোপুরি নির্ভার এখন ও। ক্যারোলিনা ওর জীবনের কতটা জুড়ে আছে, এখন তা উপলব্ধি করতে পারছে।

আউট-লর স্কাল্প তুলে নেয়ার পর মৌসুমি বৃষ্টির প্রচণ্ড ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে। এ ছাড়া ভাইয়ের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় মানসিকভাবেও অনেকটাই নির্ভার।

ভাইয়ের উপর অগাধ আস্থা ওর। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, ওদেরকে শায়েস্তা করতে প্রয়োজনে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে ওর বিগ ব্রাদার। আর রিযার্ভেশনে এই ঘটনা যাতে কোনভাবেই প্রকাশ না পায়, তার জন্যও সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা করবে। সেক্ষেত্রে সময়ের পরিক্রমায় সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে–ভাবনাটা শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল মৌসুমি বৃষ্টির মনে।

ভেজা প্যাঁচপেঁচে আবহাওয়া আর কর্দমাক্ত একঘেয়ে ট্রেইলে পথ চলতে গিয়ে তিতিবিরক্ত মেয়েটা। সেই সাথে খুন-জখমের সাথে নিজেরাও জড়িয়ে পড়ে মূল লক্ষ্যের প্রতি

boighar.com

আগ্রহ অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। আগের সেই উদ্যম এখন আর অবশিষ্ট নেই ওদের মধ্যে।

বেনের চোখেই এসব বিষয় আগে ধরা পড়ে।

মেয়েরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে, লক্ষ করল ও।

'ক্যারল, মৌসুমি বৃষ্টি, তোমরা ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'হ্যাঁ, বেন। আমরা ঠিকই আছি,' জবাব দিল ক্যারোলিনা। 'তবে এই বাজে আবহাওয়া আর বিরক্তিকর ট্রেইলে চলতে-চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন এইসব ছেড়েছুঁড়ে ডাবল আর রানশে ফিরতে চাই। চাই গরম পানি দিয়ে দীর্ঘক্ষণ গোসল সেরে নিজের বিছানায় ঘুমাতে।'

মৌসুমি বৃষ্টির দিকে তাকাল বেন। মৃদু হাসি আর নড করা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঐক্যজোটের আরেক সদস্য ও।

'ট্রেইলটা আসলেই দীর্ঘ আর কষ্টকর,' বলল বেন। 'তবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই,' অত্যন্ত আস্থার সাথে বলল বেন।

অন্তর থেকে বলা ওর কথাগুলো আর সবাইকে ছুঁয়ে গেল।

ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি এই মন খারাপ করা আবহাওয়ায় কিছু সময়ের জন্য হলেও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

কথা ফুরিয়ে গেল।

আবারও বিরক্তিকর পথচলা শুরু হলো।

সারাটা দিনই ওদের সাথে লুকোচুরি খেলেছে সূর্য। মেঘের আড়াল থেকে আবারও সে তার মুখটা বের করল। তবে চেহারায় আগের সেই উজ্জ্বলতা নেই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অস্ত যেতে হবে।

দৃষ্টিসীমার মধ্যে গাছপালাঘেরা একটা জায়গা নজরে আসতে, সহযাত্রীদের দিকে সোলসের মুখ ঘোরাল ডেযার্ট

স্টর্ম।

'ওই গাছপালাঘেরা জায়গাটায় রাতের জন্য ক্যাম্প করব,' জায়গাটার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'মনে হচ্ছে ক্যাম্পের জন্য চমৎকারই হবে।'

সকলেই সোৎসাহে সম্মতি দিল। স্পার দাবাল নিজ-নিজ ঘোড়ার পেটে। যত দ্রুত সম্ভব রাতের আস্তানায় পৌঁছতে চায়।

সাইটে পৌঁছে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাম্প তৈরিতে।

অপ্রস্তুত অবস্থা কেলির। এ-ধরনের ক্যাম্প করার ব্যাপারে ওর কোন অভিজ্ঞতা নেই। অথচ কোন রকম শলা-পরামর্শ ছাড়াই যে যার মত নির্দিষ্ট কাজে লেগে পড়েছে।

'আমি কীভাবে তোমাদের কাজে লাগতে পারি, মি. স্টর্ম?' জিজ্ঞেস করল কেলি।

আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিল স্টর্ম। ছেলেটার কথায় দ্রুত একবার চারদিকে তাকাল।

'বেনের সাথে থাকো, জ্বালানি কাঠ আর ডালপালা জোগাড় করতে সাহায্য করো ওকে।'

'ইয়েস, স্যর,' নিজের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে দ্রুত কাজে নেমে পড়ল ও।

ট্রেইলে অসংখ্যবার ক্যাম্প করেছে ওরা। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেল অস্থায়ী নিবাস।

ক্যাম্পফায়ারের উষ্ণতা চাঙা ভাব এনে দিল সবার মনে। ভাজা বেকন, বিন আর বিস্কুটের সুবাস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

সারাদিনের কঠিন আর বিরক্তিকর ট্রেইল যাত্রার পর, আড়মোড়া ভেঙে আরাম করে বসল সবাই বিশ্রাম নেয়ার জন্য।

ইতোমধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হয়েছে। সবাই অবস্থান নিয়েছে নিজ-নিজ বেডরোলে।

'আগামীকাল আমরা ডেনভারে পৌঁছে যাব। রওনা

boighar.com

দেয়ার পর কয়েক ঘণ্টা লাগবে ওখানে পৌঁছতে,' বেডরোলে বসে ঘোষণা দিল বেন। জানে এই সংবাদে দুই তরুণী অত্যন্ত উৎফুল্ল হবে।

আগুনের পাশে বসে হাত লম্বা করে দিয়ে শরীর গরম করছিল ক্যারোলিনা। বেনের কথায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

'দারুণ! আমার আর তর সইছে না।'

ওর পাশে বসে একই কাজ করছিল মৌসুমি বৃষ্টি। অভিন্ন বক্তব্য ফুটল ওর মুখে।

'আমারও।'

বেচারা কেলি আছে বেকায়দা অবস্থায়।

একদিকে নতুনভাবে জীবন শুরু করার ব্যগ্রতা, অন্যদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে ক্যারোলিনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ডেনভার থেকে তোমাদের রানশ কতদূর?'

'কমপক্ষে দু'দিন,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল ক্যারোলিনা।

কিন্তু কেলি খুব একটা উৎফুল্ল হতে পারল না। ওর ধারণা ছিল, ডেনভারের আশপাশেই হবে রানশের অবস্থান। দু'দিনের দূরত্ব শুনে ওর চাঁদের মত মুখে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ লেগে গেল।

সারাদিন কান্নাকাটি করে আকাশের বুক হালকা হয়ে এসেছে।

এক-এক করে উঁকি দিচ্ছে তারা।

ক্লান্ত পথিকেরা বেডরোলে শুয়ে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে কয়েকটা রাতজাগা পাখি।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে নতুন একটা ভোর।

উঁচু-নিচু ট্রেইল আস্তে-আস্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। গত

বইঘর.কম

কয়েক ঘণ্টায় বন্ধুর ট্রেইল প্রায় সমতল প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে ডেনভার শহর।

যে ট্রেইলে চলেছে ওরা, তা এখন শুকনো খটখটে।

অবশেষে ওদের দৃষ্টিসীমায় ধরা দিল ডেনভার শহর। স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল তরুণীদের হৃদয় জুড়ে।

আর ওদের ঘোড়াগুলো টের পেল পেটে স্পারের খোঁচা আর ঘাড়ে নরম হাতের গরম চাপড়।

নগর সভ্যতার ভিড় আর কোলাহলের মধ্যে ব্যগ্রভাবে প্রবেশ করল পাঁচজনের দলটা।

'বেন,' পার্টনারকে লক্ষ্য করে বলল ডেযার্ট স্টর্ম, 'আমাদের তরুণ সদস্যদের নিয়ে শেরিফ থর্নটনের অফিসে যাও। ওকে বলো, আমরা ফিরে এসেছি। আর যে ক'দিন উল্‌ফ ক্যানিয়নের দিকে রাইড করব, ও যেন ওদের দিকে খেয়াল রাখে।

'তোমার এই কাজ সারতে-সারতে আমি হোটেলে রুম নেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

'সব কাজ শেষ করে হুইস্কি রিভার স্যালুনে দেখা হবে, কেমন?' বলল বেন।

'শুনতে ভালই লাগছে,' জবাব দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা। চলল যে যার কাজ সম্পাদন করতে।

সব কাজ শেষ করে বেন যখন স্যালুনে ঢুকল, কেলি, মৌসুমি বৃষ্টি আর ক্যারোলিনা তখন ক্যাফেতে বসে লাঞ্চ সারছে।

বারে আগেই পৌঁছে গেছে ডেযার্ট স্টর্ম। একটা গ্লাসে আইরিশ জ্যাকস পূর্ণ করল, এরপর বেনের দিকে এগিয়ে দিল।

লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকাল

boighar.com

বেন।

'কেলি আর মেয়েরা লাঞ্চ করছে,' ফিরিস্তি দিল বেন। 'সেখান থেকে হোটেল রুমে চলে যাবে। এবং আমরা না ফেরা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ওরা। শেষ অংশটা খুব ভালভাবে ওদের বুঝিয়ে এসেছি।'

'চমৎকার,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'তা হলে তো ভালভাবেই সবকিছু ম্যানেজ করেছ। এখন বাকিটুকু ভালমত শেষ হলেই হয়।'

হাতের গ্লাস উঁচু করল দুই বাউন্টি হান্টার। শেষ দৃশ্যের সফল সমাপ্তি কামনা করে টোস্ট করল।

এক চুমুকে শেষ করে ফেলল দামি তরল।

খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে গেল টেবিলে, অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল এগিয়ে আসা ঝামেলাটা।

দুই বেহেড মাতাল এগিয়ে এসে অবস্থান নিল বেন আর ওর পার্টনারের ডান পাশে।

ওখান থেকেই রুক্ষ স্বরে বারকিপকে আদেশ দিল ড্রিংক সার্ভ করার জন্য। এরপর ডেযার্ট স্টর্মকে লক্ষ্য করে বলল, 'হেই, জেরোনিমো! জন্মের পর থেকে নাপিত ব্যাটা মনে হয় তোমার কাছ থেকে পয়সা পায়নি। দেখতে লাগছে আমার ঘরে থাকা মেয়েমানুষটার মত।'

চেয়ারে হেলান দিল ডেযার্ট স্টর্ম, ভালভাবে বক্তাকে দেখার জন্য। তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার মনোযোগ দিল গ্লাসের দিকে।

বেন ওর পাশে দাঁড়ানো বক্তার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'মুখ বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ো, বাছা। নইলে পরে পস্তানোরও সময় পাবে না।'

বেনের কথায় মাতালের উৎসাহ যেন আরও চাগিয়ে উঠল। ওর মদের নেশা কথার নেশায় রূপান্তরিত হলো।

'ওকে এই অবস্থায়, এই লম্বা চুলে, দেখতে এমন

লাগছে, ঠিক যেন আমার লাল ঘোড়াটার পাছা। টম, তুমি কী বলো?' সমর্থনের আশায় সঙ্গী মাতালের দিকে তাকাল বক্তা।

টম কিছুই বলছে না। মাতাল হলেও, পুরোপুরি তাল এখনও হারিয়ে ফেলেনি। ইণ্ডিয়ানের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে বিপদসঙ্কেত দেখতে পাচ্ছে ও।

বিপদসঙ্কেত বেনও দেখতে পেয়েছে। ডেযার্ট স্টর্ম নিজে নামলে আরেকটা ভয়াবহ ঘটনার অবতারণা হবে। তাই নিজেই সক্রিয় হলো বেন।

'তোমার কিছু করতে হবে না, পার্টনার। আমি সামলাচ্ছি ব্যাপারটা,' বলল বেন।

'দেখো, কী করতে পারো,' শ্রাগ করল ডেযার্ট স্টর্ম। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কোন খায়েশ নেই আমার।'

ড্রিংকের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অবশিষ্ট তরলটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল বেন।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বক্তার ঘাড়ের চুলগুলো খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বার কাউন্টারে।

দোষ স্বীকার করে কাউন্টারে মুখ-কপাল ঠুকতে লাগল বক্তা। তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়, বেনের ইচ্ছেয়।

কয়েকটা দাঁত ঝরিয়ে, আর কপালে গোটা কয়েক আলু নিয়ে চেতনা হারাল বক্তা। তখনও প্রায়শ্চিত্ত করা শেষ হয়নি ওর।

অচেতন দেহটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল বেন।

এতক্ষণে পাপমোচন হলো বক্তার।

কোন কথা না বলে দ্রুত স্যালুনের বাইরে চলে গেল মাতালের সঙ্গী। উদ্ধার অভিযানে নামল।

পার্টনারের জন্য আগে থেকেই বরফশীতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে রেখেছিল স্টর্ম। দুষ্টের দমন শেষ করে বেন টেবিলে এসে বসতেই, মগটা এগিয়ে দিল বন্ধুর দিকে।

টোস্ট করল দুই বাউণ্টি হান্টার, ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা

boighar.com

করে।

ড্রিংক শেষ করে স্যালুন থেকে বের হয়ে এল বেন আর ডেযার্ট স্টর্ম।

আটাশ

ঢিলেঢালা ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে ওদের আচরণ থেকে। সে জায়গার দখল নিয়েছে পেশাদার বাউন্টি হান্টারের সতর্কতা। কারণ ওরা বেরুচ্ছে অসমাপ্ত কাজটার শেষ অংশটুকুর নিখুঁত পরিসমাপ্তি ঘটাতে।

'তুমি কী ভাবছ, স্টর্ম?' আলোচনার সূত্রপাত ঘটাল বেন, 'টিম স্যাণ্ডার্সের হাইড আউটে যাওয়ার পথে কোন মেক্সিকান দুর্বৃত্তের দেখা পেলে মাড়িয়ে যাব?'

'এরকমই ভাবছি,' কোন চিন্তা না করেই বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'চাই না গতবারের মত কেউ এসে বলুক, তোমার প্যান্ট-শার্ট-আণ্ডারওয়্যার খুলে দাও।' পুরানো কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'যে-কোন মূল্যেই কাজটার সমাপ্তি টানব আমরা। যে ক'টা লাশ ফেলতে হয়, পরোয়া নেই।'

'বুঝতে পেরেছি, পার্টনার। আগে গুলি, পরে বুলি,' চিৎকার করে বলল বেন। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করেছে।

ডেযার্ট স্টর্মও সোলসের পিঠে চাপড় দিল। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সোলসও পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করল।

বইঘর.কম

মেক্সিকান দুর্বৃত্তদের কাছাকাছি পৌঁছে হোলস্টারের ফিতা ঢিলে করে নিল ওরা। স্ক্যাবার্ড থেকে বের করে নিল যার-যার রাইফেল।

মেক্সিকান দুর্বৃত্তরা নিকটবর্তী হতে থাকায় চিৎকার করে ওদের দিকে পূর্ণ গতিতে ঘোড়া চালিয়ে দিল। সেই সাথে হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল ওদের।

বেন ওর ডান দিকের মেক্সিকান আউট-লর দিকে রাইফেল তাক করে ট্রিগার চাপল, স্যাডলচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ল আউট-ল।

আরোহী নেই বুঝতে পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মত উল্টোদিকে ছুটল ঘোড়াটা।

ডেযার্ট স্টর্ম দুই হাঁটু দিয়ে সোলসের পেট চেপে ধরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছে, খোলা দুই হাতে ফায়ার করছে। এক হাতে ওর বিখ্যাত লং ব্যারেল রাইফেল, অন্য হাতে সিক্সশুটার।

সোলসের পিঠের সাথে নিজের শরীর মিশিয়ে দিয়ে গুলি করছে ও। একে গতিশীল টার্গেট, তার উপর কাত হওয়া শরীর, মেক্সিকান দুর্বৃত্তরা সুবিধে করতে পারছে না। প্রচণ্ড গতিতে মেক্সিকান আউট-লদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে গেল ও।

পরস্পরকে অতিক্রম করার সময়, ওর বিধ্বংসী আক্রমণের মুখে তিন আউট-ল স্থায়ী ভূমিশয্যা নিল। অক্ষত দু'জন ঘোড়া ঘুরিয়ে ডেযার্ট স্টর্মকে সাবড়ে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে।

কোন ঝুঁকি নেয়ার ধার দিয়ে গেল না ডেযার্ট স্টর্ম। ওর দিকে এগোতে থাকা প্রায় পাশাপাশি দুই ঘোড়ার মধ্য থেকে পেছনের ঘোড়াকে টার্গেট করল ও।

লং ব্যারেল রাইফেলের নলটা তাক করল। টিপে দিল ট্রিগার।

boighar.com

যা আশা করছিল, তা-ই ঘটল।

গুলির আঘাতে চমকে উঠল ঘোড়াটা। লাফিয়ে উঠল। ধাক্কা দিল সামনের ঘোড়াকে। সবাই একযোগে ভারসাম্য হারাল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ধরণীর পিঠের উপর ধপাস করে পড়ল দুই সওয়ারি।

কোমাঞ্চি যোদ্ধার স্বরূপ প্রকাশিত হলো ডেযার্ট স্টর্মের। শত্রুর জন্য সেখানে দয়া-দাক্ষিণ্যের কোন স্থান নেই। দু'বার গর্জে উঠল ডেযার্ট স্টর্মের রাইফেল। চিরতরে শত্রুতার খায়েশ মিটিয়ে দিল ওদের।

এতক্ষণ নিজের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বেনের দিকে তাকানোর সময় পায়নি। যখন সময় হলো, বেন তখন ওর ভাগের লড়াই শেষ করে ফেলেছে।

পাশাপাশি হলো দুই বাউন্টি হান্টার।

নীরবে নড করল।

অন্তরের বন্ধন এতটাই দৃঢ়, পরস্পরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কোন ভাষার প্রয়োজন হলো না ওদের।

যার-যার অস্ত্রগুলো বের করল ওরা। খালি চেম্বারগুলো বুলেট দিয়ে পূর্ণ করল। আবার ফেরত পাঠাল হোলস্টারে।

সামনেই চূড়ান্ত গন্তব্য, সতর্কতায় সামান্য গাফিলতিও করা যাবে না।

রওনা হতে গিয়েও আবার সোলসের লাগাম টানল ডেযার্ট স্টর্ম।

'কী ব্যাপার, স্টর্ম, আবার থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল বেন।

কোন কথা না বলে, স্ক্যাবার্ড থেকে লং ব্যারেল বের করল ডেযার্ট স্টর্ম। যন্ত্রণাকাতর ঘোড়াটার মাথায় গুলি করল।

'ওর কোন অপরাধ ছিল না। কষ্টকর মৃত্যু ওর জন্য নয়,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

বইঘর.কম

চেম্বারে গুলি ভরে আবার জায়গামত রেখে দিল অস্ত্রটা।

'ঠিকই বলেছ, এটুকু ওর প্রাপ্য,' বলল বেন।

ঘোড়ার পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল ওরা। চলতে করল ঘোড়াদুটো।

এগিয়ে চলল উল্‌ফ ক্যানিয়নের প্রবেশপথের উদ্দেশে।

হাইড আউটের প্রবেশমুখে এসে, ঘোড়া থেকে নামল দুই বাউন্টি হান্টার। গাছের আড়ালে বেঁধে রাখল ঘোড়াদুটোকে।

দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল টিম স্যাণ্ডার্সের আস্তানার দিকে। যেখানে আশ্রয় নিয়েছে টিম আর ওর নতুন স্যাঙাতরা। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ওরা, কেউ ওদের এই হাইড আউটের হদিস জানে না।

অথচ ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন ম্যাক্সওয়েল যে ওদের হাইড আউটকে দিগম্বর করে দিয়ে গেছে, এই খবর ওদেরকে জানানোর মত কেউ বেঁচে নেই।

চলার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই দুই বাউন্টি হান্টারের। নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে জীর্ণ কুটিরটাকে লক্ষ্য করে।

আগেই কথা হয়েছে ওদের, সামনে যা কিছু নড়বে, থামিয়ে দিতে হবে সীসা দিয়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম টিম স্যাণ্ডার্স।

'যে-কোন কিছুর বিনিময়ে টিম স্যাণ্ডার্সকে জীবিত চাই আমার,' কোন রকম ভণিতা না করে নিজের চাহিদা সাফ-সাফ জানিয়ে দিয়েছে ডেযার্ট স্টর্ম।

বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে ভুল হয়নি বেনের। আশ্বস্ত করেছে পার্টনারকে, অক্ষত টিম স্যাণ্ডার্সকে উপহার দেবে।

চারদিকে অশান্তির বীজ বপন করে নিজের ডেরায় শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে টিম স্যাণ্ডার্স।

এক পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে চার স্যাঙাত। একঘেয়েমি

boighar.com

কাটাতে তাস পেটাচ্ছে। মাঝে-মাঝে চুমুক দিচ্ছে ড্রিংকের গ্লাসে। নিজেদের কথায় নিজেরাই হেসে কুটি-কুটি হচ্ছে।

এগিয়ে আসা মৃত্যুদূতদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখেয়াল।

পা টিপে-টিপে পোর্চে উঠে এল দুই বাউন্টি হান্টার। ভেতর থেকে ভেসে আসা হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নড করল ডেযার্ট স্টর্ম আর বেন। এরপর একই সাথে লাথি হাঁকাল ঘরের দরজায়।

দরজাটা ওটার যৌবনকালেও এই সম্মিলিত হামলা সামলাতে পারত কি না সন্দেহ। আর এই শেষ বয়সে এসে পারার তো প্রশ্নই আসে না।

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বয়স্ক কবাট। চার সিক্সগান নিয়ে ভেতরে ঢুকে পজিশন নিল দুই বাউন্টি হান্টার।

স্বাভাবিক রিফ্লেক্স-বশে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল আউট-লর দল।

পাখি শিকারের মত পেড়ে ফেলল ওরা চার দুর্বৃত্তকে। পূর্ণ মনোযোগ দিল ঘরের পঞ্চম বাসিন্দার দিকে।

আউট-লদের কাছে অস্ত্র মা-বাবার চেয়েও আপন। নিরাপদ স্বর্গে হঠাৎ বজ্রপাত হওয়ায় অস্ত্রের কথাই আগে মনে পড়ল টিম স্যাণ্ডার্সের। কিন্তু নিজের এই হেডকোয়ার্টারের গোপনীয়তার ব্যাপারে এত বেশি নিশ্চিত ছিল, ঘুমানোর সময় পাশে রাখেনি অস্ত্র।

অস্ত্রহীন এতিম অবস্থায় ধরা পড়ল বাউন্টি হান্টারদের হাতে। নিজের বেকায়দা অবস্থা ভালই বুঝতে পারছে। চারটা সিক্সগানের নল তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঘাঘু মাল টিম স্যাণ্ডার্স। অস্ত্রের জোর নেই দেখে চাপার জোর খাটাতে চেষ্টা করল।

'তোমরা কে? কেন শুধু-শুধু আমার নিরীহ লোকগুলোকে খুন করলে?' সময় নেয়ার ফিকির করছে ও। যদি মুক্তির কোন সুযোগ মিলে যায়।

চুপচাপ অস্ত্র হাতে স্যাণ্ডার্সকে কাভার করছে বেন। জানে, এটা ডেযার্ট স্টর্মের একক প্রদর্শনী। ওর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আজ প্রয়োগ করবে স্যাণ্ডার্সের উপর।

বেন এখানে শুধুই দর্শক।

'আমরা হচ্ছি শিক্ষক। দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দান করি, যাতে ভবিষ্যতের মানুষেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে,' আলাপ করার ঢঙে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। বেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো অনেক বেশি পড়াশোনা করেছ, পার্টনার। সেই পয়গম্বর কী যেন বলে গিয়েছিলেন জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে?'

'বলেছিলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে গমন করতে,' বলল বেন।

'রাইট। টিম স্যাণ্ডার্স, তোমাকে তো আর অত দূরে পাঠাতে পারি না। তাই এখানেই ব্যক্তিগত পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতে চলে এসেছি।

'তোমার লোকগুলোকে খুন করলাম, কারণ আমরা তোমাদের মত "নিরীহ" লোকদের দুনিয়াছাড়া করার ব্রত নিয়েছি।'

বেনের দিকে তাকাল ডেযার্ট স্টর্ম।

'পার্টনার, তুমি আমার স্যাডল থেকে দড়ির কুণ্ডলীটা একটু নিয়ে আসবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলল বেন। বেরিয়ে গেল দড়ি আনার জন্য। ফিরলও দ্রুত।

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'রশিটাকে চার টুকরো করে কেটে ফেলো। এরপর টিম স্যাণ্ডার্সকে পোর্চের বাইরের গাছটাতে একটু আটকে দাও। আমি ওকে কাভার করছি।'

বাউণ্টি হাণ্টার হওয়ার আগে দক্ষ কাউবয় ছিল বেন। আঠা দিয়ে কাগজে ফড়িং আটকানোর মত নিখুঁতভাবে গাছের গুঁড়ির সাথে গেঁথে ফেলল টিম স্যাণ্ডার্সকে।

boighar.com

তস্কর নেতার ধারণা ছিল ওকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। মনে-মনে নিয়তিকে মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে দুই হাত দুই পা ছড়িয়ে অচল মালে পরিণত হতে দেখে চোখ রসগোল্লা হলো ওর।

'আমাকে নিয়ে কী করবে?' আতঙ্কে ঢোক গিলে বলল তস্কর নেতা।

বেনের মনেও কৌতূহল।

'ওর গায়ে গুড় মাখিয়ে, লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেবে নাকি, পার্টনার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কী বলছ, পার্টনার,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'ওটা তো ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। আমি তো আমার সারা জীবনের অর্জিত শিক্ষা টিম স্যাণ্ডার্সকে দান করব।

'তোমাকে ধন্যবাদ, পার্টনার। অনেক সাহায্য করেছ। এখন থেকে পুরো প্রদর্শনীটা একা আমার। তুমি ডেনভারের পথ ধরো। আমি কাজটা সেরে স্যালুনে তোমার সাথে দেখা করব।'

'দেখো, পার্টনার, ব্যাপারটার সাথে কিন্তু আমারও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত। সুতরাং আমাকে এই প্রদর্শনীর দর্শক হতে বাধা দিতে পারো না তুমি,' বলল বেন।

'সেটা ঠিক।' শ্রাগ করল ডেযার্ট স্টর্ম। 'অবশ্যই দেখতে পারো। তবে সহ্য করতে পারবে কি না, সেটাই বড় কথা।'

মাথার উপর সূর্যের ভরা যৌবন। আগুন ঢালছে অকাতরে। তবে সেটা টিম স্যাণ্ডার্সকে গরম করতে পারছে না।

বরং ওদের বৈঠকি আলাপ ওর মধ্যে বরফের জোগান দিচ্ছে। দুই আগন্তুক নিজেদের পরিচয় দেয়নি এখনও। এমনকী আলাপের সময় নিজেদের নামটাও উচ্চারণ করেনি। ফলে নিকট ভবিষ্যতের ভয়াবহতার পরিমাপ সম্পর্কে সঠিক

বইঘর.কম

ধারণা করতে পারছে না ও। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত, আতঙ্কের মধ্যে এটা নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে।

'ঠিক আছে, পার্টনার, তুমি চেয়ার নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসো। কাজটা শুরু করি,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য তৈরি হলো বেন।

কাণ্ড দেখতে আরও কয়েকটা দর্শক জুটল আকাশে। কালো ডানা মেলে অলস ভঙ্গিতে ভাসিয়ে রেখেছে শরীর। খেলা শেষে সব দর্শক চলে গেলে নেমে আসবে নিচে, ময়দান পরিষ্কার করতে।

সব স্যাঙাতকে নরকের ট্রেইলে রওনা করিয়ে দিয়েছে। পালের গোদাও টিকেট নিয়ে বসে আছে স্যাঙাতদের পিছু নেয়ার জন্য। সুতরাং লুকোচুরির আর কোন দরকার নেই।

দড়ির কুণ্ডলী নিয়ে আসার সময় ঘোড়াদুটোকেও তাই পোর্চের সামনে নিয়ে এসেছে বেন।

বেনের দক্ষতার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই ডেযার্ট স্টর্মের। তারপরও অভ্যাসবশে গিঁটগুলো টেনেটুনে দেখল। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে।

ঘুরে তাকাল সোলসের দিকে।

ওকে এগোতে দেখে নিঃশব্দে নড়েচড়ে দাঁড়াল সোলস।

নিজের মনিবের নির্লিপ্ততা দেখে হ্রেষা করে উঠল বিস্কিট। নাক দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করে সঙ্গীকে ধমক দিল সোলস।

ওটার জানা আছে, মনিব এখন যা করবে, সেখানে কোন শব্দ করা চলবে না।

স্যাডলব্যাগ থেকে ওয়ার পেইন্ট বের করে মুখে কোমাঞ্চি ওয়ারিয়রের সাজ নিল ডেযার্ট স্টর্ম। এরপর পেইন্টের কৌটা নিয়ে এসে রাখল টিম স্যাণ্ডার্সের সামনে।

যুদ্ধসাজে সজ্জিত ইণ্ডিয়ান, দূর থেকে দেখলেই পিলে চমকে ওঠে, আর তা চোখের সামনে দেখে কলজেটা গলা

boighar.com

দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল টিম স্যাণ্ডার্সের।

কিন্তু সে অবস্থাও নেই টিম স্যাণ্ডার্সের। ওর নিজের নোংরা রুমালটাই মুখে গুঁজে দিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিচ্ছে বেন। রসগোল্লার মত চোখ করে ডেযার্ট স্টর্মের কার্যকলাপ দেখছে ও।

বাকস্কিন পোশাকের বিভিন্ন পকেট থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ রাখল স্টর্ম পেইন্টের কৌটার পাশে। সবশেষে বের করল এল্কের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁটের কুখ্যাত 'মৃত্যুর ছায়া'—ক্ষুরের মত ধারাল বাউই ছুরিটা।

ছুরিটা হাতে নিয়ে পদ্মাসনে বসল ডেযার্ট স্টর্ম। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ শুরু করল, জ্ঞানী আর প্রাচীন আত্মাদের উদ্দেশে।

আস্তে-আস্তে বাড়তে লাগল আওয়াজ। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হলো।

অবশেষে মারাত্মক শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষা পেল উল্‌ফ ক্যানিয়ন।

নৈঃশব্দ্য গ্রাস করল চারদিক।

ঘোর লাগা দৃষ্টি পাল্টে গেল ডেযার্ট স্টর্মের। প্রাচীন আত্মারা ওর প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছে। এবার শুরু হবে ওর নির্বাণ উৎসব।

উঠে দাঁড়াল ডেযার্ট স্টর্ম। 'মৃত্যুর ছায়া'-টা হাতে নিয়ে এগোল টিম স্যাণ্ডার্সের দিকে।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইল টিম। মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় দুর্বোধ্য জান্তব গোঙানির মত শোনাল সেটা।

'তোমার কোন কথা আর আমার শোনার দরকার নেই, টিম স্যাণ্ডার্স। যে ইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে তুমি অপহরণ করেছিলে, ও আমার বোন। আর সাথের যে ইংরেজ মেয়েটা, সে-ও।

'তুমি টাকার জন্য ওদেরকে কিডন্যাপ করেছিলে। মুক্তিপণ পাওয়ার পর কোন ক্ষতি না করে ওদের ছেড়ে দিলে তোমার মাথায় স্রেফ একটা সীসা ঢুকিয়ে হিসেব চুকিয়ে ফেলতাম।

'কিন্তু তুমি তা না করে ওদের উপর দিনের পর দিন নির্যাতন চালিয়েছ। এখন তোমার কাছ থেকে সুদাসলে তা আদায় করব।'

দুপুরের রোদে ঝিক্ করে উঠল 'মৃত্যুর ছায়া'। প্রথমবার হালকাভাবে ছুঁয়ে গেল বুক। ঊর্ধ্বাঙ্গের শার্ট দেহছাড়া হওয়ার পাশাপাশি বুক বরাবর রক্তের একটা হালকা ট্রেইল তৈরি হলো।

দ্বিতীয়বারের হামলাটা হলো আরও গভীর। মোটা কাপড়ের ট্রাউজার নিম্নাঙ্গকে ছেড়ে মাটিতে পড়ল।

ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটো অনুসরণ করল ছুরির ফলাটাকে।

এবার আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ডালপালা জড়ো করল স্টর্ম আউট-লর দু'পায়ের মাঝে। এরপর আউট-লর মুখ থেকে ময়লা রুমালটা বের করে পেইন্টের কৌটায় ডুবিয়ে দিল।

'কী...কী করবে তুমি?' তোতলাতে শুরু করেছে দুর্বৃত্ত।

জবাব না দিয়ে টিম স্যাণ্ডার্সের দু'পায়ের মাঝের ডালপালায় দেশলাই জ্বেলে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

জান্তব চিৎকার বেরিয়ে আসছে আউট-লর গলা চিরে। করুণা ভিক্ষার যতরকম শব্দ আছে, সব ব্যবহার করছে আউট-ল।

কোন বিকার নেই ডেযার্ট স্টর্মের। ওর বুকের মাঝে জ্বলতে থাকা চিতার আগুন নেভানোর মিশনে নেমেছে ও। তাই ইচ্ছে করেই মুখে কাপড় গোঁজেনি আউট-লর।

কোনরকম তাড়া নেই ওর। যেন অফুরন্ত সময় নিয়ে

boighar.com

বসেছে, মোক্ষ লাভের জন্য। কোনরকম হুমকি নেই, গালিগালাজ নেই।

ওকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে মৃত্যুর ছায়া।

ইতোমধ্যে আউট-লর নাক-কান জায়গা ছেড়ে অগ্নিকুণ্ডে স্থান নিয়েছে। পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও গেছে সহমরণের জন্য। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে ক্যানিয়নের বাতাস।

বারবার জ্ঞান হারানোর চেষ্টা করছে টিম স্যাণ্ডার্স, তবে সে চেষ্টা সফল হতে দিচ্ছে না ডেযার্ট স্টর্ম।

আইরিশ জ্যাকস এখন আর নিজের গলায় ঢালছে না ডেযার্ট স্টর্ম। সেটা ব্যবহার করছে ওকে সচেতন রাখার জন্য। মাঝে-মাঝেই ঢেলে দিচ্ছে কাটা জায়গাগুলোতে।

চিৎকার করতে-করতে কুকুরের মত জিভ বেরিয়ে পড়েছে ধর্ষকের। আবারও দেখল মৃত্যুর ছায়াকে।

'এটা পওলার জন্য, স্যাণ্ডার্স। ওকে ফেরত দিতে পারব না। কিন্তু ওর ভাইকে এই ট্রফিটা উপহার দিতে পারব,' বলল ডেযার্ট স্টর্ম।

জ্যান্ত স্যাণ্ডার্সের স্কাল্প ঠাঁই নিল ওর বাকস্কিনের পকেটে।

আর সহ্য করতে পারল না দুর্ধর্ষ বাউণ্টি হাণ্টার বেন ম্যাক্সওয়েল।

পেটে যা ছিল সব উগরে দিল।

'তখনই বলেছিলাম, বেন, সহ্য করতে পারবে না,' শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলল ডেযার্ট স্টর্ম। 'তোমার জন্য অল্পতেই পার পেয়ে যাচ্ছে হারামজাদা।'

স্যাডলব্যাগ থেকে আরেকটা আইরিশ জ্যাকসের বোতল এনে বেনের হাতে দিল।

সরাসরি বোতল থেকে গলায় ঢালল বেন। একটু ধাতস্থ হলো। বোতলটা এগিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্মের দিকে।

'ওয়ান্টেড পোস্টারটা এখনও তোমার দরকার, বেন?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে টিম স্যাণ্ডার্সের পোস্টারটা বের করে ওর পায়ের কাছে জ্বলতে থাকা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল বেন।

বাকি আইরিশ জ্যাকসটুকু টিম স্যাণ্ডার্সের গায়ে ঢেলে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

লকলকিয়ে উঠল আগুনের শিখা।

সোলসের পিঠে চাপল ডেযার্ট স্টর্ম। ওকে অনুসরণ করল বেন।

পেছন থেকে ভেসে আসছে মরণ-চিৎকার।

চিল-শকুনদের কাছে ওটাই মধুর সঙ্গীত বলে মনে হলো।

আকাশ থেকে জমিনের দিকে রওনা দিল ওরা।

প্রদর্শনী শেষ হয়েছে।

এখন জঞ্জাল সাফ করতে হবে।

ঊনত্রিশ

প্রেয়ারিতে যখন দাবানল শুরু হয়, সেটা ঠেকানোর জন্য ছোট করে পাল্টা আগুন জ্বেলে বেশ কিছুটা জায়গার ঘাস পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

ক্যাটল ড্রাইভে চলার সময় বেশ কয়েকবার এ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ডেযার্ট স্টর্মকে।

উন্মত্ত দাবানল বাচ্চা আগুনের কাজ দেখে বিস্মিত হয়, থমকে দাঁড়ায়, গজরাতে থাকে। কিন্তু পোড়ানোর মত কিছু না

boighar.com

পেয়ে একসময় কমে আসে উন্মত্ততা। তারপর একেবারেই নিভে যায়।

সময়ের পরিক্রমায় পোড়ামাটির বুকে আবারও সবুজ ঘাসের জন্ম হয়। পরবর্তীতে সেই ট্রেইলে চলতে গিয়ে ভুক্তভোগী ছাড়া আর কোন ট্রেইল রাইডার বুঝতেও পারে না সে ঘটনা।

ডেযার্ট স্টর্মের প্রতিশোধের দাবানলও মিইয়ে এসেছে টিম স্যাণ্ডার্সের চিতার আগুনে।

ডেনভারে ফিরে সরাসরি হোটেলে প্রবেশ করল ওরা। মুক্তিপণের পুরো টাকাটাই উল্‌ফ ক্যানিয়ন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। নির্বাণ উৎসবের এক পর্যায়ে আউট-ল ফাঁস করে দিয়েছিল ওটার কথা।

পুরো ঘটনা শুনে দুই তরুণী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস প্রকাশ করেছে। সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করেছে, যা ঘটেছে, সেটা আর কারও কাছেই প্রকাশ করবে না।

বিশ্রাম নেয়ার জন্য আর বের হয়নি ডেযার্ট স্টর্ম। পরদিন খুব ভোরে যাত্রা শুরু করবে, তাই মেয়েরাও বের হলো না।

বাধ্য হয়ে একাকীই বেরুতে হলো বেনকে।

টিম স্যাণ্ডার্সের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া দেখে, ওর পরিপাক ক্রিয়া বিগড়ে গেছে। স্যালুনে গিয়ে কয়েক রাউণ্ড আইরিশ জ্যাকস ঘুষ না দিলে শান্ত হবে না পাকস্থলী।

দু'দিন ধরে রাইড করছে পাঁচজনের দলটা।

বাড়ি ফেরার ব্যগ্রতা এত বেশি, নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা হচ্ছে খুব কম।

অবশেষে চোখে পড়ল রাইফেল স্টক শহর।

শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। সরাসরি ডাবল আর রানশের দিকে।

মানবজাতি ওদের আগমন টের পাওয়ার আগেই,

ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল কানা জ্যাক। মনিবের ঘোড়াটাকে ঘিরে চক্কর কাটতে লাগল। হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল ডেযার্ট স্টর্ম।

ঘেউ-ঘেউ শুনে বেরিয়ে এল হ্যারি রকফেলার।

স্নেহ-ভালবাসা-বন্ধুত্বের বন্যা বয়ে গেল রানশের প্রবেশদ্বারে।

পছন্দ না করলেও আবেগের এই বন্যায় ডেযার্ট স্টর্মকেও সামিল হতে হলো।

আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া ছিল। ওদের দেখে মারিয়া, লুপিটা আর লুসিণ্ডা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজসিক ডিনার তৈরি করতে।

ডিনার সেরে গ্র্যাণ্ড ফায়ারপ্লেসের পাশে গোল হয়ে বসল সবাই। হাতে কফির মগ।

গরম কফির সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

'স্টর্ম, একটা কথা বলতে চাই।' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল হ্যারি। 'যে টাকাটা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছ, ওটা তোমাকে আমি দিয়ে দিতে চাই।'

'আমার নিজের বোনদের উদ্ধার করার বিনিময়ে টাকা দিতে চাইছ! বাউণ্টি মানি?' বিস্ময় ফুটল ডেযার্ট স্টর্মের চেহারায়।

'না, না, সেটা না। এই ধরো, উপহার...' কথা শেষ করতে পারল না হ্যারি। ওকে থামিয়ে দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

'হ্যারি, লাউ আর কদুর মধ্যে কোন্ পার্থক্য আছে?' বলল ও।

'সরি, স্টর্ম, ভুল হয়ে গেছে আমার,' চরম বিব্রত হ্যারি রকফেলারের মাথা ঝুঁকে এল হাঁটুর দিকে।

স্টর্মের কাঁধে হাত রাখল ক্যারোলিনা। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'বাবা তোমাকে অপমান করতে চায়নি, বিগ

boighar.com

ব্রাদার।'

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল ডেযার্ট স্টর্মের। বুঝতে পেরেছে, সাধারণ একটা বিষয়কে ওর ধ্যান-ধারণা দিয়ে বিচার করতে গিয়ে লেজে-গোবরে করে ফেলেছে।

'সরি, হ্যারি, পাহাড়ে থাকি তো, সেজন্য তোমাদের সব কথার মানে সব সময় বুঝতে পারি না। তোমার উপহারটা আমি গ্রহণ করলাম। তবে, ওটা আপাতত তোমার কাছেই থাক, বিয়ের উপহার হিসেবে।'

ডেযার্ট স্টর্মের কথায় কোন ভান-ভণিতা থাকে না। সুতরাং স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরতেও সময় লাগল না।

কফি শেষ করে মগটা টেবিলে রেখে ডেযার্ট স্টর্মের দিকে তাকাল হ্যারি।

'কিন্তু, স্টর্ম, আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর বিয়ে করব না।'

'তোমার মত বুড়ো খাটাশকে কে আবার বিয়ে করতে বলছে? ওটা তো ছোট পাখির বিয়ের উপহার,' উত্তর দিল ডেযার্ট স্টর্ম।

পুরো লিভিং রুম কাঁপিয়ে হেসে উঠল ক্যারোলিনা, মৌসুমি বৃষ্টি আর কেলি।

কটমট করে ওদের দিকে তাকাল হ্যারি।

আজই নেশনের উদ্দেশে রওনা হবে ডেযার্ট স্টর্ম আর মৌসুমি বৃষ্টি।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে ক্যারোলিনার। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ডেযার্ট স্টর্মের ঘরের সামনে এসে উঁকি দিল।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়। শান্ত, স্থির, অটল। বুকের মাঝে বয়ে চলেছে ভালবাসার ঝরনাধারা।

আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়টা।

বিছানার দিকে তাকাল ক্যারোলিনা।
ঘুমিয়ে আছে মরুঝড়, ওর বিগ ব্রাদার–ডেযার্ট স্টর্ম।
ডাকতে মন চাইল না ক্যারোলিনার।
ঘুমাক।
সঠিক সময়েই ঘুম ভাঙবে ওর।

***

boighar.com

ওয়েস্টার্ন

দুঃস্বপ্ন

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

বন্দুক সারাতে শহরে এসে গোলাগুলির মুখে পড়ে গেল নেভিল।
একাই আতঙ্ক হয়ে উঠল তিন ব্যাঙ্ক ডাকাতের জন্য।
ওর গুলিতে মারা পড়ল দুই ডাকাত, আরেকজন পালাল লেজ
তুলে। কিন্তু সেখানেই থেমে রইল না ঘটনা।
ক'দিন পর দুঃস্বপ্নের মতো হাজির হলো উড়ো চিঠি।
বাপ-ভাই হত্যার বদলা নেবার হুমকি দিয়েছে পলাতক ডাকাত।
ফিরে আসবে সে, অবশ্যই!
দীর্ঘ আটটি বছর অদৃশ্য সেই হুমকি তাড়া করে ফিরল নেভিলকে।
ততদিনে সংসারী হয়েছে ও, কাঁধে তুলে নিয়েছে
স্থানীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব। জীবনে হানা দিয়েছে নতুন সমস্যা।
রাতারাতি উদয় হওয়া দুই প্রতারকের খপ্পর থেকে সরল
মানুষদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছে সবার শত্রু।
তারই মাঝে আবার ফিরে এল সেই পলাতক ডাকাত—
চিঠির পাতা ছেড়ে, সশরীরে ওর দোরগোড়ায় উদয় হলো দুঃস্বপ্ন।
প্রতিশোধ নেবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বইঘর.কম

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৮/৯/১৭ কালো কফি (অনুবাদ) আগাথা ক্রিস্টি/সায়েম সোলায়মান
বিষয়: হাণ্টার'স লজ রহস্য: অভিনব কায়দায় খুন করা হয়েছে হ্যারিংটন পেসকে। কিন্তু খুনি কি শেষপর্যন্ত নিয়তিকে এড়াতে পারল? **লুকানো উইল:** অদ্ভুত এক লোক অ্যাব্রিউ মার্শ। তিনি চান না পড়ালেখা করুক মেয়েরা, অথচ তাঁর উচ্চশিক্ষিত ভাতিজির ধারণা, ওকে উইলের মাধ্যমে নিজের সবকিছু দিয়ে গেছেন তিনি। ...কোথায় সেই উইল? **কালো কফি:** এমন এক ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন স্যর ক্লড অ্যামোরি, যা দিয়ে বানানো যাবে ভয়ঙ্করতম বিস্ফোরক। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে, কেউ একজন চুরি করতে চাইছে ফর্মুলাটা। তাঁর বাড়িতে গেল পোয়ারো, চুরির কেস সামলাতে গিয়ে মুখোমুখি হলো হত্যারহস্যের। **আশ্চর্য অন্তর্ধান:** স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছেন মিস্টার ডেভেনহেইম। কোথাও কোনও ক্লু নেই। ঘরে বসে রহস্য সমাধানের চ্যালেঞ্জ নিল পোয়ারো। **দেবতার চোখ:** হুমকি-চিঠিতে বলা হয়েছে, হীরাটা দেবতার বাঁ চোখ, ওটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরিয়ে দিতে হবে। ...কেসের মীমাংসা করতে গিয়ে পোয়ারো কি বোকা বনল, নাকি বোকা সাজল? ...পূর্ণাঙ্গ একটি উপন্যাসসহ চারটি বড় গল্পের এই সংকলনে এরকুল পোয়ারো প্রমাণ করেছে, রহস্য সমাধানে কেন সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চলুন না, আমরাও ওর সঙ্গে সমাধান করি আশ্চর্য পাঁচটি রহস্যের।

আরও আসছে

boighar.com